উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,৫৬৭.৭১ (+৪০৯.৮৩)

নিফটি : ২৪,৭১৫.০৫ (+১৩৫.৪৫)

চিনে শক্তিপ্রদর্শন শি-পুতিন-কিমের

বেজিংয়ে শক্তিপ্রদর্শন করল গণমুক্তি ফৌজ। অনুষ্ঠানে একমঞ্চে দেখা গেল শি জিনপিং, ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনকে। যা দেখে বেজায় চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

বন্যাবিধ্বস্ত পঞ্জাব, দিল্লিতেও লাল সতর্কতা

টানা বৃষ্টিতে দিল্লির পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। রাজধানীতে জারি লাল সতর্কতা। উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাবেও পরিস্থিতি ভয়াবহ। পঞ্জাবে বুধবার বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৩৭। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩৩°	২৭°	৩৪°	২৭°	৩৩°	২৬°

লন্ডনে বিরাটের ফিটনেস টেস্টে প্রশ্নে বোর্ড » ১১

শিলিগুড়ি ১৮ ভাদ্র ১৪৩২ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 4 September 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 108

মা আসছেন

২৪

দিন পর

খড়িবাড়িতে পদত্যাগ পদ্মের ১১ পদাধিকারীর

রাহুল মজুমদার ও কার্তিক দাস

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে জেলা কমিটি নিয়ে ক্ষোভের মধ্যেই গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে মহকুমার খড়িবাড়িতে বিজেপির একের পর এক পদাধিকারী পদত্যাগ করছেন। রানিগঞ্জ বিন্নাবাড়ি মণ্ডলে গত চারদিনে ১১ জন পদাধিকারী পদত্যাগ করেছেন। ওই মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক থেকে শুরু করে যুব মোর্চার সভাপতি, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ ইতিমধ্যে ইস্তফা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক তাপস মাঝি, সহ সম্পাদক নির্মল সরকার, সহ সভাপতি বীরেন শিকদার, যুব মোর্চার মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক রাকেশ সিংহ, অঞ্চল সভাপতি মৃন্ময় রায়, মণ্ডলের দুই নম্বর শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ সোবিন্দ বর্মন। প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত সমস্যা দেখিয়ে পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। সূত্রের খবর, মূলত মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকের বিরোধের জেরেই এই গণ ইস্তফা।

রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল সভাপতি রিনা মণ্ডলের বিরুদ্ধে দলেই অভিযোগ, তিনি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার জন্য বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠকে বসেছিলেন দলের সঙ্গে কথা না বলেই। সে ব্যাপারে পরবর্তীতে বিজেপি পদাধিকারীদের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহারও করেন। সেখান থেকেই সমস্যার সূত্রপাত। রিনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরে সাংবাদিক পরিচয় শুনে কথা বলতে চাননি।

ফাঁসিদেওয়ার এই মণ্ডলে বিজেপির সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'ইস্তফার বিষয়টি শুনেছি। জেলা সভাপতি ও উচ্চ নেতৃত্বকে বিষয়টি জানিয়ে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে বসে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। তবে দলের এই অভ্যন্তরীণ বিরোধের যদি সমাধান না হয় তবে তা দলকে প্রভাবিত করবে।' বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল আলোচনায়

এরপর দশের পাতায়

জিএসটি রাত্রি

নয়া হারের মূল বৈশিষ্ট্য

- নতুন স্ল্যাব ৫ ও ১৮ শতাংশ
- ১৭৫টি পণ্যের দাম কমবে
- জীবনবিমা ও স্বাস্থ্যবিমা জিএসটি মুক্ত
- ২২ সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি কার্যকর
- লটারি ও তামাকজাত দ্রব্যে ২৮ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশ
- বিলাসবহুল দ্রব্যে জিএসটি বেড়ে ৪০ শতাংশ

কমল

- মাখন, ঘি, চিজ সহ দুগ্ধজাত সামগ্রী
- শ্যাম্পু, চুলের তেল, শেভিং ক্রিম
- ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধ, গ্লুকোমিটার, থার্মোমিটার, ক্লিনিক্যাল ডায়াপার, চশমা, মেডিকেল অক্সিজেন
- ট্র্যাক্টর, ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ, অটোর যন্ত্রাংশ
- মোটরবাইক এবং যন্ত্রাংশ
- পাস্তা, ভুজিয়া, সস
- মধু
- জৈব কীটনাশক
- টুথপেস্ট, টুথব্রাশ
- জামাকাপড়
- পেন্সিল, কলম
- এসি, ডিশ ওয়াশার, ৩২ ইঞ্চির চেয়ে বড় টিভি
- চর্মজাত দ্রব্য
- সার, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত জিনিস

২৮ থেকে বেড়ে ৪০ শতাংশ

৫ ও ১৮ শতাংশ

বাড়ল

- তামাকজাত দ্রব্য, সিগারেট, মদ
- দামি বাইক, বিলাসবহুল গাড়ি
- ঠান্ডা পানীয়, ফ্রুট জুস

মূল লক্ষ্য

- নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়বে দেশীয় বাজারে। আমজনতার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসবে ভোগ্যপণ্য
- ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় পণ্যের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় ৪৯ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি ধাক্কা খেয়েছে। তার অনেকটা সামাল দেওয়া যাবে দেশীয় বাজার চাঙ্গা হলে
- যেসব পণ্যে চড়া হারে জিএসটি ধার্য ছিল তার দাম কমায় মূলত স্বস্তি পাবে মধ্যবিত্তরা
- পণ্য উৎপাদন ও তার ব্যবহারে গতি আসবে

করমুক্ত স্বাস্থ্যবিমা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্যবিমা জিএসটি মুক্ত। জীবনবিমাও। আর চার স্ল্যাবে নয়, দুই স্তরেই সীমাবদ্ধ জিএসটি। ফলে অনেকাংশে করের বোঝা লাঘব হবে মধ্যবিত্তের কাঁধ থেকে। আভাসটা অবশ্য প্রধানমন্ত্রী আগেই দিয়েছিলেন। লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের মঞ্চ থেকে জানিয়েছিলেন, জিএসটিতে দীপাবলির উপহার পাবে দেশ। বাস্তবে জিএসটি কাউন্সিলের দু'দিনের বৈঠকের প্রথম দিনই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করলেন 'নেক্সট জেনারেশন জিএসটি।'

জিএসটি কাউন্সিলের সিদ্ধান্তে ক্যানসারের ৩টি সহ ৩৩টি জীবনদায়ী ওষুধের ওপর কর কমবে। মোট ১৭৫টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যও ছাড় পাবে জিএসটিতে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক বিরোধী নেতার দীর্ঘদিনের দাবি মেনে, স্বাস্থ্য এবং জীবনবিমাকে সম্পূর্ণ জিএসটি মুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য মনে করিয়ে দেন, ২০১৭ সালে প্রথম এই দাবি জানিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। কার্যত সেই দাবিই পূরণ হল।

এরপর দশের পাতায়

অমুসলিমদের কবচ

ডিটেনশন ক্যাম্প আলাদা কিছু নয়। এতদিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশ যেভাবে জেলে রাখত, এক্ষেত্রেও তাই হবে। **-সুকান্ত মজুমদার**

বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো বিজেপির পুরোনো অ্যাজেন্ডা। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। **-শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

ডিটেনশন ক্যাম্পে আপত্তি বাংলার

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : পাসপোর্ট লাগবে না। অন্য নথিরও প্রয়োজন নেই। অমুসলিম হলেই হল। তাহলেই বাংলাদেশ শুধু নয়, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা মানুষকে শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকারীও হবেন তাঁরা। দেশের সমস্ত রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ নিয়ে বিতর্কের মাঝে ভিনদেশের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্যতার আরও ১০ বছর সময়সীমা বাড়িয়ে দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

অমিত শা'র মন্ত্রকের নতুন নির্দেশিকায়, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানের মতো মুসলিমপ্রধান দেশ থেকে নিপীড়নের শিকার হয়ে যে অমুসলিমরা ভারতে এসেছেন, তাঁদের পাসপোর্ট বা অন্য বৈধ নথি ছাড়াই দেশে থাকার অনুমতি দেওয়া হল। অমুসলিম বলতে হিন্দু ছাড়াও খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন ও পার্সি ধর্মাবলম্বীদের কথা বলা হয়েছে ওই নির্দেশিকায়।

অথচ গত বছর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন প্রণয়নের পর জানানো হয়েছিল, ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সংখ্যালঘুরা ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁরাই ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য। বুধবার যোগ্যতার সেই মাপকাঠির সময়সীমা এক লাফে ১০ বছর বাড়িয়ে দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। *এরপর দশের পাতায়*

শরণার্থীর শরণে

২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু নাগরিক, যাঁরা ধর্মীয় অত্যাচার থেকে বাঁচতে ভারতে এসেছেন, তাঁদের ফেরত পাঠানো হবে না

বৈধ পাসপোর্ট বা অন্য নথি ছাড়াই তাঁরা এদেশে থাকতে পারবেন

সিএএ কার্যকর করার সময় কেন্দ্র জানিয়েছিল, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা ভারতে এসেছেন, তাঁদেরই একমাত্র নাগরিকত্ব দেওয়া হবে

নতুন নির্দেশিকায় সেই সময়সীমা ১০ বছর বাড়ল

বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তান থেকে আগত কোনও ব্যক্তি নাগরিকত্ব আইনের ধারা ৬বি-এর মাধ্যমে আবেদন করে এদেশের নাগরিক হতে পারবেন

তৃণমূলের নয়া অস্ত্রে পদ্মের বিড়ম্বনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : ভাষা সন্ত্রাস নিয়ে আলোচনার অভিমুখ মঙ্গলবার ঘুরে গিয়েছিল তৃণমূলের মঞ্চ ভাঙতে সেনাবাহিনীর তৎপরতার দিকে। বৃহস্পতিবার আরেকটি অভিমুখ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা। সেদিন বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ভাষণ নির্ধারিত আছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই ভাষণে রাজ্যে রাজ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরিতে কেন্দ্রের নির্দেশ ঠাঁই পেতে পারে বলে তৃণমূল সূত্রে খবর। তৃণমূল ওই বিষয়টিকে নির্বাচনি প্রচারের আরেক হাতিয়ার করে তুলতে চলেছে।

ডিটেনশন ক্যাম্প শব্দবন্ধের মধ্যে আশঙ্কা এবং নিরাপত্তাহীনতার বার্তা আছে বলে বিরোধীদের প্রচার আছে প্রথম থেকে। অসমের এনআরসি'র সময় ডিটেনশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আটক করা হয়েছিল। তাতে চূড়ান্ত হয়রানির অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে।

এরপর দশের পাতায়

বিল শুনেই জানলা গলে পগারপার দুই রোগী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বিল উঠেছে সাধ্যের বাইরে। সেই বিলের কথা শুনে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিয়েছেন পরিবারের লোকজন। ট্রাক মালিকও বিল শোনার পর ফোনের লাইন কেটে দিয়েছেন। প্রচণ্ড কান্নাকাটি করার পরেও ছাড়েনি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। শেষে সুযোগ বুঝে নার্সিংহোমের আইসিইউ রুমের জানলা খুলে পাইপ বেয়ে নেমে পালালেন দুই রোগী। ভক্তিনগর থানা এলাকার একটি নার্সিংহোমের ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নার্সিংহোম সূত্রে খবর, দুই রোগীর সবমিলিয়ে বিল হয়েছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

নার্সিংহোমের তরফে মিথিলেশ যাদব জানান, দুই রোগীর মধ্যে একজন ছিলেন কনডাক্টর, অন্যজন চালক। ধূপগুড়ি ব্লকে তাঁরা দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিলেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই ট্রাকের মালিক ও দুই রোগীর পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছিলেন টাকা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না। চারদিন চিকিৎসার পর বিলের কথা বলতেই ট্রাক মালিক ফোন কেটে দেন। বাড়ির সদস্যরাও আর ফোন ওঠাচ্ছেন না। ওই দুজনে বিল শুনেই কান্নাকাটি করছিলেন। মিথিলেশ বলেন, 'সকালে নজরে আসে আইসিইউ রুমের জানলা খোলা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা যায় মঙ্গলবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটে পাইপ বেয়ে নেমে ওঁরা পালিয়ে গিয়েছেন।' যদিও গোটা ঘটনায় নার্সিংহোমের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এদিন দুপুরে নিখোঁজ দুই রোগীর ব্যাপারে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'গোটা বিষয়টাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

নার্সিংহোম সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দুই রোগীর নাম সুবোধকুমার যাদব ও মনোজকুমার যাদব। দুজনেই বিহারের ভাগলপুরের বাসিন্দা। যদিও ওই দুজনকে শিলিগুড়ির চেকপোস্ট সংলগ্ন ওই নার্সিংহোমে অ্যাম্বুল্যান্সচালক নিয়ে এল কোথা থেকে তা নিয়ে ধন্দ রয়েছে।

মিথিলেশের কথায়, 'গয়েরকাটায় দুর্ঘটনার পর ওই দুজনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিলেন। *এরপর দশের পাতায়*

উঠল বাই তো বিদেশ যাই

আয় মন বেড়াতে যাবি

পুজোয় বাঙালির ঘুরে বেড়ানো চিরকালীন অভ্যাস। এতদিন তালিকায় ছিল মূলত দি-পু-দা। এখন সেই তালিকায় সহজেই ঢুকে পড়ছে বিদেশ।

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও সানি সরকার

আলিপুরদুয়ার ও শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : আপনি হা লং বে চেনেন? বা হ্যানয়? সিঙ্গাপুরে গিয়েছেন? কিংবা সুইৎজারল্যান্ড? আচ্ছা আপনি কি শিলিগুড়ির বাসিন্দা তাপস দাসকে চেনেন? বা আলিপুরদুয়ার শহরের রিম্পা সরকারকে? এই তাপস আর রিম্পারাই এবার পুজোয় ঘুরতে যাচ্ছেন সিঙ্গাপুর, সুইৎজারল্যান্ড, হ্যানয়ের মতো জায়গায়। দি-পু-দা। পুজোর ছুটি মানেই দিঘা, পুরী আর দার্জিলিংয়ের বাঁধাধরা গন্তব্য এখন অতীত। টুক করে একবার ট্যাঁকের জোর পরখ করে নিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালি এখন ভ্রমণেও গ্লোবাল।

দক্ষিণবঙ্গের লোকজন যে উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসতে পছন্দ করেন, তা তো পুজোর সময় উত্তরবঙ্গগামী টিকিটের হাহাকার দেখলেই স্পষ্ট। আর উত্তরবঙ্গের লোকজন তাহলে কোথায় ঘুরতে যান? আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ট্যুর অপারেটরদের থেকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কেউ যাচ্ছেন ইউরোপ ট্যুরে, কেউ বা অস্ট্রেলিয়ায়। আর মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্যাংকক তো এখন নাকি জলভাত।

শিলিগুড়ির তাপস স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে নিয়ে এবার পুজোয় বিদেশ সফরে যাচ্ছেন। সাত রাত আটদিনের সফরের প্রথম চারদিন থাকবেন সিঙ্গাপুর। পরবর্তী দিনগুলিতে মালয়েশিয়া। তাঁর বক্তব্য, 'একসময় বিদেশে যাওয়া ছিল কল্পনাতীত। ভিসা, পাসপোর্টের সমস্যাও ছিল। কিন্তু এখন বিভিন্ন সংস্থার প্যাকেজ ট্যুরের জন্য বিদেশও ঘরের কাছে মনে হচ্ছে।' *এরপর দশের পাতায়*

রাজ্য কাবাডি দলে বারবিশার পূজা

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ে পূজাকে সংবর্ধনা। বুধবার।

বারবিশা, ৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা কাবাডি দলে জায়গা পেল বারবিশার পূজা দাস। তার বাড়ি আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ রামপুর গ্রামে। সে বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। বুধবার বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ের তরফে তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

সম্প্রতি ৬৯তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল ফর স্কুল গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসে অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলে আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় চোখধাঁধানো পারফরমেন্সের সুবাদেই পূজা বিচারকদের নজরে আসে। এবার সে রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরের কাবাডি প্রতিযোগিতায় খেলবে। উত্তরবঙ্গ থেকে একমাত্র পূজাই রাজ্যের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা কাবাডি দলে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

বুধবার দুপুরে ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা হয় পূজাকে। তারপর চলে মিষ্টিমুখ, সংবর্ধনা ও শুভেচ্ছা জানানোর পালা। বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা তপতী সরকার বলেন, 'পূজা লেখাপড়ার পাশাপাশি মনপ্রাণ দিয়ে কাবাডি খেলতে ভালোবাসে। স্কুল ছুটির পর নিয়মিত কাবাডি খেলে। কাবাডি খেলার প্রতি উৎসাহ, আগ্রহ ও একাগ্রতাই সাফল্য এনে দিয়েছে। আমরা পূজার পাশে রয়েছি।' একইভাবে পূজার পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি রাজীব তিরকি সহ বাকি সদস্যরা।

পূজার বাবা রঞ্জিত দাস পেশায় ক্ষুদ্র কৃষক। একসময় মেয়ের কাবাডি খেলায় আপত্তি ছিল তাঁর। সংসারের অভাবের কথা ভেবে রঞ্জিত চাইতেন পূজা ভালো করে পড়াশোনা করুক। একটা চাকরি পাক। কিন্তু পূজার কাবাডির প্রতি আগ্রহ ও ধীরে ধীরে সাফল্য প্রাপ্তির পর তিনি নিজের মত পরিবর্তন করেন।

তিনি বলেন, 'কাবাডি খেলার নেশায় প্রথম দিকে দেরিতে বাড়ি ফিরত বলে বকেছি। বাইরে খেলতে যাওয়ার কথা শুনে নানা দুশ্চিন্তায় আপত্তিও করেছি। মেয়ে পড়াশোনা ও কাবাডি খেলা দুটোই চালিয়ে গিয়েছে। এবার রাজ্য দলের হয়ে জাতীয় স্তরে খেলবে জেনে সত্যিই গর্ব হচ্ছে।'

পূজার প্রশিক্ষক প্রশান্ত বর্মনও ছাত্রীর সাফল্যে খুশি। তিনি বললেন, 'উত্তরের জেলাগুলো থেকে রাজ্যের অনূর্ধ্ব-১৯ মহিলা দলে একমাত্র পূজাই সুযোগ পেয়েছে। সামনে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার পর কলকাতায় নতুন করে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। ঠিকঠাক অনুশীলন চালিয়ে গেলে জাতীয় স্তরের কাবাডি খেলায় দক্ষতার ছাপ রাখবে পূজা। আমি আশাবাদী ও পরবর্তীতে দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খেলবে।'

বেতন অনিশ্চিত এনবিএসটিসি-র

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩ সেপ্টেম্বর : পুজোর মাসে তিন তারিখ পেরিয়ে গেলেও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীরা বেতন ও পেনশন পাননি। ফলে সমস্যায় পড়েছেন নিগমের কয়েক হাজার কর্মী ও পেনশনার। এনবিএসটিসি-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই জানান, এখনও পর্যন্ত অ্যালটমেন্ট আসেনি। অ্যালটমেন্ট এলে সবাই টাকা পাবেন। নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় এবিষয়ে বলেন, 'আমাদের সাধারণত মাসের ১ তারিখে বেতন হয়। সেক্ষেত্রে ১ তারিখের আগে অ্যালটমেন্ট ঢুকে যায়। কিন্তু এবার কোনও কারণবশত অ্যালটমেন্ট ঢোকেনি। আশা করছি খুব শীঘ্র ঢুকে যাবে।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে স্থায়ী ও অস্থায়ী সবমিলিয়ে প্রায় আড়াই হাজার কর্মী রয়েছেন। এই সকল কর্মীর মাইনে ও সাম্মানিক বাবদ প্রতি মাসে এনবিএসটিসি-র প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ হয়। এছাড়া গাড়ি চালানোর তেলের খরচ সহ সবমিলিয়ে নিগমের প্রতিমাসে খরচ হয় প্রায় ২২ কোটি টাকা। কিন্তু সংস্থার গড়ে প্রতিমাসে আয় হয় ১৫ থেকে ১৬ কোটি টাকা। ফলে প্রতিমাসে প্রায় ৬ কোটি টাকা ঘাটতি থেকে যায়।

প্রতিমাসে নিগমের এই ঘাটতি পূরণ করে রাজ্য সরকার। যদিও নিগমের কর্মীদের বেতন বাবদ প্রতিমাসে যে পরিমাণ টাকা লাগে তার মধ্যে ৬ কোটি টাকা রাজ্য সরকার দেয়। বাকি ২ কোটি টাকা দেয় নিগম। তবে শুধু বেতনই নয়, নিগমের কয়েক হাজার পেনশনারকে প্রতিমাসে পেনশন দিতে প্রায় ৯ কোটি টাকা খরচ হয়। সেই টাকাও রাজ্য সরকার দেয়।

নিগমের পেনশনার তথা উত্তরবঙ্গ স্টেট ট্রান্সপোর্ট রিটায়ার্ড স্টাফ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী সভাপতি মৃণালকান্তি দাস বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমরা নিয়মিত মাসের প্রথমে পেনশন পেয়ে আসছি। এই পেনশনের উপর নির্ভর করে আমাদের সংসার চলে। পুজোর মাসে এখনও পেনশন না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা হচ্ছে।' স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে পেনশন একমাত্র ভরসা পারুল দে'র। কিন্তু এই মাসে এখনও পেনশন না ঢোকায় তিনি সমস্যায় পড়েছেন।

শঙ্কায় কর্মীরা

- উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে প্রায় আড়াই হাজার কর্মী রয়েছেন
- কর্মীদের মাইনে বাবদ প্রতি মাসে এনবিএসটিসি-র প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ হয়
- পুজোর মাসে তিন তারিখ পেরিয়ে গেলেও কর্মীরা বেতন ও পেনশন পাননি
- নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জানান, এখনও পর্যন্ত অ্যালটমেন্ট আসেনি, এলে সবাই টাকা পাবেন

NIT NO-DDP/N-37/2025-26

e-Tenders for 04 (Four) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-37/2025-26 is 11/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NIT NO-DDP/N-39/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-39/2025-26 is 08/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

DDP/N-40/2025-26, 41/2025-26, 42/2025-26, 43/2025-26, 44/2025-26, 45/2025-26, 46/2025-26, 47/2025-26, 48/2025-26, 49/2025-26

e-Tenders for 40 (Forty) nos. of works under 15th FC, SBM (G) invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT DDP/N-40/2025-26, 41/2025-26, 42/2025-26, 43/2025-26, 44/2025-26, 45/2025-26, 46/2025-26, 47/2025-26, 48/2025-26, 49/2025-26 is 11.09.2025 at 14.00 Hours & NIT Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ-- জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারবাসীদের বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9163272406. (K)

অতিসত্বর ঘোষপুকুর, খড়িবাড়ি, নক্সালবাড়ি, পানিট্যাঙ্কি ও অধিকারীর জন্য ডেলেভারি ছেলে/মেয়ে চাই। (M) 8116589466. (C/117950)

কোম্পানিতে ছোট Product ডেলিভারি ও অফিসের কাজের জন্য পিয়াজিও/Tata Ace চালাতে জানা, ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ (1) ড্রাইভার প্রয়োজন। Salary- 16500/- ও ESI/PF ও অন্যান্য সুবিধে। (2) গোডাউনে Product প্যাকিং-এর জন্য Office boy চাই। Salary 10000/-। Con- Sevoke Road, Siliguri. Ph- 9564017111. (C/117950)

ভর্তি

শিক্ষাবর্ষে 2025-27 B.Ed কোর্সে স্বল্প খরচে ভর্তি চলছে। Mob. 98510-70787 / 89448-84979. Mekliganj Netaji P.T.T.I Addl. Sec. B.Ed, Dist- Coochbehar, Pin- 735304 President. (S/C)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 90937-91940. (C/118079)

হারানো/প্রাপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমি মনোজ পাল, পিতা স্বর্গীয় শিবশঙ্কর পাল, গ্রাম+পোঃ গালিমপুর, থানা- চাঁচল, জেলা- মালদা, আমার একটি জমির অরিজিনাল দলিল গত 05.02.2025 তারিখে চাঁচল বাস স্ট্যান্ডের কাছে হারিয়ে যায়, যা এখনও পাওয়া যায়নি। এই মর্মে স্থানীয় চাঁচল থানায় একটি ডায়েরি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাহার জি.ডি.ই. নং 382 তারিখ 06.08.25। যদি কোনো সৎ হৃদয় ব্যক্তি পেয়ে থাকেন উক্ত দলিল, তবে দলিলটি আমাকে দিয়ে উপকৃত করিবেন : দলিলের তথ্য- দলিল নং- 8501/2020, D8E11/2020. যোগাযোগ নং- 90023-16621. (S/T)

অ্যাফিডেভিট

I declared by affidavit on 02/09/2025 before J.M. 1st class Jalpaiguri Court that I Buddham Gopelala and Buddhaam Gopelala is the same and one identical Person. (C/117469)

আমি আকাশ বর্মন, পিতা অনুপম বর্মন। বিভিন্ন কাগজপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় ইং ১৮/১১/২২ তারিখে জলপাইগুড়ি E/M কোর্ট এ অ্যাফিডেভিট করে আমার নাম ভবানন্দ বর্মন থেকে আকাশ বর্মন করা হল।

I Sandhya Rani Das, W/O- Harimohan Das, residing at Khagenhat, Falakata. Do hereby declare by affidavit that Sandhya Rani Das & Sandhyarani Das is same person in all purpose vide notary public at Jalpaiguri on 2 Sept, 2025. (C/118078)

আমি Paritosh Dey আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 03/09/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে 1st ক্লাস J.M. দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Paritosh Ch. Dey থেকে Paritosh Dey নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118080)

আমার পুত্র Feroz Miah'র জন্ম শংসাপত্র রেজিস্ট্রেশন নং 43/2005, তাং 16.02.2005 (পানিশালা জি.পি. অধীনে)। আমার স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 01-09-25, J.M. 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার স্বামী Hasen Ali এবং Hachhen Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Fatema Bibi, ধাইয়েরহাট, মোয়ামারি, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117184)

আমার ভোটার কার্ড ID নং TSX1224161 এবং স্ত্রীর ভোটার কার্ড নং TSX2406189 আমার নাম ভুল থাকায় গত 03-09-25, J.M 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি M.D. Mojaffar Haque এবং Mojaffar Hoque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দুধের কুঠি দেওয়ানবস, কোতোয়ালি, কোচবিহার। পিন 736170. (C/117185)

আইনি নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী রামপীড়িত সাহানী, পিতা মৃত বালদেও সাহানী ২) শ্রী রমেশ সাহানী, পিতা শ্রী রামপীড়িত সাহানী সাকিন নিউ আলিপুরদুয়ার, ওয়ার্ড নং ১৬, পোঃ ও থানা আলিপুরদুয়ার, জেলা আলিপুরদুয়ার গত ইং ১৫/০২/২০১২ তারিখে ৮৭৫ নং দলিল মূলে ২০১২ সনে দমনপুর মৌজার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত ১০ ডেসিমেল জমি ১৮৫৫ এলআর খতিয়ান হইতে ৩৬৯৬ হাল দাগে জমি খরিদ করিয়াছি উক্ত জমির মালিক ১) প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল ২) রামকৃষ্ণ মন্ডল ৩) আশা মল্লিক মন্ডল ৪) উষারানী মন্ডল ৫) কৃষ্ণ মন্ডল ৬) লক্ষ্মী মন্ডল ৭) কৌশিক মন্ডল ৮) অর্পিতা সরকার মন্ডল সর্বপিতা মৃত হরিদাস মন্ডল এবং যাহার পক্ষে আমমোক্তার নামার বলবতে সহি করিয়াছেন প্রণব দত্ত বিশ্বাস এবং সমিত কুমার ঘোষ। উক্ত আমমোক্তার নামা ২০১২ সনের দলিল নং ১৯ এবং উক্ত বর্তমান মালিক আলিপুরদুয়ার ১ নং বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছে। উক্ত আমমোক্তার নামা অথবা কবলা দলিলের বিষয়ে কোনও ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে আগামী ০৮/০৯/২০২৫ তারিখের মধ্যে উক্ত আলিপুরদুয়ার ১নং বিএল অ্যান্ড এলআরও অফিসে আপত্তি জানাইবে অথবা আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

Sd/-
Dhreetidwipan Banerjee
Advocate
Alipurduar Court

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং: ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮১, তারিখ : ২৬.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পি.ও.- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-টিআরডি-ই-টেন্ডার-০৮১ -এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশন, এলসি গেট, ব্রিজ, সুইচিং সাব-স্টেশন ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাকশন বন্ড প্রতিস্থাপন; **টেন্ডারের প্রকার :** ওপেন; **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ₹ ৬৪,৭৩,১৫০.০০; **বায়না অর্থ :** ₹ ১,২৯,৫০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য :** ₹ ০.০০; **বিডিং সিস্টেম :** সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম; **টেন্ডার শুরুর তারিখ :** ০৯.০৯.২০২৫; **অফারের মেয়াদ (দিন) :** ৬০; **সমাপ্তির মেয়াদ:** ১২ মাস। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময়:** ০৩.০৯.২০২৫, বিকাল ৫টা ৪৯ মিনিট; **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ ও সময় :** ২৩.০৯.২০২৫, দুপুর ৩টায়। সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। বিডাররা তাদের মূল/সংশোধিত বিডগুলি কেবলমাত্র শেষ তারিখ এবং সময় পর্যন্ত জমা দিতে পারবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত এই ধরনের ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। MLD-163/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-8/APD/WBSRDA/DPRHF_DPTRC/2025-26, Dated-02/09/2025. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.**

Sd/-,
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ ALIPURDUAR DIVISION.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৩৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৩৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

লক্ষ্মী ঝাঁপি সন্ধে ৬.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সেজবউ, দুপুর ১.০০ কর্তব্য, বিকেল ৪.৩০ মস্তান, রাত ৮.০০ চ্যালেঞ্জ, ১১.০০ রাখে হরি মারে কে
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ জীবন এক উৎসব (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.১৫ বরবাদ, বিকেল ৪.০০ ঘাতক, সন্ধে ৭.০০ জামাই ৪২০, রাত ৯.৪৫ লাঠি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বউরানি, বেলা ১১.৩০ সত্যমিথ্যা, দুপুর ২.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১২.০০ দ্যাখ কেমন লাগে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কলঙ্কিত নায়ক
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা
কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ কালি কিতাব, বিকেল ৩.০০ হারম হারা, ৫.০০ জম্বি রেড্ডি, রাত ৮.০০ দ্য ফ্যামিলি স্টার, ১০.৩০ ভিভেগম
জি সিনেমা : বেলা ১১.৩৮ জানোয়ার, বিকেল ৩.১১ রক্ষা বন্ধন, ৪.৫৩ ২.০, সন্ধে ৭.৫৫ দ্য কেরালা স্টোরি, রাত ১০.৪১ নাগভূমি
এমএনএক্স : দুপুর ১.৪৯ নাইট অ্যান্ড ডে, বিকেল ৩.৩৮ হান্ট টু কিল, ৫.১২ দ্য লেগো ব্যাটম্যান মুভি, রাত ৯.০০ রেড ডন, ১০.৩৬ অ্যাসল্ট অন ওয়াল স্ট্রিট
মুভিজ নাউ : বিকেল ৩.৩০ স্টুয়ার্ট লিটল, সন্ধে ৭.০০ দ্য টার্মিনেটর, রাত ৮.৪৫ কোয়ান্টাম অফ সোলেস, ১১.১৫ রিকয়েল

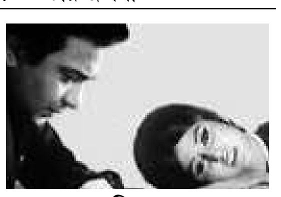
কলঙ্কিত নায়ক
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

সাগর রাত ১০.১৯
জি ক্লাসিক

স্টুয়ার্ট লিটল
বিকেল ৩.৩০ মুভিজ নাউ

সিক্রেটস অফ দ্য এলিফ্যান্টস রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ) কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, তুলসীহাটা শাখার অনুমোদিত আধিকারিক ১০.১০.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৫,৮৬,১৬,২৪৪ (টাকা পাঁচ **কোটি ছিয়াশি লক্ষ ষোলো হাজার দুইশত চুয়াল্লিশ মাত্র)** পুনরুদ্ধারের জন্য ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাংক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাংক) তুলসীহাটা শাখার কাছে -

১. **মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা),** ডিরেক্টর :- সঙ্গীতা আগরওয়াল, কিরণ দেবী আগরওয়াল, এবং শীতল মোদি, নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা :- গ্রাম- মাশালদা বাজার, পোস্ট- করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন - ৭৩২১২৫, নির্মাণ ভূমির ঠিকানা :- গ্রাম - কস্তরিয়া, পোস্ট - তুলসীহাটা, থানা - হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা, পিন -৭৩২১৪০
২. **সঙ্গীতা আগরওয়াল** সুশীল কুমার আগরওয়ালের স্ত্রী **(ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)**, ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (প:ব:), পিন- ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭২৭৮২৭৬৬২৭
৩. **শীতল মোদি** অজয় মোদির স্ত্রী **(ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)**, গ্রাম- মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫, মোবাইল -৯৭৩৩২৩৮৭২৮
৪. **কিরণ দেবী আগরওয়াল** লীলাধর আগরওয়ালের স্ত্রী **(ডিরেক্টর, বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা)**, গ্রাম-মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা - মালদা (প:ব:), পিন-৭৩২১২৫, মোবাইল- ৯৭৩৩৪৮২৩১৯
৫. **শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল** লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (প:ব:), পিন- ৭৩২১২৫
৬. **রবি প্রকাশ আগরওয়াল** লীলাধর আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃ বঃ), পিন - ৭৩২১২৫
৭. **লীলাধর আগরওয়াল** রামস্বরূপ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম- মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
৮. **বিজয় কুমার মোদি** বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৯১২৬৫৫৬৩০৫
৯. **অজয় মোদি** বৈজনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা মালদা (পঃবঃ), পিন - ৭৩২১২৫, মোবাইল :- ৮৯৪৫০৩৭২৫১
১০. **বৈজনাথ মোদি** বিশ্বনাথ মোদির পুত্র (জামিনদাতা), গ্রাম : মাশালদা বাজার, পোস্ট : করিয়ালি, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা- মালদা (পঃবঃ), পিন- ৭৩২১২৫
১১. **সুশীল কুমার আগরওয়াল** মদন আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা), ১০৭, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা (পঃবঃ), পিন - ৭০০০৫৪, মোবাইল - ৭৯৮০৫৭৬৯৮৩
১২. **অমিত কুমার আগরওয়াল** কৌশল কিশোর আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা-ভক্তিনগর, জেলা- জলপাইগুড়ি (পঃ বঃ), পিন- ৭৩৪০০১
১৩. **মীরা দেবী আগরওয়াল** কৌশল কিশোর আগরওয়ালের পুত্র (বন্ধকদাতা), মেইফেয়ার গার্ডেন ব্লক- পাম ভিউ, ফ্ল্যাট নং-১ বি, দ্বিতীয় তলা, শিবমন্দির রোড, পাঞ্জাবিপাড়া, শিলিগুড়ি, থানা- ভক্তিনগর, জেলা-জলপাইগুড়ি (পঃবঃ), পিন - ৭৩৪০০১

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	১১১ ডেসিমেল পরিমাপের জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ প্রষ্টব্য দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০, ০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে মেসার্স বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড যেটির ডিরেক্টর কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদির প্রতিনিধিত্বে এবং ২৭ ডেসিমেল পরিমাপের জমি প্রদত্ত প্রষ্টব্য দলিল নং - I-৭৮৫১, ০৬.১২.২০১২ তারিখের হিসেবে কিরণ দেবী আগরওয়াল, সঙ্গীতা আগরওয়াল এবং শীতল মোদি স্বত্বাধিকরণে **(সম্পূর্ণ জমির পরিমাপ ১৩৮ ডেসিমেল, রাইস মিল শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত)** সঙ্গে বিল্ডিং/স্ট্রাকচার, প্ল্যান্ট এবং যন্ত্রপাতি যেটি রাইস মিলে স্থাপিত/অনুবিদ্ধ, মৌজা : কান্তরিয়া, জে.এল. নং-১৪, থানা- হরিশ্চন্দ্রপুর, জেলা-মালদা (পঃবঃ)-এ অবস্থিত আসল এল.আর. খতিয়ান নং- ১২৭৩, ১২৭০, ১২৭১ এবং ১২৭২, এল আর প্লট নং- ৬৯৪/১১৫৭ দ্বারা আচ্ছাদিত। **সম্পত্তির সীমানা :** **১১১ ডেসিমেলের জমি - দলিল নং- I-৭৮৪৮, I-৭৮৪৯ এবং I-৭৮৫০ অনুসারে সীমানা :** উত্তর - দেবেন বসাকের জমি, দক্ষিণ - ভাড় বসাকের জমি এবং কিরণ দেবী আগরওয়ালের জমি এবং অন্যান্যের জমি। পূর্ব - পিডব্লিউডি রাস্তা, পশ্চিম - বিজয় বসাকের জমি **২৭ ডেসিমেলের জমি - দলিল নং- I-৭৮৫১ অনুসারে সীমানা :** উত্তর - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড, দক্ষিণ- চারু চন্দ্র বসাক (ভাবু বসাক), পূর্ব- পিডব্লিউডি রাস্তা, পশ্চিম - বাকে বিহারি অ্যাগ্রোটেক প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টা: ৪,১৬,০০,০০০/- (টাকা চার কোটি ষোলো লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অর্থমূল্য	টা: ৪১,৬০,০০০/- (টাকা একচল্লিশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টা: ১,০০,০০০/- (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট https://baanknet.com প্ল্যাটফর্মে ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১০.১০.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:00
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০১৮৭৪২৪২৪২

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd এবং ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) -এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন : ৮২৯১২২০২২০ তে।
রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ইমেল করুন support.baanknet@psballiance.com
সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন :- https://baanknet.com-এ, পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - PSB Alliance Pvt Ltd., যোগাযোগ নং - ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করুন।
তারিখ : ২৯.০৮.২০২৫
স্থান : তুলসীহাটা
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ইঅকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি	সম্পত্তির ভিডিও	নথিপত্র (বিক্রয় নোটিশের ছবি)

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (পঙ্কজ কুমার- অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৫২৭৭১৭৭৯৯)
২. (মুন্না রজক - ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, মোবাইল নং- ৯৭৩৩৫১৮৮৩০)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলে লাভবান হবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। বৃষ : নতুন কোনও সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। অকারণে মিথ্যে বলে সমস্যায়। মিথুন : মায়ের পরামর্শ মেনে নিলে সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অকারণে অর্থব্যয়। কর্কট : গবেষক ও চিকিৎসকদের জন্য শুভ। মানসিক চাপ কাটাতে ঈশ্বরের আরাধনা করুন। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে আপনার হঠাৎ উগ্র আচরণ ক্ষতি করবে। পথে বিতর্কে জড়াবেন না। কন্যা : সারাদিন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। প্রেমে শুভ। তুলা : কর্মক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদ পাবেন। বৃশ্চিক : সন্তানের চাকরির খবরে বাড়িতে আনন্দ। পাওনা আদায়ে স্বস্তি ফিরবে। ধনু : ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। মকর : সন্তানের কৃতিত্বে আপনার যশ বৃদ্ধি হবে। মজুতদারি ও ওষুধের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। কুম্ভ : সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় অগ্রগতি। মীন : পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমের সঙ্গীকে সব কথা খুলে বলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৩ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮ ভাদ, সংবৎ ১২ ভাদ্রপদ সুদি, ১১ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৩, অঃ ৫।৫১। বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাত্রি ২।৪। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫২। সৌযভাগ্যযোগ দিবা ৩।৩০। ববকরণ দিবা ১।৫৫ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।৪ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১০।৫২ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃত্যু- ত্রিপাদদোষ রাত্রি ১০।৫২ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ২।৪ গতে দোষ নাই। যোগানী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ২।৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ২।৪৪ গতে ৫।৫১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৭ গতে ১।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ২।৪ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ২।৪৪ মধ্যে। (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন নামকরণ নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যনিষ্ক্রমণ কারখানারম্ভ, রাত্রি ২।৪ গতে গর্ভাধান। (অতিরিক্ত বিবিহ- সন্ধ্যা ৫।৫১ গতে রাত্রি ৯।৪০ মধ্যে কুম্ভ মীন ও মেষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পুনঃরাত্রি ১।৩ গতে শেষরাত্রি ৪।৭ মধ্যে মিথুন ও কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগ যর্জুর্ব্বিবাহ।) বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার হওয়া নেতার উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন দলেই

গৌতম-রঞ্জনের মঞ্চে চুটকি

সাগর বাগচী

ফুলবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : সরকারি জমি দখল করে তার ভুয়ো কাগজ বানানোর অভিযোগে এক বছর আগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। জমি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা মহম্মদ আহিদ ওরফে চুটকির সঙ্গে দলের অনেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলেন। কিন্তু বুধবার ফুলবাড়িতে তৃণমূলের মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়া শুধু নয়, মঞ্চে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে আহিদকে দেখা গেল। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে অনেকে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন।

জমি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর গত বছর তৎকালীন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক ও সহ সভাপতি গৌতম গোস্বামীকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সেখানে কেন চুটকিকে দল বহিষ্কার তো দূরের কথা, দলের সামনের সারিতে রাখা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'আহিদ কোনও পদে ছিলেন না। যাঁরা জমি মামলায় জড়িয়ে পড়েন তাঁদের দল পদ থেকে সরানোর পাশাপাশি বহিষ্কার করা হয়। গৌতম দেব যেহেতু ওই এলাকার বিধায়ক ছিলেন, সেই কারণে আহিদের বিষয়টি নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলব। একটা মিছিলে অনেকেই আসতে পারেন। সাধারণ কর্মী হিসেবে হয়তো আহিদ ছিলেন।' গৌতম দেবকে এ ব্যাপারে ফোন করা হলে, তিনি ফোন ধরেননি।

একাধিক ইস্যুতে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূলের তরফে এদিন প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি ফুলবাড়ি বাজারের সামনে শেষ হয়। সেখানে একটি সভা হয়। সেই মঞ্চে আহিদ উপস্থিত ছিলেন। জেলা সভাপতি যতই আহিদকে সাধারণ কর্মী বলুন না কেন,

মিছিল শেষে মঞ্চে তৃণমূল নেতৃত্ব। বুধবার ফুলবাড়িতে।

তাঁর যে ফুলবাড়ি এলাকায় বিশেষ প্রভাব রয়েছে, তা দলের অনেকেই স্বীকার করেছেন। আহিদ একটা সময় তৃণমূল ছেড়ে নির্দল হয়ে পঞ্চায়েত ভোটে লড়াই করে জয়লাভ করেন। এরপর আবার তৃণমূলে যোগ দেন। দুই দফায় ফুলবাড়ি ১ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ছিলেন। কিন্তু গত বছর সেই পদ থেকে ইস্তফা দেন।

দলের অন্দরের খবর, তিনি নতুন করে অঞ্চল সভাপতি হতে চাইছেন। সেই কারণে দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের সেটি ফোন করে তিনি বলেছেন। তবে এলাকার নেতাদের একাংশের কথায়, 'জমি দখলের ঘটনায় জড়িত নেতারা সামনের সারিতে থাকলে, দলের ভাবমূর্তি জনগণের কাছে খারাপ হয়।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় সরকারি, বেসরকারি জমি দখলের ক্ষেত্রে তৃণমূলের একাধিক নেতার নাম জড়িয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর অনেকেই গ্রেপ্তার হন। আহিদের এদিনের মিছিলে উপস্থিতি নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি দিলীপ রায় বলেন, 'দলের এটা হঠাৎ কর্মসূচি এবং আমি নতুন সভাপতি। আহিদের উপস্থিতির বিষয়টি নিয়ে নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করব। আহিদ দল করতে চাইছেন। দল ওঁর বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে।'

আহিদ বলেন, 'দলের ভাবমূর্তি যে নষ্ট করার সে করে দিয়েছে। আমার জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে না। যাঁরা আমার বদনাম করার চেষ্টা করছেন, তাঁরা আসলে নিজের স্বার্থচরিতার্থ করছেন। আমি দোষী সাব্যস্ত হইনি। আর দল আমায় বহিষ্কারও করেনি।'

মুখোমুখি সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা! বিমানবন্দরের তেলবোঝাই ট্যাংকারের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষের জেরে ফুলবাড়ির আমায়দিঘি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল বুধবার দুপুরে। ঘটনায় বাসের পাঁচজন যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিন এনজেপির আইওসি থেকে বিমানবন্দরের জন্য পেট্রোল ভরে ট্যাংকারটি ভুটানে যাচ্ছিল। এদিকে জলপাইগুড়ি থেকে বেসরকারি বাসটি ১৫ জন যাত্রী নিয়ে শিলিগুড়ির দিকে আসছিল। দুর্ঘটনার জেরে বাস এবং ট্যাংকারটি রাস্তার পাশে ছিটকে যায়।

শালবাড়িতে 'দাদাগিরি' অটোচালকদের

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বর্তমানে অনলাইনে মোটরবাইক বুক করে যাতায়াতের প্রবণতা বেড়েছে। পরিষেবা পাওয়ার জন্য একাধিক অ্যাপ রয়েছে। অনেকে যেমন সাশ্রয়ের জন্য পরিষেবা নিচ্ছেন। অনেকে আবার রাতবিরেতে স্থানীয় যানবাহন না পেয়ে বাড়ি ফেরার জন্য বাইক বুক করছেন। এদিকে, শালবাড়ি এলাকা অনলাইন বাইকচালকদের জন্য ত্রাসে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ, ওই এলাকায় ভাড়ার

হুমকি অ্যাপ বাইকচালকদের

জন্য গেলে বাইকচালকদের স্থানীয় অটোচালকরা হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি তাঁদের দিকে ঢিল ছোড়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

বুধবার নিরাপত্তার দাবিতে অনলাইন বাইকচালকরা প্রধাননগর থানায় গিয়ে পুলিশের দারস্থ হন। সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে বাইকচালকদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তবে, অভিযুক্ত অটোচালকরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তাঁদের বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা কেউই উত্তর দিতে চাননি।

এদিন প্রধাননগর থানায় প্রায় কুড়িজন বাইকচালক অভিযোগ জানান। তাঁদের মধ্যে পঞ্চানন বর্মন আশঙ্কার সুরে বলেন, 'শালবাড়িতে ভাড়া পেলে আমরা এখন আতঙ্কের মধ্যে থাকি। বাইকে মোবাইল লাগানো রয়েছে দেখলেই অটোচালকরা রাস্তা আটকে দিচ্ছে। এরপর ভাড়া নিতে যাচ্ছি কি না, জিজ্ঞাসা করছে। ভাড়ার কথা বললেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছে। হুমকি দিচ্ছে।'

ওই পেশার সঙ্গে যুক্ত আরেক বাইকচালক মহম্মদ আলির কথায়, 'আমার বাইকে অ্যাপের স্টিকার রয়েছে। ওরা চাইছে না, আমরা ওদের এলাকায় ঢুকি। কিছুদিন আগে আমার বাইকে ঢিল পর্যন্ত ছুড়েছিল।' স্থানীয় বাসিন্দা অভয় লামা বলেন, 'বাইক ভাড়া করে যাওয়া-আসার পরিষেবা শুরু হওয়ার পর অটোচালকদের ভাড়া কমে গিয়েছে। তাই রাগের বশে তাঁরা এই ধরনের কাণ্ড ঘটাচ্ছেন।'

ওঝার কেরামতিতে শিশুর মৃত্যু

চোপড়া, ৩ সেপ্টেম্বর : ওঝার কেরামতিতে প্রাণ খোয়াতে হল বছর ছয়ের এক শিশুকে। ঘটনাটি ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মূলকডাঙ্গি গ্রামের। বুধবার ওই শিশুটিকে বাড়িতেই বিষধর সাপ ছোবল দেয়। বাড়ির লোকজন প্রথমে তাকে পাশের গ্রামে এক ওঝার কাছে নিয়ে যান। সেখানে ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনা হয়। সেখান থেকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় শিশুটির। বিষয়টি জানাজানি হতেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যদের শিশুটির বাড়িতে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা কমিটির সদস্য যোগেশ বর্মন বলেন, 'খোঁজ নিয়ে জানতে পারি শিশুটিকে বাড়িতেই দেরি করে ফেলার কারণে পরবর্তীতে তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ ব্যাপারে এলাকায় সচেতনতামূলক শিবির করা হবে।'

ট্রাক কেটে বিক্রি, পাকড়াও ৩

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : পণ্য ডেলিভারি দেওয়ার জন্য আর্মি ক্যাম্পে গিয়েছিল ট্রাক। কিন্তু জিনিসপত্র আনলোডিং করার পর ট্রাকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চালক ট্রাকটিকে লক্ষাধিক টাকায় জলপাইগুড়ি জেলার এক গ্যারাজ মালিককে বিক্রি করেছেন। পরে ওই গ্যারাজ মালিক ট্রাকটিকে টুকরো টুকরো করে অন্য এক গ্যারাজ মালিককে বিক্রি করে দেন। পুলিশ অভিযুক্ত ট্রাকচালক ও দুই গ্যারাজ মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার এক গ্যারাজ মালিককে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অভিযুক্ত ট্রাকচালক জেল হেপাজতে ও আরেক গ্যারাজ মালিক পুলিশ হেপাজতে রয়েছেন।

গত জুলাই মাসে বেশকিছু পণ্য শালুগাড়ার আর্মি ক্যাম্পে ডেলিভারির জন্য ট্রাক পাঠিয়েছিলেন ট্রাক মালিক। সেখানে মাল খালি করে বেরিয়ে যান ট্রাক চালক। তারপর ট্রাক সহ চালকের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। গত ২৮ অগাস্ট ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন ওই মালিক। তদন্তে নেমে ২৯ অগাস্ট জলপাইগুড়ি থেকে অভিযুক্ত চালক অনিমেষ সরকারকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জলপাইগুড়ির এক গ্যারাজ মালিক শচীন মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের পুলিশ হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় পুলিশ জানতে পারে, সেই ট্রাক টুকরো টুকরো করে হরিকেশ গুপ্ত নামে ইস্টার্ন বাইপাসের এক গ্যারাজ মালিককে বিক্রি করেছেন। মঙ্গলবার রাতে হরিকেশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর গ্যারাজ থেকে ওই ট্রাকের কিছু যন্ত্রাংশও উদ্ধার হয়েছে।

চির উন্নত শির।।

দার্জিলিং থেকে মোহময়ী কাঞ্চনজঙ্ঘা। ছবি : রণজিৎ ঘোষ

এটিএমে লুট রুখতে অ্যালার্ম

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে ফের দুষ্কৃতী নিশানায় এটিএম। সোমবার রাতে হায়দরপাড়ার একটি এটিএমে ঢুকে মেশিন টানাহ্যাঁচড়া করে ভাঙার চেষ্টা চলে। যদিও তখনই এটিএমের অ্যালার্ম বেজে ওঠায় পালিয়ে যায় দুই দুষ্কৃতী। পরে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে মঙ্গলবার তাঁদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত রাকেশ বর্মন গৌরাঙ্গপল্লির বাসিন্দা ও রানা দে বানারহাটের বাসিন্দা। রানা শিলিগুড়িতে ভরঘুরের মতো দিন কাটান বলে পুলিশের সন্দেহ। বুধবার ধৃতদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক।

প্রশাসনের উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের

মেচির চরে পাট্টা দেওয়ার প্রস্তুতি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : ভোটের আগে প্রায় এক হাজার একর মেচি নদীর চর দখল করে থাকা কৃষকদের পাট্টা দিতে উদ্যোগী হল প্রশাসন। বুধবার সরকারি ছুটির দিনে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ওই এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে পরিদর্শন করার পাশাপাশি কৃষকদের সঙ্গে কথা বললেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায়, নকশালবাড়ির বিএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদার সহ অনেকে। যদিও প্রশাসনের এই পরিদর্শন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। তাঁদের প্রশ্ন, জমির ক্লাসিফিকেশন পরিবর্তন না করে কীভাবে পাট্টা দেওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে এই চর নদীগর্ভে চলে গেলে তখন কৃষকরা কী করবেন?

নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, 'ভোটের আগে তৃণমূল এটা একটা ভাওতাবাজি করছে। এরা প্রতিবারই ভোটের আগে চার-পাঁচজন বাসিন্দাকে পাট্টা দেয়। আর বাকিদের পরবর্তী ভোটের জন্য অপেক্ষা করায়। তাছাড়া মেচি নদীর চরে যে সব জমি সরকারি প্রকল্পের জন্য রাখা হয়েছিল সেগুলি কীভাবে পাট্টা দেয়। যাঁরা বাড়িঘর বানিয়ে রয়েছেন গত ২০ বছর ধরে তাঁদের এখনও পাট্টা দেয়নি আর কৃষিজমির জন্য পাট্টা দেওয়া হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না।' বিরোধীদের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নেপাল, বাংলাদেশ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দারা অবৈধভাবে এই এলাকায় বসতি স্থাপন করেছেন। অনেকেই স্থানীয় কৃষকদের থেকে জমি কিনে এখন পাট্টার আবেদন করেছেন। কোটি কোটি টাকায় এই এলাকার জমি হাতবদল হয়েছে বলেও অভিযোগ।

> নদীর চরে আমাদের পাট্টা দেওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় কৃষিকাজ চলছে।
>
> **দীপাঞ্জন মজুমদার**
> *বিএলআরও, নকশালবাড়ি*

যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, এলাকার প্রায় ৩০০ জন কৃষককে পাট্টা দেওয়া হবে। প্রত্যেকে তিন বিঘা করে কৃষিজমির পাট্টা পাবেন। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে আসার কথা রয়েছে, সেই দিনই কৃষকদের পাট্টা দেওয়া হতে পারে বলে খবর।

যদিও মহকুমার সভাধিপতি অরুণ ঘোষের বক্তব্য, 'এই এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পাট্টার। একাধিকবার আবেদন করেও বাতিল হয়ে গিয়েছে। পাট্টা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছিলাম। কলকাতা থেকে নির্দেশ এসেছে দ্রুত সমীক্ষা করে এই এলাকায় পাট্টা দেওয়া যায় কি না তা যাচাই করা হচ্ছে।' নকশালবাড়ির বিএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদারের কথায়, 'নদীর চরে আমাদের পাট্টা দেওয়ার নিয়ম নেই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় কৃষিকাজ চলছে। বন্যা কিংবা নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়নি। এই সব নিয়ে আমরা কলকাতায় রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। তাই পাট্টা দেওয়া যায় কি না তা নিয়ে যাচাই করা হচ্ছে। যদিও পুরো বিষয়টি সেচ দপ্তরের উপর নির্ভর করছে।' স্থানীয় কৃষক প্রেম তামাং বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদ করছি। কিন্তু জমির কাগজপত্র না থাকায় আমরা কোনওরকম সরকারি সুযোগসুবিধা পাচ্ছি না।'

প্রশাসনিক মদতে মালিকানা বদল

মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে চান আদিবাসীরা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : সরকারিভাবেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদের জমির মালিকানা বদলের অভিযোগ উঠল এবার। একের পর এক এমন ঘটনা ঘটছে দাবি করে সরকারি এমন কাজ নিয়ে সরব হলেন ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বেশ কয়েকজন আদিবাসী। তাঁদের অভিযোগের আঙুল ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের দিকে। ব্লক প্রশাসনের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে বারবার অভিযোগ জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমাজকর্মী রাজকুমার কাশ্যপ। তাঁর অভিযোগ, 'ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের মদতে অন্যায়ভাবে জমির মালিকানা বদল হয়ে যাচ্ছে। আদিবাসীদের জমি আইন বহির্ভূতভাবে মাফিয়াদের হাতে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কোনও সহযোগিতা করা হচ্ছে না প্রশাসনের তরফে। তাই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' যদিও এমন অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে মানতে চাননি ফাঁসিদেওয়ার বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদার।

আদিবাসীদের জমি দখলের অভিযোগ শিলিগুড়ি মহকুমায় নতুন নয়। কিন্তু এবার এই ক্ষেত্রে বড় হয়ে উঠল প্রশাসনিক মদত। অভিযোগ, এলাকায় কারও সঙ্গে যোগাযোগ না থাকা মানুষ, এমনকি চা বাগানের নামেও আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে। সেই জমি আবার বিক্রি হয়ে যাচ্ছে চড়া দামে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মাধবভিটা মৌজার বাসিন্দা সুশীল বাকলা বলছেন, 'ঠাকুরদা মণি ওরাওঁয়ের নামে ১৭ বিঘা ছিল। সেই জমি এখন খাতায়-কলমে মেরি কুজুরের নামে হয়ে গিয়েছে। কে এই মেরি, তা আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি। মেরির থেকে আবার জমিটি কিনেছেন স্নেহাশিস নামে একজন। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান নথি দেখে জমি কিনেছেন। কিছু অপরিচিত লোক জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছেন এখন।' অ্যাঞ্জেলা ওরাওঁয়ের অভিযোগ, মৌলানি মৌজায় তাঁর দুটো জমি দখল হয়ে গিয়েছে। বলেন, 'আমার কাছে জমির সমস্ত কাগজ রয়েছে। সেই কাগজ নিয়ে বিএলএলআরও অফিসে যোগাযোগও করেছি। কিন্তু কোনও সমাধান হয়নি।' ক্রিস্টকুমার টোপ্পোর বাবার নামে থাকা শান্তগছ মৌজার প্রায় ২.৫৮ একর জমিও সরকারি খাতায় অন্যের নামে রয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর।

এ বিষয়ে ফাঁসিদেওয়ার ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভ্রজিৎ মজুমদার বলেন, 'যে অভিযোগগুলি পেয়েছি, তা তদন্ত করা হচ্ছে। যেগুলি ঠিক করার মতো, সেগুলি ঠিকও করেছি। তবে ভিত্তিহীন অভিযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। জমির কাগজ ঠিক থাকলে অবশ্যই ওই অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হবে।'

বুনোর দাঁত পাচারে ধৃত দম্পতি

মাদারিহাট, ৩ সেপ্টেম্বর : এবার বন্যপ্রাণীর দেহাংশ পাচারে ধরা পড়লেন এক দম্পতি। তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে হাতির দাঁতের তিনটি টুকরো। যার ওজন দুই কিলোগ্রাম। আর সেইসঙ্গে চারটা চিতাবাঘের দাঁত। এর আগে জলদাপাড়ায় বুনোর দেহাংশ পাচারে কোনও ভারতীয় মহিলা ধরা পড়েছিলেন কি না, তা বলতে পারেননি জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান। বলতে পারছেন না পোড়খাওয়া বনকর্তারাও।

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানিয়েছেন, যে দুজন ধরা পড়েছে তাঁদের নাম পরিমলচন্দ্র দে ও দেবযানী রায় দে। তাঁদের বাড়ি কোচবিহার জেলার কোতোয়ালি থানার ঝিনাইডাঙ্গায়। পেশায় নিজেকে ফিজিওথেরাপিস্ট বলে পরিচয় দিতেন ওই মহিলা। আর পরিমল পেশায় ছিলেন

হাতি ও চিতাবাঘের দাঁত সহ গ্রেপ্তার স্বামী-স্ত্রী। বুধবার।

বাসের কনডাক্টর।

বুধবার সকালে একটি ছোট চারচাকার গাড়িতে ওই দাঁতগুলি নিয়ে তাঁরা আলিপুরদুয়ারের দিক থেকে শিলিগুড়ির অভিমুখে আসছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন পরিমল। তবে তাঁদের গন্তব্যস্থল কোথায় ছিল, তা জানতে পারেননি বনকর্তারা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জাতীয় সড়কের ধারে অপেক্ষা করছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য বনপাল স্বর্ণদীপ্ত রক্ষিত সহ বনকর্মীরা। পরিমলদের গাড়িটি সেখানে আসতেই তাঁরা পিছুধাওয়া করে গাড়িটি থামান। তল্লাশি চালাতেই গাড়ির ভেতর পাওয়া যায় হাতির দাঁতের তিনটি বড় টুকরো ও চিতাবাঘের চারটি দাঁত।

এই ঘটনায় বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঠছে। প্রথমত, পরিমলদের কাছে ওই বন্যপ্রাণীর দেহাংশগুলি এল কোথা থেকে? দ্বিতীয়ত, তাঁরা সেগুলি কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন? সেগুলি কি কারও কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল? তৃতীয়ত, পরিমলরা কি বুনোর দেহাংশ কেনাবেচায় জড়িত? নাকি কেবল বাহক? চতুর্থত, এই কাজে দেবযানীর ভূমিকাই বা কী? এসব প্রশ্নের কোনও জবাব মিলছে না। তদন্তের স্বার্থে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বনকর্তারাও। বিভাগীয় বনাধিকারিক জানিয়েছেন, এঁদের সঙ্গে কোনও আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের যোগাযোগ আছে কি না এবং কোথা থেকে এগুলি পেয়েছেন সেসব রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানা যাবে।

ইন্ডিয়ান ওভারসীজ বৈঁক Indian Overseas Bank
Good people to grow with

কানকি শাখা : নিউ মার্কেট, পোস্ট : কানকি, জেলা : উত্তর দিনাজপুর – ৭৩৩২০৯
ফোন : ৮৯২৫৯৫২৪৯৪, ইমেল : iob2494@iob.in

স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলামে বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২-এর নং ৫৪)-এর অধীনে ব্যাংকে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়।

যেহেতু, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের অনুমোদিত আধিকারিক এই নোটিশ জারির মাধ্যমে নিম্নলিখিত সম্পত্তির গঠনমূলক দখল নিয়েছেন, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস্ ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে একটি ঋণ অ্যাকাউন্টের সাথে সম্পর্কিত। ব্যাংককে এই সম্পত্তিটি 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে বিক্রি করার অধিকার দেওয়া হয়েছে যাতে, বিস্তারিতভাবে ব্যাংকের পাওনা বকেয়া সুদ এবং খরচ সহ আদায় করা যায় এবং যেহেতু স্বাক্ষরকারী ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন তাই, ধারা ১৩(৪)-এর দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, ব্যাংক উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রি করে তার পাওনা আদায় করতে চাইছে, এই বিক্রি নিম্নস্বাক্ষরকারীর মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম, যেটি ওয়েব পোর্টাল দ্বারা প্রদত্ত সেখান থেকে হবে। যার লিংকটি : https://ebkray.in/eauction-psb/bidder-registration.

(১)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :
শ্রী অভিজিৎ হালদার, নির্মল হালদারের পুত্র, দাসপাড়া, দক্ষিণ জিতাকাটা, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০৭
এনপিএ এর তারিখ : ১৮.০৭.২০২৪
চাহিদা নোটিশের তারিখ : ২৩.০৯.২০২৪
চাহিদা নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২৫,৫৩,৭৩৮.১৪, ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং খরচ।
দখল নোটিশের তারিখ : ০৩.০১.২০২৫
দখল নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২৫,৯৮,২৯৬.১৪, ০৩.০১.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ এবং খরচ।
বর্তমান বকেয়া : টা: ২৭,৭৭,১৩৬.১৪, ১৯.০৮.২০২৫ তারিখের থেকে আরও সুদ এবং খরচ।
*বকেয়া অর্থমূল্য ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই, স্থানীয় নিজস্ব সরকার (সম্পত্তির কর, জলের ভূ-গর্ভস্থ নালা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি)
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা :
জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ৩ ডেসিমেল সঙ্গে বাড়ি যেটির মৌজা : দক্ষিণ জিতাকাটা, জে.এল নং – ৯৩, আরএস খতিয়ান নং – ১২০ এবং এলআর খতিয়ান নং – ৩৪০১, এলআর প্লট নং – ২৩৭৮/৪০৬৫, থানা – চোপড়া, জেলা – উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, অভিজিৎ হালদারের স্বত্বাধিকারে অবস্থিত।
জমির সীমানা :
উত্তর : উদয় দাস এবং অন্যান্য-এর জমি, দক্ষিণ : ১২" চওড়া পাথুরে রাস্তা
পূর্ব : ১০" চওড়া পাথুরে রাস্তা, পশ্চিম : মৃণাল কান্তি দাস-এর বাড়ি
*ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য : টা: ১৫,৭০,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য : টা: ১,৫৭,০০০/-

(২)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :
শ্রী আশাদুর রহমান, আফতাবুদ্দিনের পুত্র, গ্রাম : নান্দুগছ, পোস্ট : লখিপুর, থানা – চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০৭
এনপিএ-এর তারিখ : ০১.০৫.২০২৩
চাহিদা নোটিশের তারিখ : ১৪.০৬.২০২৩
চাহিদা নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২০,৪৮,৪৭৮.৮৮, ১২.০৬.২০২৩ তারিখের থেকে আরও সুদ ও খরচ
দখল নোটিশের তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩
দখল নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২০,৭১,৮০৪.৭৮, ১৬.০৯.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ
বর্তমান বকেয়া : টা: ২৩,৭১,৭৩৯.৪৮, ৩১.০৮.২০২৫ তারিখের থেকে আরও সুদ ও খরচ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলের ভূ-গর্ভস্থ নালা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
জমি সঙ্গে বাড়িটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ৪.০০ ডেসিমেল, এল.আর খতিয়ান নং – ৬৬০৮৫, আরএস / এলআর প্লট নং – ৫৮১৬৫, মৌজা : লখিপুর, জে.এল নং – ৮১, পোস্ট – লখিপুর, থানা – চোপড়া এবং জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ আশাদুর রহমানের স্বত্বাধিকারে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তির সীমানা :
উত্তর : হাপিজুদ্দিনের জমি, দক্ষিণ : আফতাবুদ্দিনের জমি
পূর্ব : নন মেটাল রাস্তা, পশ্চিম : আফতাবুদ্দিনের জমি
*ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য : টা: ১,৬২,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য : টা: ১৬,২০০/-

(৩)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা :
শ্রীমতী বেবি ঠাকুর সরকার, সেনজিৎ ঠাকুর সরকারের স্ত্রী, কলেজপাড়া ওমকার মন্দিরের নিকট, পোস্ট ও থানা : ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০২।
এনপিএ-এর তারিখ : ২২.০৭.২০২৩
চাহিদা নোটিশের তারিখ : ০৫.০৮.২০২৩
চাহিদা নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ১১,০৮,৩৮৫.০০, ০২.০৮.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ।
দখল নোটিশের তারিখ : ০৬.০১.২০২৪
দখল নোটিশের দ্বারা দাবি প্রাপ্ত বকেয়া : টা: ১১,৬০,২৭৭.০০, ০৬.০১.২০২৪ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ
বর্তমান বকেয়া : টা: ১৪,০৫,৪৭৭.০০, ২৩.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ
* বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলের ভূগর্ভস্থ নালা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ
৫.০০ ডেসিমেল অথবা ০.০৫ একরের জমি সঙ্গে ৭৯৮ স্কোয়ার ফিটের একতলা আবাসিক ভবনের সমস্ত অবিভাজ্য অংশ জেলা : উত্তর দিনাজপুর, থানা – ইসলামপুর, মৌজা : ইসলামপুর, জে.এল নং – ৫৯, আরএস খতিয়ান নং – ২৪০, আরএস প্লট নং – ১৯৭৫, এলআর খতিয়ান নং – ৬২৭৩, এলআর প্লট নং – ১৯৪০, এলআর খতিয়ান নং – ৫০০৪, এলআর প্লট নং – ১৯৪০, এল/ও/পি – ৪০, অনুরূপভাবে নতুন এলআর খতিয়ান নং – ৬৯৭৫, নতুন এলআর প্লট নং – ১৯৪০ শ্রীমতী বেবি ঠাকুর সরকারের স্বত্বাধিকারে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :
উত্তর : ৮ ফিট চওড়া পুরনিগমের রাস্তা, দক্ষিণ : তিস্তার প্রাচীর
পূর্ব : সুব্রত বণিক, পশ্চিম : বাবলু কুণ্ডু
* ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পাবে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য : টা: ২৩,০০,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য : টা: ২,৩০,০০০/-

(৪)
ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা
নুরুল ইসলাম, সাফিউর রহমানের পুত্র, গ্রাম : তোলাগছ, পোস্ট : আশারুবস্তি, থানা – চোপড়া, জেলা – উত্তর দিনাজপুর, পিন – ৭৩৩২০৭
আশাদুর রহমান, আফতাবুদ্দিনের পুত্র, গ্রাম : নান্দুগছ, পোস্ট : লখিপুর, থানা : চোপড়া, জেলা : উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০৭ (জামিনদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ : ১৮.০৭.২০২৩
চাহিদা নোটিশের তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩
চাহিদা নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২০,৪৭,৪০৯.৬২, ০৭.০৮.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ।
দখল নোটিশের তারিখ : ০৬.০১.২০২৪
দখল নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ২১,২৯,৬০৩.১২, ০৬.০১.২০২৪ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ।
বর্তমান বকেয়া : টা: ২৩,৬৯,০৪৪.৯৬, ০৩.০৮.২০২৫ তারিখের থেকে আরও সুদ ও খরচ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের) সম্পত্তির কর, জলের ভূগর্ভস্থ নালা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ
সমানভাবে বন্ধকরত জমি সঙ্গে বাড়ি যার পরিমাপ ৮.০০ ডেসিমেল-এর সমস্ত অবিভাজ্য অংশ মৌজা : বড় দোফুল, জে.এল নং – ১১৪, তৌজি নং – ০৭, আরএস খতিয়ান নং – ১১৬, এলআর খতিয়ান নং – ২১২৭, আরএস প্লট নং – ২১৩৬, হোল্ডিং নং – ২২৪, ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা : চোপড়া, জেলা – উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ নুরুল ইসলামের স্বত্বাধিকারে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তির সীমানা :
উত্তর : ১২ ফিট পাকা রাস্তা, দক্ষিণ : ফইজুল হক
পূর্ব : সামসুল হক, পশ্চিম : রফিকুল হক
*ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য : টা: ৫,০০,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য : টা: ৫০,০০০/-

(৫)
ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা :
শ্রী সুমন্ত ঝা, কমলা প্রসাদ ঝা-এর পুত্র, গ্রাম + পোস্ট : দাসপাড়া, থানা – চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০৭ (ঋণগ্রহীতা)
শ্রীমতী সুষমা ঝা, কমলা প্রসাদ ঝা-এর কন্যা, গ্রাম + পোস্ট – দাসপাড়া, থানা – চোপড়া, উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৩২০৭ (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)
এনপিএ-এর তারিখ : ১৪.০৫.২০২৩
চাহিদা নোটিশের তারিখ : ১৪.০৬.২০২৩
চাহিদা নোটিশের দ্বারা দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ১৯,৩৬,০৫৪.৮৮, ১২.০৬.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ।
দখল নোটিশের তারিখ : ১৬.০৯.২০২৩
দখল নোটিশের দাবিপ্রাপ্ত বকেয়া : টা: ১৯,৭৬,২১৬.৮৮, ১৬.০৯.২০২৩ তারিখ থেকে আরও সুদ ও খরচ
বর্তমান বকেয়া : টা: ২৩,১৯,৬৫৮.৯৫, ১৩.০৮.২০২৫ তারিখের হিসেবে আরও সুদ ও খরচ।
*বকেয়া অর্থমূল্য স্থানীয় নিজস্ব সরকারের (সম্পত্তির কর, জলের ভূগর্ভস্থ নালা, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি) ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ
জমি সঙ্গে বাড়ির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ ৭.৫০ ডেসিমেল, আরএস খতিয়ান নং – ৪০১, আরএস প্লট নং – ৯২৮ এবং ৯২৯, এলআর খতিয়ান নং – ৪০৫৯, এলআর প্লট নং – ৯২৮ ও ৯২৯, মৌজা – দক্ষিণ জিতাকাটা, থানা – চোপড়া, অতিরিক্ত জেলা নিবন্ধক কার্যালয় এডিএসআর, চোপড়া, জেলা – উত্তর দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ সুষমা ঝা-এর স্বত্বাধিকারে অবস্থিত।
উল্লেখিত সম্পত্তিটির সীমানা :
উত্তর : কার্তিক সাহার জমি, দক্ষিণ : কাঁচা রাস্তা
পূর্ব : ওমাসু বর্মনের জমি, পশ্চিম : অনিল চন্দ্র বিশ্বাসের জমি
*ব্যাংকের বকেয়া সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার থেকে বেশি প্রাধান্য পায়।
সংরক্ষিত অর্থমূল্য : টা: ১৫,০০,০০০/-
অগ্রিম অর্থমূল্য : টা: ১,৫০,০০০/-

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ২২.০৯.২০২৫ দুপুর ২.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত, সঙ্গে বিক্রয় সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি সময় আপনা থেকে ১০ মিনিট বাড়ানো হবে।
পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : সকল কর্মদিবসে ২০.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ৪.০০ পর্যন্ত।
অনলাইনে বিডের জন্য সঙ্গে ইএমডি আবেদনপত্র জমা দেওয়ার সময়কাল : ০৩.০৯.২০২৫ থেকে বিড ও ইএমডি সহ আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ২০.০৯.২০২৫
দর বৃদ্ধির পরিমাণ : টা: ১০,০০০/-
ব্যাংকের কাছে যদি কোনও দায়বদ্ধতা জানা থাকে : ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই।
*যে বকেয়া আছে তা ব্যাংক, স্থানীয় নিজস্ব সরকার (সম্পত্তির কর, জল নিষ্কাশন, বিদ্যুতের বিল ইত্যাদি)-এর কাছে অজানা। (দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাদের সমস্ত দায়বদ্ধতা জেনে নেওয়ার জন্য। যদি কোনও দায়বদ্ধতা থাকে তাহলে তা ক্রেতাকে বহন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ব্যাংক কোনও দায়িত্ব নেবে না।)
বিক্রয় সম্পর্কিত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য আগ্রহ করে পরিষেবা প্রদানকারী লিংক : https://banknet.in/eauction-psb/bidder-registration (PSB Alliance "BANKNET")-এ পরিদর্শন করুন এবং ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংকের, কানকি শাখার, সিকিওরড ক্রেডিটার ওয়েবসাইট www.iob.in[https://www.iob.in/Tender Details.aspx?Tendertype=E-Auction] দেওয়া হয়েছে।

তারিখ : ০২.০৯.২০২৫ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান : কানকি ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক

যত বিতর্ক পুরনিগমে

শ্রাবণী দত্তকে কেন অপসারণ করা হল জনগণের সামনে সেই কারণ তুলে ধরার দাবি তুলল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। সেই সঙ্গে শহরে অবৈধ নির্মাণ, মাফিয়ারাজ নিয়ে পুরনিগমকে বিঁধেছে সিপিএম।

পিএফ অফিসে কর্মীকে ধমক মনোজের

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার ফের পিএফ কমিশনারের অফিসে গিয়ে কর্মীদের ধমকালেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তাঁর অভিযোগ, চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফের টাকা পেতে চরম হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। ওই অফিসে দালালচক্র কাজ করছে। এদিন আচমকা দপ্তরে হানা দিয়ে মনোজ বলেন, 'সরকার আপনাদের মাইনে দিচ্ছে। আপনারা ১০০ শতাংশ ডিএ পাচ্ছেন। তারপরেও দপ্তর থেকে কাগজ হারিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের কি কাজ করার ইচ্ছে আছে না নেই?'

মনোজের দাবি, আমি এর আগেও পিএফ কমিশনারের অফিসে এসে লঙ্কাপাড়া চা বাগান সহ ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা বাগানের পিএফ সংক্রান্ত নথি চেয়েছিলাম। আমি একাধিকবার পিএফ কর্তৃপক্ষকে ই-মেলও করেছি। কিন্তু ওঁরা আমাকে কোনও নথি দেয়নি। চা বাগানের শ্রমিকরা তাঁদের পাওনা নিতে পিএফ অফিসে এলে চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন। দপ্তর থেকে কর্মীদের বলে দেওয়া হচ্ছে কাগজ হারিয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে জমা দিতে হবে। কর্মীদের কাজে গাফিলতি না থাকলে দপ্তর থেকে কাগজ হারাতে পারে না। আমি বিষয়টি এবার সংসদে তুলব। প্রয়োজনে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হব।

এদিন সকালে একাই পিএফ কমিশনারের অফিসে আসেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ। অফিসে ঢুকেই তিনি সোজা দোতলায় জনসংযোগ আধিকারিকের কাছে যান। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে চান লঙ্কাপাড়া চা বাগানের পিএফের দায়িত্বে কোন কর্মী রয়েছেন? সেই কর্মীকে ডেকে পাঠান জনসংযোগ আধিকারিক। তিনি ওই কর্মীর কাছে জানতে চান, অফিসের আলমারি থেকে কীভাবে কাগজ বারবার হারিয়ে যাচ্ছে? পিএফের টাকা পেতে কেন হয়রানির শিকার হতে হয় চা বাগানের শ্রমিকদের। যার কোনও উত্তর দিতে পারেননি ওই কর্মী। এরপর মনোজ মেজাজ হারান। তাঁকে ধমক দিয়ে বলতে শোনা যায়, 'আমি বারবার একই কথা বলে আসছি। আপনারা শুনছেন না। এরপর আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।'

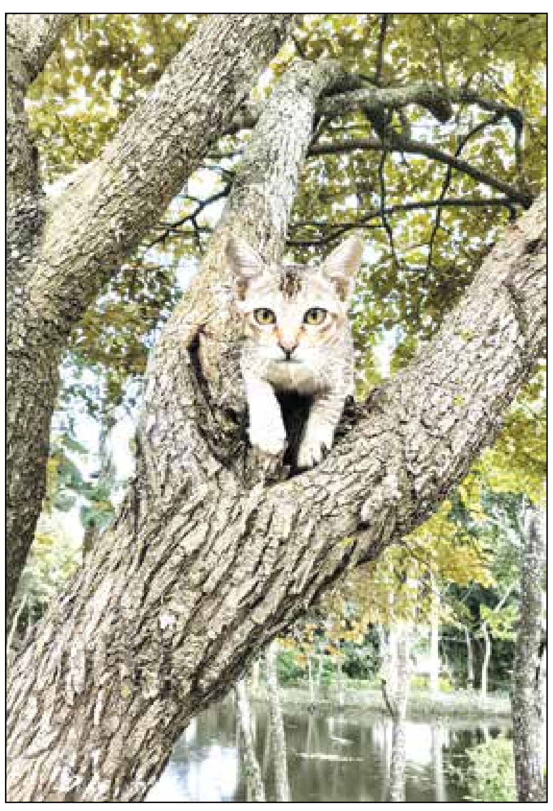

লুকোচুরি।। *জলপাইগুড়ির আমগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন বিদিশা রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

স্বামীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ধৃত স্ত্রী

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : স্বামীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মৃতের নাম মনোজ বর্মন (২৬)। ধৃতের নাম দীপিকা বর্মন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে প্রধাননগর থানা এলাকার দক্ষিণ পলাশের বাড়িতে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, বছর দুয়েক আগে মনোজের সঙ্গে দীপিকার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সবকিছু ঠিক চললেও ধীরে ধীরে দাম্পত্যকলহ শুরু হয়। এরপর মনোজ ও দীপিকা ফাড়াবাড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে শুরু করেন। যদিও সেখানেও ঝামেলা হওয়ায় মনোজ তাঁর দক্ষিণ পলাশের বাড়িতে ফিরে আসেন।

মনোজের পরিবারের অভিযোগ, দীপিকা ও তাঁর পরিবার মনোজকে ডিভোর্স দেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করেন। এমনকি এক লক্ষ টাকাও চাইতেন। বিয়ের আংটিও ফেরত চাইতেন। কিন্তু মনোজ দীপিকাকে ছাড়তে চাইতেন না। এদিন সকালে মনোজকে ঘরে দেখতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ভেবেছিলেন তিনি হয়তো কোথাও বেরিয়েছেন। যদিও পরে নজরে আসে, তিনি ঘরেই ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন।

এরপরই দীপিকা ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করে মনোজের পরিবার। তদন্তে নেমে দীপিকাকে তাঁর প্রধাননগর থানা এলাকারই বাপের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মনোজ আত্মহত্যার আগে একটি সুইসাইড নোট লিখে গিয়েছেন। সেখানে দীপিকার বিরুদ্ধে পরকীয়ায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ করে গিয়েছেন।

সমবায় ব্যাংকে জোড়া তদন্ত

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : এ যেন পদে পদে দুর্নীতি। ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে আর্থিক তছরুপ। ৫২ কোটির লোকসানের মধ্যেও চেয়ারম্যান এবং বোর্ড সদস্যদের অনৈতিক সাম্মানিক, ভাতার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। এবার আইন ভেঙে তৃণমূল নেতাকে বোর্ড সদস্য করা, মন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ কর্মীর বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি, বদলি- নানা বেআইনি কর্মকাণ্ড নিয়েও উঠল অভিযোগ। ফের কাঠগড়ায় কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের তৃণমূল বোর্ড। একের পর এক অভিযোগ ওঠায় নড়েচড়ে বসল রাজ্য সমবায় দপ্তর। জোড়া তদন্তের নির্দেশ দিল দপ্তরের হেডকোয়ার্টার।

সব জেনেও এতদিন কার্যত নিষ্ক্রিয় ছিলেন কোচবিহারের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ সোসাইটিজ (ডিআরসিএস) সুবীর দত্ত। হেডকোয়ার্টারের নির্দেশ মেনে তিনি নিজেই একটি তদন্ত শুরু করছেন। তার জন্য একাধিক অভিযোগ খতিয়ে দেখতে শুনানির বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন সুবীর। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে যাবতীয় নথি, বোর্ড মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের তথ্য, রেকর্ড বুক ইত্যাদি সহ তাঁর দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পাশাপাশি বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করতে অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভের নির্দেশে দুই সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সোমবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে কোঅপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট অফিসার (সিডিও) বিমল এক্কা এবং কোঅপারেটিভ ইনস্পেকটর (সিআই) সঞ্জয়শংকর ভট্টাচার্যকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আইন ভেঙে

- তৃণমূল নেতা শুভঙ্কর দে (ছন্দ)-কে 'পেশাদার' হিসাবে করা হয়েছে বোর্ড সদস্য
- বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে দিনহাটা শাখার ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীর
- দৈনিক হাজিরার দুই অস্থায়ী কর্মীকে সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে পদোন্নতি
- সিইও-কে অন্ধকারে রেখে কর্মীদের বদলি

রাজ্য সমবায় দপ্তরের হেডকোয়ার্টার সূত্রের খবর, এর আগেও ব্যাংকের নানা অনিয়ম নিয়ে তদন্তের জন্য ডিআরসিএস-এর কাছে কলকাতা থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল। তারপরও তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। কেন আটকে রাখা হয়েছিল তদন্ত, তার উত্তর মেলেনি ডিআরসিএসের কাছ থেকে।

২০০৬-এর দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ সোসাইটি অ্যাক্ট অনুসারে নির্বাচিত সদস্যদের বাইরে ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য হিসাবে একজন পেশাদার ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়। সেক্ষেত্রে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী এই ধরনের পেশাদার লোকেদেরই নেওয়া উচিত, যিনি বোর্ডকে পরামর্শ দেবেন। তেমন কাউকে বাদ দিয়ে ০৩-০৫-২৫ এর বোর্ড মিটিংয়ে কোচবিহার-২ ব্লকের তৃণমূল নেতা শুভঙ্কর দে-কে 'পেশাদার' হিসাবে বোর্ড সদস্য করা হয়েছে। একই মিটিংয়ে আইন ভেঙে ব্যাংকের দিনহাটা শাখার ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীর বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ জমা পড়েছে রাজ্য সমবায় দপ্তরে। দুই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) নোট অফ ডিসেন্ট দিলেও তা শোনা হয়নি। শুধু তাই নয়, সিইওকে বাদ দিয়ে চেয়ারম্যান নিজেই স্বাক্ষর করে দুই ক্ষেত্রেই নির্দেশ জারি করেন।

নিয়মানুসারে বোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব সিইও-র। বিস্ময়কর বিষয় হল, তাঁকে অন্ধকারে রেখেই চলতি বছর ২২ অগাস্ট ব্যাংকের ২০ জন কর্মীর বদলির নির্দেশ দেন চেয়ারম্যান। সিইও-র নজরে আসতেই একই দিনে তিনি সেই নির্দেশ স্থগিত করে পালটা নির্দেশ জারি করেন এবং হেডকোয়ার্টারে চিঠি পাঠিয়ে চেয়ারম্যানের নির্দেশ খারিজ করার আবেদন করেন।

অভিযোগ, সমবায় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দৈনিক হাজিরার দুই অস্থায়ী কর্মীকে সরাসরি পদোন্নতি দিয়েছে বোর্ড। কেন সরাসরি পদোন্নতি দেওয়া হল? 'মিটিংয়ে ব্যস্ত আছি' বলে ফোন কেটে দেন চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল। ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল মজিদ মিয়াঁর বক্তব্য, 'সব কথা সংবাদমাধ্যমে বলা যাবে না। ডিআরসিএস শুনানিতে ডেকেছেন। সেখানেই যা বলার বলব।' খোলসা করে সবটা বলতে চাননি সিইও রাজশেখর অধিকারীও। তাঁর কথা, 'আইনসম্মত নয়, বোর্ডের এমন কিছু সিদ্ধান্তের বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। তাঁরা পদক্ষেপ করেছেন। এবিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই।'

দিলীপকে কেন ছাড়, উঠছে প্রশ্ন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : দিলীপ বর্মন ইস্যুতে মেয়র গৌতম দেবের পাশে দাঁড়িয়েই মেয়র পারিষদ পদ থেকে তাঁকে সরানোর পক্ষে সওয়াল করছে শিলিগুড়ির বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। দুর্নীতির প্রতিবাদ করায় যদি শ্রাবণী দত্তকে মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরানো হয়, তবে দিলীপ বর্মন তো বোর্ডের বিরুদ্ধেই কথা বলায় তাঁকেও বহিষ্কার করা উচিত বলে দাবি বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের। কেউ কেউ আবার শ্রাবণীর বহিষ্কারের কারণ জনসমক্ষে প্রকাশ করানোরও দাবি জানিয়েছেন। অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করে যদি শ্রাবণী দত্তকে বহিষ্কার করতে হয়, তবে দিলীপ বর্মনকেও বহিষ্কার করা উচিত বলে দাবি বিরোধী নেতাদের। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল কাউন্সিলারদের কীর্তি নিয়ে ঘরেবাইরে সাঁড়াশি চাপের মধ্যে শাসকদল।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'শ্রাবণী দত্ত একজন মহিলা কাউন্সিলার। তাঁর আচরণ ঠিক ছিল না, এটা ঠিক। তবে তাঁকে শোকজও করা হয়নি। জবাবও চাওয়া হয়নি। হঠাৎ করেই সরিয়ে দেওয়া হল। দিলীপ বর্মন তো ভরা সভায় মেয়রকে আঙুল তুলে কথা বললেন। তাঁর বিরুদ্ধেও তো পদক্ষেপ করা জরুরি।' সিপিএম কাউন্সিলার মুন্সী নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'দিলীপ বর্মনকে বহিষ্কার করা হবে কি না, তৃণমূল ঠিক করবে। তবে শ্রাবণীকে কেন বহিষ্কার করা হল সেটা আমরা জানতে চাই।'

হালহকিকত

- একের পর এক কাউন্সিলারের বিদ্রোহে আগে থেকেই চাপে তৃণমূল পরিচালিত বর্তমান বোর্ড
- প্রথমে দলীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান পাশ নিয়ে সরব হন
- পরবর্তীতে দিলীপ বর্মন তাঁর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরব হন

মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'শ্রাবণী দত্তকে অব্যাহতি দেওয়াটা রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেই হয়েছে। দিলীপ বর্মনের বিষয়টিও রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জানানো হয়েছে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডে একের পর কাউন্সিলারের বিদ্রোহে আগে থেকেই চাপে বর্তমান বোর্ড। প্রথমে দলীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা অবৈধ বিল্ডিং প্ল্যান পাশ নিয়ে সরব হন। পরবর্তীতে দিলীপ বর্মন তাঁর ওয়ার্ডে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে সরব হন। সরাসরি মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে দুর্নীতির তিরে বিদ্ধ করে কাঠগড়ায় তোলেন। দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়রকে চোর বলে আখ্যা দেন। এরপরই দিলীপকে শোকজ করে দলের রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু দিলীপকে এখনও মেয়র পারিষদ পদেই বহাল রাখা হয়েছে। যদিও নিজের দপ্তরগুলিতে সেভাবে নজরই দেন না তিনি। বোর্ড সভা বা মেয়র পারিষদের বৈঠকেও আসেন না দিলীপ। প্রশ্ন উঠছে, যে মেয়র পারিষদ আসেনই না, তাঁকে কেন বোর্ডে রেখে দেওয়া হয়েছে? অন্যদিকে, নিজের ওয়ার্ডে অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে শ্রাবণী দত্তকে তাঁর মেয়র পারিষদ পদ খোয়াতে হয়েছে। শ্রাবণীকে শোকজ করা বা ঘটনার তদন্ত না করেই কেন সরাসরি পদ থেকে সরানো হল, তা নিয়ে বিরোধীরাই প্রশ্ন তুলছেন। তবে কি দিলীপের খুঁটির জোর অনেক। তাই তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্য নেতৃত্বও পদক্ষেপ করল না, দলের অন্দরেও এমন প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে।

অবৈধ নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন সিপিএমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়িতে অবৈধ নির্মাণ নিয়ে প্রশ্ন তুলল সিপিএম। বুধবার অনিল বিশ্বাস ভবনে সিপিএমের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেই বৈঠক থেকে পুরনিগমের বিরুদ্ধে অবৈধ নির্মাণ, প্রোমোটাররাজ চালানো সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন সিপিএমের পরিষদীয় দলনেতা তথা কাউন্সিলার মুন্সি নুরুল ইসলাম। শহরে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপের প্রতিবাদে ১০ সেপ্টেম্বর বেলা বারোটায় পুরনিগমের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা।

শহরে বেআইনি নির্মাণ নিয়ে পুর বোর্ডের দিকে আঙুল তুলেছিলেন তৃণমূলেরই দুই কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা এবং দিলীপ বর্মন। সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন নুরুল বলেন, 'শহরে যেভাবে বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে তা নিয়ে তৃণমূলের কাউন্সিলাররা মুখ খুলছেন। কিন্তু মেয়র কোনও পদক্ষেপ করছেন না।' পাশাপাশি শ্রাবণী দত্তকে কেন অপসারণ করা হল জনগণের সামনে সেই কারণ তুলে ধরার দাবিও জানিয়েছেন তিনি। এ ব্যাপারে মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'দলের অভ্যন্তরীণ নীতি কী হবে সেটা নিজেরা ঠিক করব।'

শহরের উন্নয়ন কেন থমকে রয়েছে তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলে সিপিএম। তাদের অভিযোগ, বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা কার্যত নালায় পরিণত হয়েছে। যানজট ও পার্কিং সমস্যা প্রতিদিন বেড়েই চলছে। তৃণমূলের নেতাদের মদতে প্রোমোটাররাজ ও বেআইনি নির্মাণ চলছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনিগম নোটিশ দেওয়ার পরও কোনও অজ্ঞাত কারণে বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে না। পুরনিগমের ৪২ ও ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড

ইকো সেনসিটিভ জোন হওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন সেখানে বেআইনি নির্মাণ চলছে। পুরনিগমের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে লাগাতার সভা করে জনমত গঠন করা হবে বলে সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক জানান। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী ও দিলীপ সিং।

এবিষয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'বাম বোর্ড ছিল দুর্নীতির আখড়া। আজ যিনি অভিযোগ করছেন, তাঁর হাত দিয়ে অসংখ্য দুর্নীতি হয়েছে।'

দুর্ঘটনায় জখম ৫

চোপড়া, ৩ সেপ্টেম্বর : দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনে বুধবার একটি পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় পাঁচজন জখম হয়েছেন। কাঁচা চা পাতাবোঝাই ওই ভ্যানটি তখন ইসলামপুর থেকে বিধাননগরের দিকে যাচ্ছিল। পথে হঠাৎ সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে পাশের একটি দোকানের বারান্দায় উঠে যায়। সেখানে থাকা দুটি বাইক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ওই দোকানের সামনের কাচ ভেঙে যায়। তবে দাঁড়িয়ে থাকা ওই গাড়ির পাঁচজন জখম হয়েছেন।

ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুজনকে ইসলামপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে বাকিদের ছেড়ে দেওয়া হয়। ভ্যানটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আহতদের মধ্যে বাবু খান বলেন, 'ইসলামপুর থেকে বড়বিল্লা যাওয়ার পথে গাড়িটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সামনের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমাদের একজন পাশের দোকানে গিয়েছিলেন। আচমকা পিছন থেকে একটা ভ্যান ধাক্কা মারে।'

বৈঠক

চোপড়া, ৩ সেপ্টেম্বর : সিটু অনুমোদিত পশ্চিম দিনাজপুর চা বাগিচা শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার। ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জেলার সমস্ত ছোট ও বড় বাগান ও বটলিফ কারখানার মালিকপক্ষের কাছে ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবি রাখা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিটুর উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক স্বপন গুহনিয়োগী, শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কার্তিক শীল প্রমুখ।

আগমনীর বার্তা।। *ময়নাগুড়িতে অভিরূপ দে'র ক্যামেরায়।*

গাছ কাটায় জরিমানা

খড়িবাড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশ উপেক্ষা করে, বন দপ্তরের বিনা অনুমতিতে জাতীয় সড়ক ও ব্যক্তিগত জমির গাছ কাটার খবর প্রকাশিত হতেই কড়া পদক্ষেপ করল বন দপ্তর। খড়িবাড়ি ব্লকের বাতাসি বলাইঝোরা এলাকায় অভিযুক্ত জমি মালিকের ওপর ৫০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করে কেটে ফেলা গাছগুলিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। পেট্রোল পাম্প তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তরের ও ব্যক্তিগত জমির ১০টি গাছ কেটেছিলেন সিদ্ধার্থ সিং।

যদিও তাঁর দাবি, জমিটি তিনি অন্য একজনকে লিজে দিয়েছেন। বন দপ্তরের টুকরিয়াঝাড়ের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া বলেন, 'অবৈধভাবে গাছগুলি কাটা হয়েছিল।'

দুই গোষ্ঠীর লড়াই থামাতে পুলিশের লাঠি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজারে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর ঝামেলাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে উত্তেজনা ছড়াল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিয়ন্ত্রিত বাজারের ভেতর লাঠিচার্জ করতে হয় প্রধাননগর থানার পুলিশকে। ঘটনায় বিনোদকুমার যাদব নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধাননগর থানার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন এক গোষ্ঠীর নেতা উমাশংকর যাদব।

উমাশংকরের অভিযোগ, 'শ্যাম যাদবের লোকেরা বিনোদের বাবাকে মারধর করেছে। বিনোদের বাবা আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি রয়েছেন। অথচ বিনোদকেই গ্রেপ্তার করা হল। শ্যাম যাদব থানাকে পুরোপুরি কিনে ফেলেছে।' যদিও প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকারের বক্তব্য, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ঘটনাস্থলে পুলিশ যাওয়ার পরেও বিনোদ এলাকায় হুজ্জুতি চালাচ্ছিল। ঘটনায় জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' ধৃত বিনোদকে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এদিকে, গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত বাজারে কর্তৃত্ব বিস্তারে শ্যাম যাদব ও উমাশংকর যাদবের লড়াইয়ের বিষয়টাই সামনে আসতে শুরু করেছে। উমাশংকর মূলত দিলীপ বর্মনের অনুগামী হিসেবেই পরিচিত। দলের সঙ্গে দিলীপ বর্মনের দূরত্ব তৈরি হওয়ায় বাজারের রাশ কার হাতে থাকবে তা নিয়ে উমাশংকর ও শ্যাম যাদবের মধ্যে লড়াই আরও তীব্র হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে এই লড়াই শুরু হয়। একটানা পাঁচদিন ধরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রাত হলেই বাজার চত্বরে ঝামেলা শুরু হয়ে যাচ্ছে। এরমধ্যেই মঙ্গলবার রাতে পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে যায়। লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

উমাশংকরের অভিযোগ, 'দিলীপ বর্মনের সঙ্গে গৌতম দেবের ঝামেলা হওয়ার পর থেকেই আমাদের ওপর অত্যাচারের সীমা আরও বেড়ে গিয়েছে। শ্যাম যাদব চাইছে, শুধু ওরাই থাকবে।' যদিও শ্যামের পালটা অভিযোগ, 'উমাশংকরের লোকেরাই নিয়ন্ত্রিত বাজারের ভেতর ঝামেলা করতে চাইছে। শ্রমিক মহল সেটা আটকে দিচ্ছে।'

শ্যামের দিকেই ঝুঁকে রয়েছে দার্জিলিং জেলা কমিটির শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নির্জল দে-এর সমর্থন। নির্জলের কথায়, 'এখানে দলের কোনও ব্যাপার নেই। গণেশপুজোকে কেন্দ্র করেই যাবতীয় ঝামেলা।' পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

চা বাগানে করমপুজো

খড়িবাড়ি ও চোপড়া, ৩ সেপ্টেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লক করমপুজো কমিটির উদ্যোগে এলাকার পাঁচটি চা বাগান যৌথভাবে করম উৎসব পালন করল। বুধবার পানিট্যাঙ্কি সতীশচন্দ্র চা বাগান গোডাউনের মাঠে করমপুজো হয়। খড়িবাড়ি ব্লকের আদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু মানুষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে সুখ, শান্তি, শক্তি ও সমৃদ্ধির প্রতীক করম দেবতার আরাধনায় মেতে ওঠেন। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ হান্দ্রু ওরাওঁ জানান, পুজো উপলক্ষ্যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচ, গান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। বৃহস্পতিবার, পুজোর দ্বিতীয় দিনে, শোভাযাত্রা করে করম গাছের ডাল জলে বিসর্জন দেওয়া হবে। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ প্রমুখ।

অন্যদিকে, বুধবার করম উৎসবে মাতল মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবীঝোরা ৭ নম্বর লাইনের শ্রমিক মহল্লা। স্থানীয় ফুটবল মাঠে মঞ্চ সাজিয়ে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতার আসর বসে। উৎসব ঘিরে বসেছিল মেলা। অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে প্রতিবারই সেখানে করমপুজো ঘিরে আদিবাসী নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আদিবাসী নৃত্য ও মেলা দেখতে এদিন প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল।

অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের জেলা কমিটির সদস্য নিমাই ওরাওঁ বলেন, 'এবার উৎসবের ১৯তম বর্ষ। ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১টি নাচের দল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। বস্ত্র বিলি করা হয়েছে।'

কংগ্রেসের কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে চলেছে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। আগামী ৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার দুপুরে দলের তরফে বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে। বুধবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিষয়টি জানান জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক। তিনি বলেন, 'মিছিলে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি থাকবেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক গোলাম আহমেদ মির। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কর্মী-সমর্থকরা মিছিলে উপস্থিত থাকবেন।'

বধূর বিকৃত ছবি-ভিডিও ভাইরাল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ায় ভুয়ো প্রোফাইল খুলে স্ত্রীর ছবি, ভিডিও বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি জানাজানি হতেই হইচই পড়েছে শিলিগুড়ি শহরে। এবিষয়ে ওই তরুণী সোমবার সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও অভিযুক্তকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দম্পতি শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ২০২৩ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। তরুণী বারে কাজ করতেন। এই কারণে স্বামী তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। রোজ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতেন বলে অভিযোগ। অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় মাস ছয়েক আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওই তরুণী। তাতে যদিও রেহাই মেলেনি। প্রায়ই স্বামী তাঁকে হোয়াটসঅ্যাপে কুকথা বলতেন। গত মাসের শেষদিকে সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎই তরুণীর নজরে পড়ে তাঁর নামে একটি ভুয়ো প্রোফাইল তৈরি করা হয়েছে। যেখানে তাঁর ছবি দেওয়া। প্রোফাইলটিতে তরুণীর মুখের ছবি, ভিডিও বিকৃত করে আপলোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এসব দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তরুণীর। তাঁর অভিযোগ, সবকিছুর নেপথ্যে তাঁর স্বামী।

হতাশায় তরুণী বললেন, 'স্বামী শেষমেশ এমনটা করবে ভাবতে পারিনি। আসলে আমাকে বদনাম করার চেষ্টা।' তরুণীর দাবি, তাঁর স্বামী হায়দরপাড়ার এক তরুণকে দিয়ে ছবি, ভিডিও এডিট করাচ্ছেন। এরপর বিকৃত করে ভুয়ো প্রোফাইলে শেয়ার করছেন। সোমবার রাতে স্বামী এবং ওই তরুণের বিরুদ্ধে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। তিনি বলেছেন, '২০২৩ সালে আমাদের বিয়ে হয়। বারে কাজ করাটা প্রথম থেকেই অপছন্দ ছিল স্বামীর। এজন্য নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চলত। প্রায় দুই বছর সেই অত্যাচার সহ্য করি। নির্যাতন সহ্যের বাইরে চলে গেলে নিজের বাড়ি চলে যাই।' বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই হোয়াটসঅ্যাপে অশ্লীল মেসেজ পাঠাতে থাকেন তাঁর স্বামী। পরে নজরে আসে ভুয়ো প্রোফাইল। তরুণীর কথায়, 'স্বামীর ফোনে আমার কিছু ছবি, ভিডিও ছিল। সেই ভিডিও, ছবিগুলোই এডিট করে ছাড়া হচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, স্বামী তাঁর বন্ধুকে দিয়ে এডিটিং করাচ্ছে। স্বামীর এরকম মানসিকতায় অবাক হচ্ছি।'

ছবি : এআই

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

জাতির জন্য ঐতিহাসিক দীপাবলি উপহার

নেক্সট-জেন জিএসটি সংস্কার

সহজলভ্য জীবনযাত্রা এবং *আত্মনির্ভর ভারত গড়তে*

কৃষক থেকে শুরু করে উদ্যোগপতি, পরিবার থেকে শুরু করে ব্যবসা, পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সকলের জন্য আনন্দ বয়ে আনবে!

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসে বড় সাশ্রয়

সামগ্রী	ছিল	হল
মাথার তেল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, টয়লেট সাবান বার, টুথ ব্রাশ, সেভিং ক্রিম	১৮%	৫%
মাখন, ঘি, পনির এবং দুগ্ধজাত পণ্য	১২%	৫%
প্যাকেজজাত নমকিন, ভুজিয়া এবং মিক্সার	১২%	৫%
বাসনপত্র	১২%	৫%
ফিডিং বোতল, শিশুদের ন্যাপকিন এবং ক্লিনিকাল ডায়াপার	১২%	৫%
সেলাই মেশিন ও যন্ত্রাংশ	১২%	৫%

কৃষক এবং কৃষিকে উন্নত করা

সামগ্রী	ছিল	হল
ট্র্যাক্টরের টায়ার এবং যন্ত্রাংশ	১৮%	৫%
ট্র্যাক্টর	১২%	৫%
নির্দিষ্ট জৈব কীটনাশক, মাইক্রো পুষ্টি	১২%	৫%
গভীর সেচব্যবস্থা এবং স্প্রিংকলার্স	১২%	৫%
মাটি তৈরি, চাষাবাদ, ফসল কাটা এবং মাড়াইয়ের জন্য কৃষি যন্ত্র	১২%	৫%

স্বাস্থ্যসেবা খাতে স্বস্তি

সামগ্রী	ছিল	হল
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা	১৮%	শূন্য
থার্মোমিটার	১৮%	৫%
মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন	১২%	৫%
ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম এবং রিএজেন্টস	১২%	৫%
গ্লুকোমিটার এবং টেস্ট স্ট্রিপস	১২%	৫%
পাওয়ার চশমা	১২%	৫%

অটোমোবাইল মূল্যে সাশ্রয়

সামগ্রী	ছিল	হল
পেট্রোল এবং পেট্রোল হাইব্রিড, এলপিজি, সিএনজি গাড়ি (অধিক ১২০০সিসি এবং ৪০০০এমএম)	২৮%	১৮%
ডিজেল এবং ডিজেল হাইব্রিড গাড়ি (অধিক ১৫০০সিসি এবং ৪০০০এমএম)	২৮%	১৮%
তিন চাকার যানবাহন	২৮%	১৮%
মোটর সাইকেল (৩৫০সিসি এবং তার কম)	২৮%	১৮%
পণ্য পরিবহণের জন্য মোটরযান	২৮%	১৮%

শিক্ষায় সাশ্রয়

সামগ্রী	ছিল	হল
মানচিত্র, চার্ট এবং গ্লোবস	১২%	শূন্য
পেন্সিল, শার্পনার, ক্রেয়নস এবং প্যাস্টেলস	১২%	শূন্য
ব্যায়ামের বই ও নোটবুকস	১২%	শূন্য
ইরেজার	৫%	শূন্য

ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতিতে সাশ্রয়

সামগ্রী	ছিল	হল
এয়ার কন্ডিশনারর্স	২৮%	১৮%
টেলিভিশন (৩২" ওপরে এলইডি এবং এলসিডি টিভির ক্ষেত্রে)	২৮%	১৮%
মনিটরস এবং প্রোজেক্টরস	২৮%	১৮%
ডিশ ওয়াশিং মেশিন	২৮%	১৮%

প্রক্রিয়া সংস্করণ

রেজিস্ট্রেশন

আবেদন করার তিনদিনের মধ্যে অটোমেটিক রেজিস্ট্রেশন

- সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী চিহ্নিত করা হবে
- মাসে ২.৫ লক্ষ টাকার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট দিতে নারাজ কোনও ব্যক্তি এই স্কিম বেছে নিতে পারেন

রিফান্ড

নির্দিষ্ট আধিকারিক সিস্টেমের মাধ্যমে অস্থায়ী অর্থ ফেরতের অনুমোদনের জন্য মূল্যায়ন করবেন :

- জিরো রেট সাপ্লাই
- ইনভার্টেড ডিউটি স্ট্রাইকার সহ সরবরাহ

"এই দীপাবলিতে জিএসটি সংস্কারের পরবর্তী প্রজন্ম প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য একটি উপহার। সাধারণ জনগণের জন্য কর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। আমাদের এমএসএমই এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিশাল সুবিধা পাবেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সস্তা হবে এবং এটি অর্থনীতিতেও একটি নতুন গতি আনবে।"

নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি - *আরও ভালো এবং সহজ!*

বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে CBIC ওয়েবসাইট www.cbic.gov.in দেখুন।

CBC 15502/13/0006/2526

@cbic_india @cbicindia @CBICINDIA @cbicindia @CBICIndia www.cbic.gov.in

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১০৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ ভাদ্র ১৪৩২

কটু কথার রাজনীতি

বাবা-মায়ের অপমান কোনও সন্তানের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। যাঁরা সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, বড় করেছেন, তাঁদের প্রতি অসম্মান, কটূক্তি কেউই বরদাস্ত করেন না। মানুষের ভালোমন্দ আলোচনা হওয়া উচিত তাঁদের কাজকর্ম নিয়ে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে কী করেন, কী খান, কী পরেন ইত্যাদি বিষয় তাতে অপ্রাসঙ্গিক। একইভাবে মা-বাবা, পরিবার নিয়েও আলোচনা অনর্থক।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রয়াত মা-কে নিয়ে কটু কথা বলার অভিযোগও তাই নিন্দনীয়। অভিযোগটির নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অভিযোগটি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের সদ্যসমাপ্ত ভোটার অধিকার যাত্রার একটি জনসভায় উঠেছে বলে কংগ্রেস, আরজেডি দায় এড়াতে পারে না।

কংগ্রেস, আরজেডি নেতারা অবশ্য ইতিমধ্যে ওই কুমন্তব্যের নিন্দা করেছেন। তবে তাঁদের উলটে দাবি, যাঁর বিরুদ্ধে ওই কুকথা বলার অভিযোগ, তিনি আদতে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। বিহারে ভোটের মুখে মানুষের বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের সহানুভূতি কুড়োনোর লক্ষ্যে ওই মন্তব্যটি করা হয়েছে বলে বিরোধী শিবিরের অভিযোগ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য সেই কথায় সন্তুষ্ট হননি।

বিহারের মহিলাদের জন্য আয়োজিত এক কর্মসূচিতে মায়ের অপমানের প্রতিবাদে কংগ্রেস, আরজেডিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন তিনি। তাঁর প্রয়াত মা হীরাবেন কীভাবে গরিবির সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে মানুষ করেছেন, কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁর মায়ের অপমানের অর্থ বিহার তথা দেশের প্রত্যেক মায়ের অপমান ইত্যাদি তুলে ধরেছেন নিজের ভাষণে।

নাম না করে রাহুল ও তেজস্বীদের যুবরাজ বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পরিবারতন্ত্রের পুরোনো অভিযোগ এবং নিজের গরিব সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসার পরিচয়কে ফের প্রচারের আলোয় এনেছেন। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তাঁর মাকে অপমান করায় প্রশ্নও তুলেছেন। রাহুল, তেজস্বীরা বিহারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভোট চুরি, এসআইআর, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, বিহারের আইনশৃঙ্খলা, নারী নিরাপত্তা নিয়ে যেসব প্রশ্ন তুলেছেন, মোদি অবশ্য সেসবের জবাব দেননি।

মায়ের অপমানের অভিযোগকে মোদি সাধারণভাবে মাতৃ আবেগে মিলিয়েছেন। তাঁর এই প্রচারে মহিলা ভোটব্যাংকের প্রতি নজর রেখে বিহারে শাসক শিবিরের ভাষ্য তৈরির চেষ্টা পরিষ্কার। যদিও বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা বিরোধী নেতাদের সম্পর্কে বা তাঁদের পরিবার নিয়ে মাঝে মাঝে যেসব কুকথা বলেন, তার বিরুদ্ধে কখনও একটি কথাও উচ্চারণ করতে শোনা যায়নি প্রধানমন্ত্রীকে।

সোনিয়া গান্ধি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, মহুয়া মৈত্রের মতো বিরোধী নেত্রীদের উদ্দেশে হামেশাই কটূক্তি করে থাকেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। সামাজিক মাধ্যমে কিংবা প্রকাশ্য জনসভায় অথবা সংবাদমাধ্যমে বিবৃতিতে তাঁরা যে ধরনের ভাষা এবং শব্দ বিরোধী শিবিরের নেত্রীদের সম্পর্কে প্রয়োগ করেন, তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যায়।

বিরোধী নেতাদের পরিবার নিয়েও কুকথার বন্যা বইয়ে দেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। একবারের জন্যও মোদিকে সেসবের সমালোচনা কিংবা তিরস্কার করতে শোনা যায়নি। সোনিয়া সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে ধরনের কথা অতীতে বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দিদি ও দিদি' বলে কটাক্ষ করেছিলেন, তা রাজনীতির সুস্থ বাতাবরণের পরিচায়ক নয়।

অন্যের দিকে আঙুল তোলার আগে আত্মসমালোচনা করা উচিত সকলের। যে দলেরই নেতা হোন না কেন, তাঁদের মা-বাবা বা পরিবারের উদ্দেশে কটু কথা বলা, অপমান করা একেবারে বাঞ্ছনীয় নয়। মোদির প্রয়াত মা সম্পর্কে কেউ অপমানজনক কথা বললে সেটা অন্যায় নিশ্চয়ই। ঠিক তেমনই বিরোধী কারও সম্পর্কে অসম্মানসূচক কথা বলা গর্হিত কাজ।

রাজনীতির লড়াইটা পারস্পরিক সম্মান, শালীনতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা বজায় রেখেই হওয়া উচিত। বদলে ব্যক্তি আক্রমণ, পরিবার তুলে অপমান, কাদা ছোড়াছুড়ি হলে দেশের গণতন্ত্রের ক্ষতি।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

চাকরি ক্রেতা দাগিরা এখনও আড়ালে

প্রকাশিত তালিকায় তাঁরাই আছেন, যাঁদের ওপর দলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ। চাকরি গেলেও যাঁরা গোলমাল পাকাবেন না।

জয়ন্ত চৌধুরী

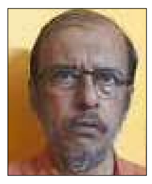

সংখ্যাটা ১৮০৬!!! নাকি আরও বেশি?

দাগিদের কথা হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) ২০১৬-র পুরো প্যানেল সুপ্রিম কোর্টে বাতিল করার সময় কোনও বাছবিচার করা হয়নি। বলা ভালো, বাছবিচার করার সুযোগ ছিল না। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যোগ্য ও অযোগ্য বা দাগি (tainted) বলে উল্লেখ আছে। যাতে চালে কাঁকরের অস্তিত্ব স্পষ্ট। যে কাঁকরের কথা এসএসসি বা শিক্ষা দপ্তর চেপে গিয়েছিল।

কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় কাঁকর বেছে যে তালিকা প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা তখনই মেনে নিলে পুরো 'চালের বস্তা' ফেলে দিতে হত না। চাল আর কাঁকর আলাদা না হলে মামলা কোন পথে গড়াবে, জানত নবান্ন। সেই কারণেই অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া।

আসলে এসএসসি বা শিক্ষা দপ্তর বা নবান্ন, কারও পক্ষে কাঁকর বাছা সম্ভব ছিল না। কারণটা যত না প্রশাসনিক, তার চেয়ে ঢের বেশি রাজনৈতিক। সেটা বুঝতে হলে কেলেঙ্কারির উৎসটা জানতে হবে। পেশাগত কারণে ওই পর্বের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষী থাকার সুবাদে বলতে পারি, কেলেঙ্কারির সূত্রপাত ২০১৩ সালে, যখন ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রী।

কিন্তু অপারেশনটা ব্রাত্যকে দিয়ে করানোয় অসুবিধা হচ্ছিল। কেননা, তৃণমূলের হয়ে ব্রাত্য যতই গলা ফাটান, তিনি কিন্তু ঘাসফুলে 'বহিরাগত'। বলা যায়, নন্দীগ্রাম পর্বে তৃণমূলে সেলেব অনুপ্রবেশকারী দলের সদস্য ব্রাত্য। যে অর্থে মুকুল রায়, সুব্রত বক্সী, পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা ছিলেন 'হার্ডকোর' তৃণমূল, সেই অর্থে ব্রাত্যর গোত্র এলেবেলে। তাই বিধানসভাভিত্তিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদে চাকরির সুপারিশের ফাইল সহ যাবতীয় বিষয় সরাসরি সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণে নিতে ব্রাত্যকে বিদায় দিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে শিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছিল।

তাতে মানিক ভট্টাচার্যের কাজ সহজ হয়েছিল। নিজেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইন কলেজের সহপাঠী বলে জাহির করা মানিকের পক্ষে পার্থ, বক্সী বা মুকুলের সঙ্গে 'ডিল' করা সহজ ছিল। সবটাই মসৃণ অপারেশন। সংগঠিত স্বজনপোষণ। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেনি। থাকলে সরকারের এমন মুখ পোড়ার দশা হত না। স্বজনপোষণ বাম জমানায় কিছু কম ছিল না। পার্টির হোলটাইমার হলে পরিবারের একজনের সরকারি চাকরি পাকা ছিল। আর সিগারেটের প্যাকেটের চিরকুটে সুপারিশের জেরে সরকারি চাকরি তো কংগ্রেস আমলের কিংবদন্তি।

কিন্তু এই জমানায় আমদানি হল সরকারি চাকরির নিয়োগে খুল্লামখুল্লা বিক্রিবাটা। দল বদলে সাধু সেজেছেন- এমন একাধিক নেতা সেই বিক্রিচক্রে যুক্ত ছিলেন। শাসকদলে চাকরি বিক্রেতারূপী কাঁকর বাছতে তাই সমূহ বিপদ। সেই ঝুঁকি নেওয়া শুধু মুখামি নয়, আত্মঘাতীও। তাই তালিকা তৈরিতে ধোঁয়াশা তৈরির কৌশল নিয়েছিল কমিশন।

বাস্তবে তৃণমূল ঘনিষ্ঠতার জেরে চাকরি পেয়েছেন মুষ্টিমেয়। বাকিরা নগদ টাকায় চাকরি কিনেছেন। টাকা যার, চাকরি তার ফর্মুলায় এলাকায় এলাকায় জাল ছড়িয়েছিলেন শাসকদলের অনুগত এজেন্টরা।

রাজ্যে বিরোধী প্রায় শূন্য। ফলে সরকারি চাকরি বিক্রি নিয়ে বিশেষ ট্যাঁ-ফোঁ করার কেউ ছিল না। ভোটের ময়দানের মতো এখানেও ফাঁকা মাঠ। ফর্মুলার সাফল্য নিয়ে তাই বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না শাসকদলে আর সেটাই বিপদ ডেকে এনেছে। Rank jump, blank OMR sheet ইত্যাদি 'কৌশল' কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যা সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি।

যার দায় ব্যক্তি বিশেষের ঘাড়ে চাপানো অর্থহীন। যেখানে শাসকদল, প্রশাসন ও পুলিশ মিলেমিশে একাকার। এসএসসি'র তথ্য তাই কেন্দ্রীয়ভাবে গায়েব, পরিকল্পিতভাবেই গায়েব। শেষপর্যন্ত গায়েব হওয়া সেই তালিকা প্রকাশ করা হল বটে, তবে তাতে শুধু নাম আর রোল নম্বর। না আছে স্কুলের নাম, না আছে পরিচিতি কিংবা কোন বিষয়ের শিক্ষক, তার সুলুকসন্ধান। সংখ্যাটা নিয়ে গোলমেলে গন্ধ থেকেই গেল। সব কাঁকর বাছা যে সম্ভব নয়।

দাগি তালিকায় অনেকের তৃণমূল ঘনিষ্ঠতা সামনে এসেছে। যাঁদের নিকটজন বিধায়ক বা পুরসভা, পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, তাঁদের নামগুলো শুধু ভেসে উঠছে। কয়েকজন বিজেপি ঘনিষ্ঠের নামও মিলেছে। তবে এসব সংগঠিত স্বজনপোষণের আওতায় নয়। দলীয় পরিসরের বাইরে অনেকে চাকরি পেয়েছেন। কীভাবে?

রাজ্যের সব বিধানসভার নেতৃত্বকে নিজ নিজ এলাকার কর্মীদের যোগ্যতা অনুসারে চাকরির সুপারিশ তালিকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। একেক জনের একেক রকম কোটা। সেই কোটার একাংশ কর্মী-সমর্থক মহলে বিলির পর বাকিটা ছাড়া হয়েছিল খোলাবাজারে। প্রাথমিক থেকে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষকের চাকরি এলাকা বুঝে রেট। সাদা খাতা, পরীক্ষায় না বসা, র‍্যাংক জাম্প, প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগ ইত্যাদি হরেক অপকৌশল প্রয়োগে নিখুঁত ব্যবস্থা ছিল প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতায়।

প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ তালিকায় সুপারিশের থেকে বেশি সংখ্যায় নিয়োগের অভিযোগ ছিল। আদালতের নথিতে, তদন্তকারী সংস্থার দাখিল করা পিটিশনে, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের রায়েও স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ আর পর্ষদের নিয়োগপত্র বিলির মধ্যে বিস্তর ফারাক। যেমন, নবম-দশমের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের জন্য এসএসসি ১১৪২৫ নাম সুপারিশ করেছিল। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিয়োগপত্র দেওয়াই দস্তুর। দেখা গেল, পর্ষদ নিয়োগপত্র বিলি করেছে ১২৯৪৬টি।

তাহলে অতিরিক্ত ১৫২১ জনের নিয়োগ কোথা থেকে হল? একাদশ-দ্বাদশের সহকারী শিক্ষক পদে এসএসসি ৫৫৫৭ নাম সুপরিশ করেছিল। অথচ সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়া নথি অনুযায়ী ৫৫৭৬ জনকে নিয়োগপত্র দিয়েছিল পর্ষদ। অতিরিক্ত নিয়োগ কোথা থেকে হল? গ্রুপ সি-তে কমিশন নিয়োগের জন্য ২০৬৭ জনের নাম সুপারিশ করে। অথচ পর্ষদ নিয়োগপত্র দেয় ২৪৮৩ জনকে। ৪১৬টি নিয়োগপত্র কীভাবে এল?

গ্রুপ সি'র ক্ষেত্রে এসএসসি'র সুপারিশ ছিল ৩৮৮১ জনের জন্য। বিলি হয়েছে ৪৫৫০টি নিয়োগপত্র। সুপারিশের চেয়ে প্রকৃত চাকরিপ্রাপকের সংখ্যা বেশি কেন? হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট, কোথাও সেই রহস্যের জবাব দিতে পারেনি কমিশন, পর্ষদ, বিকাশ ভবন বা নবান্ন। দাগিদের প্রকৃত সংখ্যাটি তাই ১৮০৬ নয়, বহুগুণ বাড়তে পারে। পাঁচ-ছয় হাজার হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। প্রকাশিত তালিকায় তাঁরাই আছেন, যাঁদের ওপর দলের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি। চাকরি গেলেও যাঁরা গোলমাল পাকাবেন না।

যেমন, কোনও বিধায়কের পুত্রবধূর নাম। পোড়খাওয়া কোনও বর্ষীয়ান বিধায়ক তো টাকা দিয়ে চাকরি কিনতে যাননি। পদের প্রভাবে পেয়েছেন। এখন তাঁরা নিজেদের সামাজিক সম্মান আগলাতে ব্যস্ত। তৃণমূলের পদাধিকারী বা প্রভাবশালী কারও নাম দাগি তালিকায় থাকলে তাই বিপদ নেই। যদি সমস্যা হয়ও, সামলে নেওয়া যাবে। যে রাজ্যে পুলিশ মিথ্যা মামলায় ভয় দেখিয়ে শাসকের হয়ে অন্য দল ভাঙায়, সেখানে কাজ হারানো দাগিকে সামলে নেওয়া মোটেই কঠিন নয়।

সেই দাগিরা বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করতে পারবেন না। বরং তাঁদের অন্যভাবে পুষিয়ে দেওয়া যাবে। সেই অঙ্ক কষেই দাগি তালিকা প্রকাশের অপারেশন হয়েছে। মোট দাগিদের তুলনায় এঁরা কিন্তু নগণ্য। এঁদের বাইরে আর যাঁরা দাগি আছেন, তাঁদের নাম প্রকাশ হলে সরকার ও শাসকদলের গভীর সংকট নিশ্চিত। যাতে মালুম হয়, চাকরি কেবল শাসকদলের ঘনিষ্ঠরা পাননি। আরও অনেকে পেয়েছেন। তাঁরা দলের ঘনিষ্ঠ বলে নয়, চাকরি পেয়েছেন নগদ নারায়ণে।

এঁদের আম-ছালা, দুটোই গিয়েছে। তাঁরাই আসলে শাসকের মাথাব্যথার কারণ। কেননা, ওই দাগিরা বেগরবাই করলে অনেক নেতা, মন্ত্রীর মুখ পোড়ার আশঙ্কা। সেই কারণে কাঁকর মেশানো চাল আলাদা করতে এত গড়িমসি। মোটা টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্রের ক্রেতা দাগিদের আড়াল করতে এত ফন্দিফিকির। তাই তথ্য সংরক্ষিত না রাখার গপ্পো ফাঁদা। তাই ছাব্বিশ হাজারের চাকরি নিয়ে ছিনিমিনি খেলার ঝুঁকি নেওয়া।

বিচার ব্যবস্থার সুবাদে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে গিয়েছে। দুনিয়ায় এমন কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই, যেখানে দুর্নীতি নেই। কিন্তু দুর্নীতির এমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বেনজির না হলেও বিরল তো বটে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮২৫

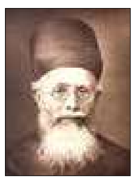

আজকের দিনে জন্ম হয় দাদাভাই নৌরজির।

১৯৫২

অভিনেতা ঋষি কাপুরের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

চিন শক্তিশালী। কাউকে ভয় পায় না। আমরা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। তাতে বাধা দেওয়া যাবে না। পৃথিবীতে আর যেন জঙ্গলরাজ না ফেরে। আজ মানবজাতি শান্তি অথবা যুদ্ধ, সংলাপ অথবা সংঘর্ষ, জয় অথবা শূন্যের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নেওয়ার মুখোমুখি হয়েছে।

- শি জিনপিং

ভাইরাল/১

বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশে বসে এক বৃদ্ধের প্রস্রাব করার ভিডিও ভাইরাল। বিহারের দ্বারভাঙ্গা বিমানবন্দরের রানওয়ের পাশে সাদা কুর্তা ও পায়জামা পরা বৃদ্ধটি প্রস্রাব করছেন। বিমানের ককপিট থেকে এক পাইলট ঘটনার ভিডিও করেন।

ভাইরাল/২

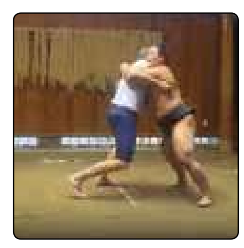

কুস্তি লড়ছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছেলে এরিক। সম্প্রতি তিনি জাপানে গিয়েছিলেন। সেখানে ৩৪ বছর বয়সি বিখ্যাত সুমো পালোয়ান ইয়োকোজুনার সঙ্গে কুস্তি লড়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। সহজেই তাঁকে এরিনার বাইরে বের করে দেন ইয়োকোজুনা।

জনমত

পুরুষের সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্ন

আজকের সমাজে সমতা কোথায়? এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ সালে ৮১০০০ বিবাহিত পুরুষ নিজেদের জীবন শেষ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। এর সঠিক তদন্ত কবে হবে? দিনের পর দিন একদল মহিলার জন্য যে জীবনগুলো মানসিক যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাচ্ছে তার সঠিক বিচারের গুরুত্ব কবে বুঝব আমরা? জানলে অবাক হবেন কলকাতার একজন মহিলা, পেশায় শিক্ষিকা, তিনি তিনটি বিয়ে করেছেন এবং তাঁর তিনবার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেছে। অদ্ভুত বিষয়, তিনজনের থেকেই তিনি খোরপোশ দাবি করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি চতুর্থ বিয়ে করেছেন।

২০১৮ সালের ঘটনা। দিল্লিতে বসবাসকারী ৪৩ বছর বয়সি এক ব্যক্তি রাস্তায় ভিখারি হিসেবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শুধুমাত্র খোরপোশের টাকা জোগাড় করার জন্য। কারণ, বিয়ের মাত্র আট মাস পর তিনি পথ দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি পা হারান। এই অবস্থায় তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্বামীর উপর পারিবারিক নির্যাতনের মামলা করেন এবং ডিভোর্স চান। আদালত সেই ব্যক্তিকে প্রতি মাসে স্ত্রীকে ৪০০০ টাকা করে খোরপোশ হিসেবে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। ফলে যাঁরা নারী-পুরুষ সমতা নিয়ে এত আওয়াজ তোলেন, তাঁরা এইসব ঘটনাকে উপেক্ষা করবেন না। সমাজটা সকলের। পুরুষরাও মানুষ। সমাজে তাঁদেরও যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। একবার ভাবুন, একদল নিম্ন মানসিকতার মহিলার জন্য একটি পুরুষ কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন? তাঁর পরিবারের কী অবস্থা হয়। এর প্রধান কারণ আইনি দুর্বলতা। দিনদিন এই সমস্যা মহামারির আকার ধারণ নিয়েছে। একজন নারী হিসেবে সমাজে নারীর করুণ অবস্থার বিষয়ে আমি অবগত। কিন্তু এই সমাজে পুরুষদের সুরক্ষা কতটা সেটাও পরিমাপ করা উচিত। এরকম চলতে থাকলে এরপর বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কী হবে সেটা ভাবতে হবে।

রেনেসাঁ মৌলিক, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হারিয়েছে নগরের সেই অসীম উদার উঠোন

একদিন শিউলি-বকুলের পতনের শব্দ শুনত যে অবিচল অঙ্গন, সেখানে আজ ভূত খেলা করে।

সন্দীপন নন্দী

এ শহরে আজ নিঝুম দুপুরের অলস প্রহরে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধরা দশ পা হাঁটলেই বারান্দা ফুরিয়ে যায়। ইটের অরণ্যে উঠোন উধাও। একদিন শিউলি-বকুলের পতনের শব্দ শুনত যে অবিচল অঙ্গন, সেই অলৌকিক মৃত্তিকায় আজ কেবল ভূত খেলা করে। মৃত্যু পরবর্তী জিজ্ঞাসার চিহ্নগুলো দেহ চলে গেলেও দাহের পর এই উঠোনই তো ক্ষুধিত পাষাণের মতো শোককে মাধুর্য দিত এককালে।

তবু আড়ালে থেকেও চিরকালের বেদনারহিত ঘোষণাপত্রে জোরের জায়গা ছিল ওই একফালি নগণ্য মাটির পৃথিবীটুকু। অথচ সেই উদযাপনের কিঞ্চিত বিস্তৃত ভূমিও নয়নসমুখে আর নাই। প্রিয়জনের অন্তর্জলি যাত্রায় যে উঠোনের ভূমিকা ছিল অনিবার্য, যেথায় সমবেত ক্রন্দনের কোনও পূর্বপ্রস্তুতি ছিল প্রয়োজনের অতীত, পরাণসখা বন্ধুর বডি আজ সে গৃহেই প্রবেশের অযোগ্য, ফুরোনো স্পেসের আক্রমণে।

আসলে শহরে টু বিএইচকের কপোতকক্ষরা যথার্থ শোক জ্ঞাপনে চিরকাল ব্যর্থ। বিদুরের মতো দূর হতে মৃত্যুর বর্ণনাই তারা দিতে পারে কিন্তু মৃত্যুকে ছুঁতে পারে না। যে ঘর যে বাহিরে শরৎ কাটল, বৈশাখের ঝড় উপেক্ষা করেও প্রেয়সীর চিঠি পড়ল অবনীরা, সে ঘরই মৃত্যুর পর দূরে ঠেলে দিল। ১২ ঘরের এক উঠোন আজ ১০ তলায় ঝুলে থাকে। পারিবারিক নিথর দেহ দর্শনের সামাজিক সময় ঘড়ি ধরে ঠিক দুই হতে তিন মিনিট। একটা গাড়ির ব্রেককষার দুর্মর শব্দ আর চলমান চাকার মাঝেই দূরত্বটা ধীরে ধীরে ধু-ধু হয়ে যায়। নগরে আর উঠোন বলে কিছু নেই। যে শিশু সদ্য এল, তার প্রথম হাঁটা শেখার সুখ আর যেজন সদ্য চলে গেল, তাকে নিয়ে শোক করবার একফালি জমিও চুরি গেল নগরায়ণের তাচ্ছিল্যে। বেকার তরুণদের ইন্টারভিউ দিবসের পূর্বরজনীর রুদ্ধশ্বাস পায়চারির প্রতীক ছিল যে গৃহসম্মুখের পৌরাণিক পিতৃভূমি, সে স্থানও বিকিয়ে গেল অচিরে। অনিমেষ, বুকু, বুবুনদের মিনিমাঠেই আজ কংক্রিট সভ্যতারা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়াবার জায়গা নেই শহরে।

অথচ যে জ্যোৎস্নাময় উঠোনই ছিল গৃহস্থের শনিপুজোর উৎসভূমি, যেখানে নিভৃত কোণের লেবুগাছেই স্মৃতিরা দোল খেত অহরহ, মাঘশীতে জেগে উঠত ডিমখিচুড়ির হইহই দৈবপিকনিক। পুত্রের অন্নপ্রাশন থেকে পিতার শ্রাদ্ধপালনের এক বিপুল লীলাভূমি ছিল এ বিন্যস্ত উঠোন। সব শুকিয়ে গেল হায়। বিবাহের পরও কন্যাহীন রিক্ত গৃহে খোলা আকাশতলের মুক্তাঙ্গনজুড়ে অভূতপূর্ব ছাঁদনাতলার ছাপ রয়ে যেত রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। একটা স্বরচিত হাহাকার, কন্যা আর উঠোন আশ্চর্য পরিপূরকের আশ্রয় হয়ে অ্যালবামের ন্যায় উঁকি দিত ঋতুকাল। কিন্তু স্পেসবিপাকে অঙ্গনের বিবাহ উৎসব ভবনে স্থানান্তরিত হল। তাই আজ একফালি উঠোনঘেরা গৃহ দর্শনেই প্রোমোটারের পবিত্র চোখ চকচক করে। কী ছিল আর কী হল, দুইয়ের মাঝে অনন্ত সেতুপথ ভেঙে গেল। সব অনুভূতির প্রতিমা জলে দিয়ে ভাবনার দলিলে মুদ্রাই রাক্ষস হয়ে উঠল।

কিন্তু প্রিয় নগর যে খোলসের অন্তরে প্রতিদিন প্রবেশ করছে, সেখানে ক্রোধ, স্নেহ, প্রেম, উচ্ছ্বাসের কোনও স্থান নাই। প্রণয়ে নেই, প্রীতিতে নেই, সন্তাপে নেই, অঙ্গীকারে নেই। সব আলো নিভে গেলেও আপনাকে আজ এ শহর স্পেস দেবে না। নীরাদের মানবহৃদয়ে স্পেস বলে আর অবশিষ্ট নেই। কারণ উঠোনের মতো উদার অসীমরা ক্রমবিরল হয়ে গেল।

(লেখক প্রাবন্ধিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৫

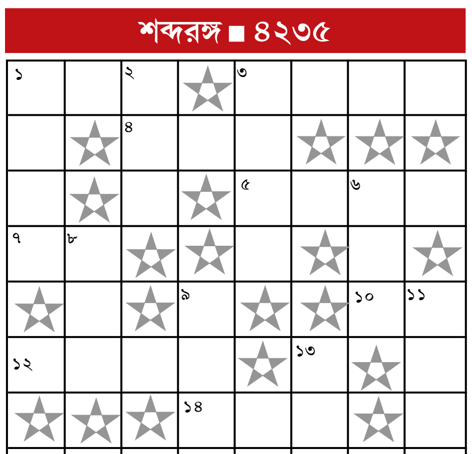

পাশাপাশি : ১। কিরণ, রশ্মি, জ্যোতি ৩। ক্ষুদ্র কাব্য-যথা মেঘদূত, ঋতুসংহার ৪। পদ্ম, হিন্দুতীর্থ হিসাবে পরিগণিত আজমের-এর নিকটস্থ হ্রদবিশেষ ৫। মুগুর, গদা ৭। ভারী বস্তু পড়ার শব্দ, হঠাৎ বসার শব্দ ১০। অহংকার, গর্ব, দাপট, প্রভাব ১২। দান ও উপাসনা, দানব্রত ও ধর্মাচরণ ১৪। কুন্তির পুত্র ১৫। পরস্পর টানাটানি বা হেঁচড়াহেঁচড়ি ১৬। পর্বতের গুহা, আদা।

উপর-নীচ : ১। অত্যুৎকৃষ্ট ওষুধ, রসুন ২। আকাশকুসুম, অলীক পদার্থ ৩। ফুটিজাতীয় ফল ৬। বড় চিংড়ি মাছ ৮। বস্ত্রাদির প্রস্থের দিকের বুনিনির সুতো ৯। জলে বিচরণকারী কালো রংয়ের পাখি, জলবায়স ১১। চটিজুতো ১৩। বাণ, খড়্গ।

সমাধান ■ ৪২৩৪

পাশাপাশি : ২। পরাহত ৫। মালঞ্চ ৬। ধনপিশাচ ৮। মড়া ৯। তক ১১। আপনপর ১৩। বার্ণিক ১৪। পরকলা।

উপর-নীচ : ১। ধামাধরা ২। পঞ্চ ৩। হনন ৪। মারীচ ৬। ধড়া ৭। পিনাক ৮। মনন ৯। তর ১০। শশিকর ১১। আপস ১২। পহর ১৩। বালা।

বিন্দুবিসর্গ

চিনে শক্তিপ্রদর্শন শি, পুতিন ও কিমের

বেজিং ও ওয়াশিংটন, ৩ সেপ্টেম্বর : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে চিনের জয়ের ৮০ বছর পূর্তি। সেই উপলক্ষ্যে বেজিংয়ে শক্তিপ্রদর্শন করল গণমুক্তি ফৌজ। অস্ত্রশস্ত্র সহ চিনা সেনার বিশাল কুচকাওয়াজ দেখতে ২৬ জন রাষ্ট্রনেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। অনুষ্ঠানে একমঞ্চে দেখা গিয়েছে প্রেসিডেন্ট শি, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উনকে। ৩ নেতাকে একফ্রেমে দেখে বেজায় চটেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর মতে, আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতেই শি, পুতিন ও কিম জোট বেঁধেছেন।

ষড়যন্ত্র দেখছে আমেরিকা

চিনা সেনার অনুষ্ঠানে ত্রয়ী। বুধবার বেজিংয়ে।

প্রেসিডেন্ট শি-কে উদ্দেশ করে ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, 'দয়া করে ভ্লাদিমির পুতিন এবং কিম জং উনকে আমার উষ্ণ অভিনন্দন জানাবেন। কারণ, আপনারা সবাই মিলে আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য ছাড়া চিনের পক্ষে যে জাপানিদের হারানো সম্ভব ছিল না, সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প।

বন্ধু-শত্রু তফাত না রেখে সবার বিরুদ্ধে শুল্ককে অস্ত্রের মতো ব্যবহার করছেন ট্রাম্প। কৌশলগত সহযোগী ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন। তারপর দ্রুত বদলাচ্ছে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমীকরণ। সম্প্রতি চিনের তিয়ানজিনে সাংহাই কো-অপারেশন বৈঠকের ফাঁকে শি ও পুতিনের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিন নেতাকে একসঙ্গে গল্প করতেও দেখা গিয়েছে। ভারত-চিনের সম্পর্কে বরফ গলার ইঙ্গিত দিয়েছে দু-পক্ষ। ভারত, রাশিয়া ও চিনের কাছাকাছি আসা ট্রাম্প সরকারের সবচেয়ে বড় কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। ভারত-রাশিয়া-চিন জোটের সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনার মধ্যে চিন-রাশিয়া-উত্তর কোরিয়ার সমীকরণ ট্রাম্পের রক্তচাপ বাড়িয়েছে। ধবার চিনে ইউক্রেন ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন পুতিন। তিনি বলেন, 'আমি জেলেনস্কির সঙ্গে দেখা করার সম্ভাবনা একবারও উড়িয়ে দিইনি। ইউক্রেন ও পশ্চিমী বিশ্ব যদি বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তবেই এই সংঘাতের রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে।'

এদিকে নাম না নিলেও ট্রাম্পকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শি। তিয়েনান মেন স্কোয়ারে আয়োজিত কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'চিন একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি। আমরা অত্যাচারীদের ভয় পাই না। আমরা আর জঙ্গলের রাজত্বে ফিরে যাব না। আজ মানবজাতিকে শান্তি বা যুদ্ধ, আলোচনা বা সংঘাত, শূন্য বা সমষ্টির মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে।' শি-র কথায়, 'চিনা জনগণের পুনর্জাগরণকে বাধা দেওয়া যাবে না। মানব সভ্যতার শান্তিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্য অবশ্যই পূরণ হবে।'

প্রিয় মমতা দিদুন... চিঠি খুদের

'অযোগ্য'দের নিয়োগ বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু এসএসসি'র

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : হাতে আর মাত্র ৩ দিন। শনিবার ভাগ্য নির্ধারণ হবে ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার পরীক্ষার্থীর। 'অযোগ্য' তালিকা মেনে ১৮০৬ জনকে ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। সবমিলিয়ে বাতিল হয়েছে ২০ হাজারের বেশি আবেদনপত্র। যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগেই এসএসসি ১৪০০ জন 'অযোগ্য'র অ্যাডমিট কার্ড বাতিল করেছিল। এসএসসির যুক্তি, 'অযোগ্য'রা নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ উভয় স্তরের জন্যই আবেদন করার পাশাপাশি ভুল তথ্য দেওয়া, আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রয়োজনীয় নথি না জমা করার কারণে 'অযোগ্য'দের মোট সংখ্যার তুলনায় বাতিল হওয়া অ্যাডমিট কার্ডের সংখ্যা বেশি।

সম্প্রতি ২০২১ সালের নিয়োগপ্রাপ্ত ১৬,৫০০ প্রাথমিক শিক্ষকের পোস্টিং ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ি থেকে দূরবর্তী জেলায় তাঁদের পোস্টিং করা হয়েছে এই দাবিতে একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক দপ্তরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। বছর ঘুরলেও সুরাহা মেলেনি। এর প্রতিবাদে উত্তর দিনাজপুরের রহতপুর এফ.পি স্কুলের শিক্ষিকা স্বাগতা পাইনের বছর পাঁচেকের সন্তান ঐতিহ্য দাশ ঠাকুরদার সাহায্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি লিখল। মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রিয় মমতা দিদুন' বলে সম্বোধন করে তার আকুল আহ্বান, 'আমার খুব কষ্ট হয় মাকে ছাড়া। তুমি তাড়াতাড়ি আমার মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।' বাড়ি ছেড়ে সবে স্কুলের গণ্ডিতে পা দিয়েছে ছোট্ট ঐতিহ্য। স্বাগতার আক্ষেপ, 'আসানসোলে ঐতিহ্য থাকে ওর বাবার সঙ্গে। ও অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি মা হয়েও দেখাশোনা করতে পারি না।'

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে 'অযোগ্য' তালিকায় থাকা চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগপত্র বাতিলের প্রক্রিয়াও। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে খুব শীঘ্রই মোট ১৮০৬ জনের বেতন ফেরতের ব্যবস্থাও শুরু করতে চলেছে শিক্ষা দপ্তর। নেওয়া হচ্ছে আইনি পরামর্শ। কমিশন সূত্রে খবর, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত 'যোগ্য'দের চাকরি বহাল থাকার কারণে এই মুহূর্তে তাঁদের নিয়োগপত্র বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে না। তবে নতুন নিয়োগ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষায় পাশ করলে আদৌ চাকরি বহাল থাকবে নাকি আইনি জটে সেটাও ভেস্তে যাবে সেই নিয়েই দুশ্চিন্তায় পরীক্ষার্থীদের একাংশ। এরই মধ্যে ছবি, সই ছাড়াই পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইস্যু করা নিয়ে এসএসসির বিরুদ্ধে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অ্যাডমিটে বলা হয়েছে, ছবি বিভ্রান্তি এড়াতে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড নিয়ে গেলেই পরীক্ষায় বসা যাবে। নিয়োগ দুর্নীতির আবহে এত বড় একটি পরীক্ষায় কীভাবে শুধু পরিচয়পত্র দিয়ে পরীক্ষায় বসা সম্ভব, সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। প্রাক্তন এসএসসি চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'অ্যাডমিট কার্ডে সবসময় বর্তমান ছবি ব্যবহার করতে হয়। আধার কার্ড বা ভোটার কার্ডের ছবি অনেক পুরোনো হয়। কাজেই পরীক্ষার্থীর সঠিক পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হবে।' শিক্ষাবিদ নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, এই নিয়মের মাধ্যমে দুর্নীতির নতুন দিগন্ত খুলে গিয়েছে।

এরই মধ্যে 'অযোগ্য'দের তালিকায় প্রকাশ্যে এল ভাঙড়ের বিজেপি নেতার ছেলে অতনু মণ্ডলের নামের পাশাপাশি প্রাক্তন এসএফআই নেতা রীতেশ ঘোষের নামও। রীতেশের দাবি, তাঁকে ফাঁসানোর জন্যই এসএসসির এই কীর্তি।

যমুনার জলে থইথই জৈতপুর। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে এলাকাবাসী। বুধবার।

বিপদসীমার ওপরে যমুনা, পঞ্জাবে মৃত ৩৭

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : টানা বৃষ্টিতে দিল্লির পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে। মৌসম ভবন বুধবার রাজধানী শহর এলাকায় লাল সতর্কতা জারি করেছে। একই সঙ্গে উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পঞ্জাব সহ হিমালয় সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে আগামী ২৪ ঘণ্টায় অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। পঞ্জাবে বুধবার বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৭। গৃহহীন সাড়ে ৩ লক্ষ মানুষ। পঞ্জাবকে বিপর্যয় বিধ্বস্ত রাজ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। হিমাচলপ্রদেশেও হড়পা ও ধসের জেরে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ধস নামায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১,১৫০টি রাস্তা।

মঙ্গলবার সকালে যমুনার জল বিপদসীমা অতিক্রম করে। রাতের মধ্যে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২০৮.৩৬ মিটারে যা ২০২৩ সালের ২০৮.৬৬ মিটার রেকর্ডের কাছাকাছি। প্রশাসনের আশঙ্কা, এভাবে জল বাড়তে থাকলে অচিরে সেই রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে।

রাজধানীর একাধিক নীচু এলাকা ইতিমধ্যে প্লাবিত। যমুনা বাজার, বসন্ত বিহার, নয়ডা, সোনিপত, জনকপুরী কোথাও কোমর সমান জল, কোথাও রাস্তা ও ঘরবাড়ি তলিয়ে গিয়ে জনজীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। যমুনা বাজার থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩০০ পরিবারকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অস্থায়ী ত্রাণশিবিরে। নয়ডার সেক্টর ১২৮-এ কৃষিজমি ও বাড়িঘর জলের তলায়, সোনিপতের জাতীয় সড়ক ৪৪-এর একাংশ ডুবে থাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ ব্যাহত। জনকপুরীর একাধিক রাস্তায় ধস নেমেছে।

এদিকে হরিয়ানার হাতিকুণ্ড বাঁধ থেকে অতিরিক্ত জল ছাড়ার জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। দ্রুত বাড়ছে যমুনার জলস্তর। বন্যার তীব্র আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আতঙ্কে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ঘুরছেন হাজার হাজার মানুষ।

পুরোনো রেল ব্রিজ আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যমুনা সংলগ্ন এলাকায় অস্থায়ী তাঁবু খাটিয়ে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। বুধবার সকালে আইটিও ব্যারেজ পরিদর্শন করে দিল্লির মন্ত্রী প্রবেশ ভার্মা বলেন, 'অবস্থা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছয় মাসে যমুনার জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর কাজ হয়েছে। আজ সন্ধ্যা থেকে জলস্তর নামতে শুরু করবে।'

জাভেদকে নিয়ে আর বিতর্কে নেই তৃণমূল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : জাভেদ আখতারকে নিয়ে আর কোনও বিতর্ক নয়। সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতায় 'হিন্দি সিনেমায় উর্দু' শীর্ষক আলোচনা সভায় জাভেদের আসার বিরোধিতা করে দলকে নিজের ক্ষোভের কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। তারপর থেকে রাজনৈতিক জলঘোলা কম হয়নি। রাজ্যের একাধিক সংখ্যালঘু নেতৃত্ব অনুষ্ঠান বাতিলের আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে। দলীয় সূত্রে খবর, অনুষ্ঠানের আয়োজক সাংসদ নাদিমুল হক ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম ক্ষোভপ্রকাশ করা সংখ্যালঘু নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন। সিদ্ধান্ত হয়, জাভেদ যেহেতু নিজেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অস্বীকার করেছেন, সেহেতু কোনওরকম বিতর্ক বাড়ানোর প্রয়োজন নেই।

এই বিষয়ে আর কোনওরকম বেফাঁস মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না, স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে দল। জমিয়ত উলেমায়ে হিন্দ ও ওয়াহইন ফাউন্ডেশন ওই অনুষ্ঠানে জাভেদের আমন্ত্রণকে ধর্মীয় আবেগে আঘাত হানা বলে অভিযোগ তুলেছিল। শাসকদল সূত্রে খবর, যেহেতু জাভেদ কলকাতায় নিজেই আসছেন না সেহেতু এই বিষয়ে তৃণমূলের কোনও দায় নেই। জাভেদের প্রতিক্রিয়া, হিন্দু কিংবা মুসলমান মৌলবাদ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। দু'পক্ষই আমায় নিয়ে যখন কথা বলে, তখন বুঝি সঠিক পথে রয়েছি।

জাভেদের কলকাতার অনুষ্ঠান বাতিল সংক্রান্ত বিষয়ে সরব হয়ে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর-এর সাধারণ সম্পাদক রণজিৎ সুরের প্রতিক্রিয়া, নির্বাচনের আগে বিশেষ গোষ্ঠীকে খুশি করতেই রাজ্য সরকার এই অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মন্তব্য, ইচ্ছাকৃতভাবে জাভেদের প্রতি নিশানা করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমির সভাপতি খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও মন্তব্য করেননি। নাদিমুল হকও মন্তব্য এড়িয়ে গিয়েছেন।

সনাতনী ধর্মে আঘাত, কাঠগড়ায় 'হুলি-গান-ইজম'

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : 'আমাদের বকুলতলায় ভিড় জমেছে', এই একটি গান 'হুলি-গান-ইজম' এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় বাঙালির। অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য ও তাঁর ব্যান্ডের সদস্যদের মিলিত প্রয়াস দর্শকদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্প্রতি একটি কনসার্টে অনির্বাণ ও হুলি-গান-ইজম-এর গান নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিনেতা ও তাঁর ব্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ ধর্মকে অবমাননার জন্য লালবাজারে ই-মেল মারফত অভিযোগ দায়ের করলেন এক বিজেপি নেতা। তাঁর অভিযোগ, গানের কিছু অংশে একটি বিশেষ ধর্মের অবমাননা করা হয়েছে। এর ফলে বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারত। এমনকি কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষও। এই বিষয়ে অনির্বাণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

> বন্ধুবর অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার এই অসচেতন, জ্ঞানহীন বক্তব্যের। অন্য কোনও ধর্ম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি করলে তারা এতক্ষণ আপনাকে কোন স্থানে রাখতেন নিশ্চয়ই জানেন। সবাই জানে, টলিউড মাফিয়ারা আপনার কাজ কেড়ে নিয়েছে, তাই গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হচ্ছে।
>
> **রুদ্রনীল ঘোষ**

সম্প্রতি মিলনমেলা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 'হুলি-গান-ইজম' অনুষ্ঠানের মঞ্চে অনির্বাণ একাধিক রাজনৈতিক ব্যঙ্গাত্মক গান পরিবেশন করেন। সেখানে কুণাল ঘোষ, দিলীপ ঘোষ, শতরূপ ঘোষকে ব্যঙ্গের পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদির পেনশন, হিন্দু রাষ্ট্র, আচ্ছে দিন নিয়েও সুর তুলেছেন অনির্বাণ। রাজনীতির আলোচিত বিষয়গুলিকে নিয়েই গান বাঁধে 'হুলি-গান-ইজম'। বিতর্ক চলছে বিস্তর। সমাজমাধ্যমও দ্বিধাবিভক্ত।

গানের ক্লিপিংস পোস্ট করে রুদ্রনীল লিখেছেন, 'বন্ধুবর অনির্বাণ ভট্টাচার্য, তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার এই অসচেতন, জ্ঞানহীন বক্তব্যের। অন্য কোনও ধর্ম সম্পর্কে এই ধরনের উক্তি করলে তারা এতক্ষণ আপনাকে কোন স্থানে রাখতেন নিশ্চয়ই জানেন। সবাই জানে, টলিউড মাফিয়ারা আপনার কাজ কেড়ে নিয়েছে, তাই গান গেয়ে পেটের ভাত জোগাড় করতে হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক! কিন্তু, যে 'হুলিগানরা' আপনার পেটের ভাত কাড়ল, তা নিয়ে বা আরজি কর ডাক্তার হত্যা নিয়ে, শিক্ষক পেটানো, শিক্ষা দুর্নীতি নিয়ে আপনার মুখে কুলুপ।' বিনোদন জগতেও বিষয়টি নিয়ে দ্বিমত

রাজ্যে মোদির সফর স্থগিত

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা কর্মসূচি আপাতত স্থগিত। '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে চলতি বছরে ১০টি জনসভা করার পরিকল্পনা করেছিল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর। তার মধ্যে ৩টি সভা (আলিপুরদুয়ার, দুর্গাপুর, দমদম) ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর নদিয়ার রানাঘাটে চতুর্থ সভাটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপাতত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী আর কোনও জনসভা করছেন না। এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রানাঘাটের কর্মসূচি বাতিল হয়েছে। আপাতত রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সভার কর্মসূচি স্থগিত থাকছে। তবে প্রয়োজনে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনও করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।' সূত্রের খবর, রাজ্যে এসআইআর সহ ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে তা আশঙ্কা করেই স্থগিত রাখার ভাবনা।

হাইকোর্টে শ্রীলেখা

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। তাই নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনে পোস্টার, ব্যানারে ছেয়ে গিয়েছে। তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে। তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছে। সম্প্রতি শাসকবিরোধী তাঁর কিছু মন্তব্য ও কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কারণে তাঁকে এই হেনস্তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর।

ভোটার তালিকা সংশোধনে মোড় বঙ্গে : বনসল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : এক দেশ এক ভোটের প্রচারে এসে রাজ্যের এসআইআর নিয়েই সুর চড়ালেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও রাজ্যের মুখ্য পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। এসআইআর-কে মহাসংগ্রাম বলে মন্তব্য করে বনসল বলেন, 'দেশের নাগরিক নয় এমন ভোটারদের বিহারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে কমিশন। আগামী দিনে বাংলাতেও এসআইআর হবে। আর এখানে ভোটার তালিকায় যে বিশেষ সংশোধন হবে, সেটাও মহাসংগ্রাম হবে।'

এক দেশ এক ভোটের প্রচারে সারা দেশে প্রচারের দায়িত্বে বনসল। এরাজ্যে তিনি আবার রাজ্য বিজেপির মুখ্য পর্যবেক্ষক। গত বিধানসভা নির্বাচনে যোগীকে উত্তরপ্রদেশের কুর্সিতে ফিরতে মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন বনসল। বুথভিত্তিক সংগঠনকে শক্তিশালী করতে ভোটার তালিকায় বিশেষ নজর রয়েছে বনসলের। দেশজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে বেনাগরিক করার এই অঙ্ক আরএসএস ঘনিষ্ঠ বনসলই দিয়েছিলেন অমিত শা-কে। রাজ্যে এসআইআর নিয়ে বিতর্কের আবহে বুধবার কলকাতায় এক দলীয় অনুষ্ঠানে বনসল বলেন, 'ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন আগেও হয়েছে। মৃত, স্থানান্তরিত ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা দেশের নাগরিকই নন, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে এদেশে রয়েছেন, সেইসব বাংলাদেশিকে দেশের সরকার গঠনে শামিল করা যায় না। তাই ভোটার তালিকা থেকে তাঁদের নাম বাদ দিতেই হবে।'

তবে বিরোধীদের এই অভিযোগ নিয়ে বিজেপির কোনও রাখঢাক নেই। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক

> আগামী দিনে বাংলাতেও এসআইআর হবে। আর এখানে ভোটার তালিকায় যে বিশেষ সংশোধন হবে, সেটাও মহাসংগ্রাম হবে।
>
> **সুনীল বনসল**

ভট্টাচার্য বলেছেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বানিয়ে বাম-কংগ্রেস-তৃণমূলের রাজনীতির বরাবরই বিরোধিতা করেছে বিজেপি। এটা বিজেপির ঘোষিত অবস্থান। তৃণমূল যেমন ভোটব্যাংকের স্বার্থে অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় রাখার দাবিতে সরব হয়, ঠিক তেমনই রাজনৈতিক কারণে তার বিরোধিতা করে বিজেপি।'

মা-বাবার স্নেহ সব শিশুর অধিকার

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : মা-বাবা আলাদা থাকলে কিংবা দু'জনে আলাদা আলাদা দেশে থাকলেও প্রত্যেক শিশুর কাছে দু'জনের স্নেহই জরুরি। উভয়ের সঙ্গেই শিশুর সম্পর্ক থাকবে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। এক বাবার দায়ের করা মামলায় এই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত বলেছে, প্রত্যেক শিশুরই বাবা ও মা উভয়ের স্নেহ পাওয়ার অধিকার আছে।

বছর নয়ের ছেলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগাযোগের অনুমতি চেয়েছিলেন বাবা। তাঁর ছেলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আয়ারল্যান্ডে থাকে। এই কারণে ছেলের সঙ্গে শুধু ভিডিও চ্যাটে কথা বলতে চেয়েছেন বাবা। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিক্রম নাথ ও সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় রবিবার সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে(আয়ারল্যান্ডের সময় অনুযায়ী) ছেলের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলতে পারবেন। বিষয়টি যেন সুষ্ঠুভাবে হয়। উভয়পক্ষই যেন সহযোগিতা করে। কোনও প্রযুক্তিগত বা লজিস্টিক্যাল সমস্যা হলে পারস্পরিকভাবে তার সমাধান করতে হবে। কারণ, শিশুর স্বার্থই গুরুত্বপূর্ণ।

নেহরুর বাড়ি বিক্রি

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্রথম সরকারি বাসভবন বিক্রি হয়ে গেল ১ হাজার ১০০ কোটিতে। কিনেছেন এক নামী অ্যালকোহল বিক্রেতা। তাঁর নাম জানা যায়নি। লুটিয়েন্স দিল্লির হাইপ্রোফাইল এলাকা ১৭ নম্বর মোতিলাল নেহরু মার্গ রোডের ১৪ হাজার ৯৭৩.৩৮৩ বর্গ মিটারের বাড়িটির জন্য ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা চেয়েছিলেন বর্তমান মালিকপক্ষ রাজস্থানের রাজপরিবারের রাজকুমারী কক্কর ও বীণা রানি। কেউ ওই বাংলোর দাবিদার কি না তা জানাতে নোটিশ দেওয়া হয়। সেজন্য সময় দেওয়া হয় সাতদিন। কিন্তু কেউ আপত্তি তোলেননি। স্বভাবতই লুটিয়েন্স দিল্লির ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাংলো বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেল। বাড়িটির বিপুল দাম হওয়ায় এক বছর ধরে এর দরদাম চলেছে।

আরও রুশ এস-৪০০ কিনবে ভারত

মস্কো, ৩ সেপ্টেম্বর : বিমান ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ঠেকাতে রাশিয়ায় তৈরি এস-৪০০ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার যে জুড়ি নেই, সেটা অপারেশন সিঁদুরের সময় বোঝা গিয়েছে। জঙ্গিঘাঁটিতে ভারতের হামলার পর পাকিস্তানের তরফে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠানো হলেও এস-৪০০-র সাহায্যে সেগুলি ধ্বংস করে ভারতীয় সেনা। ভারতের মাটিতে কোনও পাক ড্রোন বা ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানতে পারেনি। সেই অভিজ্ঞতার পর রাশিয়া থেকে আরও এস-৪০০ কেনার জন্য আলোচনা শুরু করেছে কেন্দ্র। এমনটাই দাবি রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের। আমেরিকার চাপ উপেক্ষা করে ভারতের রাশিয়া থেকে তেল আমদানির প্রশংসা করেছেন তিনি। ঘটনাচক্রে প্রায় একই সময় শুল্ক ইস্যুতে সুর নরম করার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

লাভরভের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন রাশিয়ার ফেডারেল সার্ভিস ফর মিলিটারি-টেকনিক্যাল কোঅপারেশনের প্রধান দিমিত্রি শুগায়েভ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'ভারতের কাছে আমাদের এস-৪০০ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর অর্থ নতুন সরবরাহ। তবে এখনও আমরা আলোচনার পর্যায়ে আছি।' পাক-চিন সীমান্তের নিরাপত্তার জন্য ২০১৮-য় রাশিয়ার কাছ থেকে ৫টি এস-৪০০ কেনার জন্য ৩৯ হাজার কোটি টাকার চুক্তি করেছিল ভারত। ইতিমধ্যে ৩টি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতে এসেছে। বাকি ২টি ২০২৬ এবং ২০২৭ সালে আসবে বলে প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর।

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের তথ্য বলছে,

২০২০-'২৪-এর মধ্যে ভারতের মোট অস্ত্র আমদানির ৩৬ শতাংশ সরবরাহ করেছে রাশিয়া। গত কয়েক বছরে ফ্রান্স ও ইজরায়েল থেকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম আমদানি করলেও এখনও ভারতের নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষা সহযোগী রাশিয়া। আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর যে সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি পোক্ত হয়েছে। বাণিজ্যে ভারতকে কোণঠাসা করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যে মধ্য, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমেরিকার দীর্ঘমেয়াদি ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে কার্যত জলাঞ্জলি দিয়েছেন, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত নেই।

বিপদ আঁচ করে মঙ্গলবার ভারত ইস্যুতে কিছুটা সুর নরম করেছেন ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'ভারতের ওপর থেকে বাড়তি শুল্ক তোলার পরিকল্পনা আপাতত নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। তবে এতদিন সম্পর্কের পাল্লা ভারতের দিকে ঝুঁকে ছিল। আমি সেটা বদলে দিয়েছি।' ট্রাম্পের শুল্কযুদ্ধের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মার্কিন কংগ্রেস সদস্য রো খান্না। তাঁর মতে, নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে মনোনীত করতে রাজি হননি প্রধানমন্ত্রী মোদি। সেই ক্ষোভ থেকে ভারতের ওপর বেনজির শুল্ক চাপিয়েছেন ট্রাম্প। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'ভারতের ওপর এই শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত একেবারেই অযৌক্তিক। এর ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্ককে মজবুত করতে গত ৩০ বছর ধরে যে চেষ্টা চালানো হয়েছে, তা পুরোপুরি ব্যর্থ হল।'

ভারত যে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করছে, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। বুধবার জার্মানির উপবিদেশমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুলের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবর্তন আসছে যা আমাদের নীতি এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে। বিশ্ব অর্থনীতিতেও অস্থিরতা রয়েছে। আমার মতে, এসব কারণে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন, বিশেষ করে ভারত ও জার্মানির আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।'

জিও-র ৫০০ মিলিয়ন

মুম্বই, ৩ সেপ্টেম্বর : রিলায়েন্স জিও তাদের নবম বর্ষপূর্তিতে জানিয়েছে ভারতের ৫০০ মিলিয়ন মানুষ তাদের সিম কার্ড ব্যবহার করছেন। এত বিপুল সংখ্যায় মানুষ জিও সিম ব্যবহার করার জন্য তারা সকল জিও সিম ব্যবহারকারীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। এই খুশির মুহূর্তে রিলায়েন্স জিও ইনফোকম লিমিটেডের চেয়ারম্যান আকাশ আম্বানি বলেন, '৫০০ মিলিয়ন মানুষকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের সকলের বিশ্বাস ও ভালোবাসার জন্য আজ এটা সম্ভব হয়েছে।' এদিকে, নবম বর্ষপূর্তিতে বেশকিছু আকর্ষণীয় প্ল্যান আনার কথাও জানিয়েছে সংস্থাটি।

উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সিমেস্টারের কাউন্ট ডাউন শুরু

পরীক্ষার দিনে প্রস্তুতির পরামর্শ

সুপর্ণা দত্ত, *টিচার ইনচার্জ*
বাগডোগরা বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

পরীক্ষার সময় নিজেকে চনমনে রাখা খুবই দরকার। তোমাদের বায়োলজিকাল ক্লক এমনভাবে সেট করো যাতে পরীক্ষার যে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট থাকে, ঠিক সেই সময়েই নিজেকে সজাগ এবং সচেতন রাখতে পারো।

বারবার মক টেস্ট দাও। আর অবশ্যই যে কলম তুমি পরীক্ষার সময় ব্যবহার করবে ঠিক সেই কলম দিয়ে এই সময়ে লেখার অভ্যাস করাটাও ভীষণ জরুরি।

এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। দিনের শুরুতেই পাঁচ মিনিটের ধ্যান তোমার মনঃসংযোগকে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।

বারবার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বা মোবাইলের ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে ফেলো। প্রয়োজনে তোমার মোবাইল বাড়ির অন্য কারও হেপাজতে রাখো যাতে কোনও গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ তুমি মিস না করো। তিনি তোমায় সময়মতো জানিয়ে দেবেন।

পরীক্ষার দিনে রুল অফ এইট

পরীক্ষার আগে কোনওভাবেই রাত জাগবে না। পরীক্ষার দিনগুলোতে অবশ্যই রুল অফ এইট মেনে চলবে অর্থাৎ ৮ ঘণ্টা পর্যাপ্ত ঘুম, ৮ ঘণ্টা পড়াশোনা এবং ৮ গ্লাস জল খাওয়া। বাকি ৮ ঘণ্টার মধ্যে অবশ্যই তোমার পরীক্ষা ও পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের সময় সবটাই আসবে।

রাতেরবেলা যথাসম্ভব হালকা খাবার খাওয়ার চেষ্টা করো যাতে হজমের কোনওরকম সমস্যা না হয়। যেহেতু এখন প্রচণ্ড গরম তাই খেয়াল রেখো কোনওভাবেই যেন শরীর

কোনও কারণে কোনও উত্তর ভুল হলে OMR sheet-এ ক্রস করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় জেনে নাও।

খারাপ না হয় এবং তুমি পরীক্ষা শেষ হওয়া অবধি শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ থাকো।

পরীক্ষার দিনে যা করবে

- পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার আগে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, কালো কালির পেন সমস্ত আগের রাতেই গুছিয়ে রাখো।
- পরীক্ষাকেন্দ্রে অন্তত আধ ঘণ্টা আগে যাতে পৌঁছে যেতে পারো সেইভাবে তৈরি হও।
- কোথাও দ্বিধা থাকলে স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে OMR একবার বুঝে নিতে পারো কোথায় কীভাবে রোল নম্বর, কোথায় রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে এবং কীভাবে OMR sheet-এ সেটা মার্ক করবে।
- প্রশ্নপত্র পাওয়ার পরেই যে mcq-গুলোর উত্তর তুমি নিশ্চিতভাবে জানো সেগুলো আগে ঝটপট মার্ক করে ফেলো। কোনও কারণে কোনও উত্তর ভুল হলে OMR sheet-এ ক্রস করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে সেই পদ্ধতি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় জেনে নাও। তারপর ওই একই লাইনে সঠিক অপশনে মার্ক করবে।

পরিশেষে বলব, জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটিতে তোমরা সহজেই তোমাদের লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে পারবে। নিজের উপর বিশ্বাস থাকলে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনেরও প্রত্যেকটা ধাপকে একইভাবে অতিক্রম করতে পারবে। সবার জন্যে শুভকামনা রইল।

ইংরেজিতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনা

পরীক্ষিৎ ঘোষ, *শিক্ষক*
মিলনপল্লি উচ্চবিদ্যালয়,
ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

পূর্ব প্রকাশের পর

21. The holy water sanctified by his father was carried for –
A) drink B) worship C) invalids D) none of these
Ans. C)

22. Pakshi Lakshmana Sastry was the –
A) Councillor of the town B) Headmaster of Rameswaram School C) High priest of the Shiva temple D) None of these
Ans. C)

23. According to Kalam's father, when we pray, we transcend our body and become a part of –
A) the earth B) the cosmos C) the god D) the world
Ans. B)

24. Abdul Kalam's father would convey complex spiritual concepts in simple, down-to-earth –
A) Arabic B) Urdu C) Tamil D) Telugu
Ans. C)

25. According to Kalam's father, adversity always presents opportunities for –
A) inspection B) introduction C) introspection D) retrospection
Ans. C)

26. The words of Abdul Kalam's father filled him with strange energy and –
A) relief B) enthusiasm C) perseverance D) determination
Ans. B)

27. Kalam remembers his father starting his day at ____ A.M.
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
Ans. C)

28. Kalam remembers his father starting his day –
A) with namaz after dawn B) with namaz before dawn C) with morning walk D) with meditation
Ans. B)

29. The coconut grove where Abdul Kalam's father used to walk down every morning was about –
A) One and a half miles B) Three miles C) Four miles D) Four and a half miles
Ans. C)

30. Kalam's father would go to their coconut grove and return with about –
A) a dozen coconuts B) 8 coconuts C) 10 coconuts D) 14 coconuts
Ans. A)

31. Kalam's father would maintain his routine-bound life upto –
A) sixties B) late sixties C) seventies D) late seventies
Ans. B)

32. Kalam tried to emulate his father in his own world of –
A) politics B) science and technology C) social service D) medical science
Ans. B)

33. Assertion (A) : People visited Kalam's home to offer thanks. Reason (R) : They were cured of diseases by the sanctified water.
Choose the correct answer:
A) A is wrong but R is right
B) A is right but R is wrong
C) Both A and R are wrong.

Strong Roots

D) Both A and R are right.
Ans. D

34. Arrange the following sentences in their proper order of happening by choosing the right answer.
i) Kalam's father had his breakfast. ii) Kalam's father read the namaz. iii) He came back with a dozen coconuts. iv) He would go to the coconut grove.
A) ii)-iv)-iii)-i).
B) ii)-iii)-iv)-i)
C) ii)-iv)-i)-iii).
D) ii)-i)-iv)-iii.
Ans. A

35.Choose whether the following statements are true (T) or false (F). Choose the right option.
i) The Shiva temple of Rameswaram was far away from Kalam's house.
ii) Rameswaram was famous to pilgrims for its temple.
iii) P.L.Sastry was the high priest of Shiva temple.
iv) Kalam's father and P.L.Sastry were unknown to each other.
A) i) F, ii) F, iii) T, iv) T
B) i) F, ii) T, iii) T, iv) F
C) i) F, ii) T, iii) F, iv) T
D) i) T, ii) T, iii) T, iv) F
Ans. B

প্রশ্নোত্তরে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি

শুভময় খান কর্মকার, *শিক্ষক*
বটতলী কেএম উচ্চবিদ্যালয়
ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো (MCQ)।
১) 'Big Bang' তত্ত্বটি কী?
A) পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি
B) হঠাৎ প্রলয়ের পর মহাবিশ্বের সৃষ্টি
C) পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব
D) কোনওটিই নয়
উত্তর : B) হঠাৎ প্রলয়ের পর মহাবিশ্বের সৃষ্টি
২) অভিব্যক্তি বা বিবর্তন একটি—
A) অতীতে বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
B) বর্তমানে বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
C) অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
D) কোনওটিই নয়
উত্তর : C) অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া
৩) প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়েছিল—
A) মাটিতে
B) বায়ুতে
C) পাহাড়ে
D) সমুদ্রের জলে
উত্তর : D) সমুদ্রের জলে
8) Hot Dilute Soup -এর ধারণা প্রবর্তন করেন-
A) মিলার ও উরে
B) ফক্স
C) হ্যালডেন
D) ওপারিন
উত্তর : C) হ্যালডেন
৫) প্রথম সৃষ্ট নিউক্লিক অ্যাসিড হল--
A) ফসফোরিক এসিড
B) DNA
C) RNA
D) নাইট্রিক অ্যাসিড
উত্তর : C) RNA
৬) ডাইনোসরের স্বর্ণযুগ অথবা

বিষয় জীববিদ্যা

সরীসৃপের যুগ কাকে বলে?
A) সিনোজোয়িক
B) প্যালিয়োজোয়িক
C) মেসোজোয়িক
D) প্রটেরোজোয়িক
উত্তর : C) মেসোজোয়িক
৭) জীবাশ্মের বয়স নির্ধারণ করা হয় কোন পদ্ধতিতে?
A) ইউরেনিয়াম ডেটিং
B) কার্বন ডেটিং
C) রেডিয়াম ডেটিং
D) কোনওটিই নয়
উত্তর : B) কার্বন ডেটিং
৮) ফসিল বা জীবাশ্ম সাধারণভাবে পাওয়া যায়—
A) আগ্নেয় শিলায়
B) পাললিক শিলায়
C) রূপান্তরিত শিলায়
D) যে কোনও প্রকারের শিলায়
উত্তর : B) পাললিক শিলায়
৯) C14 -এর অর্ধ জীবনকাল হল—
A) 5730 বছর
B) 500 বছর
C) 50 বছর
D) 1000 বছর
উত্তর : A) 5730 বছর
১০) ব্যক্তবীজী ও টেরিডোফাইটের মধ্যবর্তী মিসিং লিংকটি হল—
A) শতমূলী
B) রিকসিয়া
C) টেরিডোস্পার্ম
D) কালকাসুন্দা
উত্তর : C) টেরিডোস্পার্ম

আলোচনায় অংশীদারি কারবার

বৈশালী সরকার
অতিথি অধ্যাপক
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উচ্চমাধ্যমিকে তৃতীয় সিমেস্টারে তোমাদের 'অংশীদারি কারবার' এই ইউনিট থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন আসবে। তোমাদের সুবিধার্থে এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে এমসিকিউ-এর উত্তর করতে সুবিধা হবে।

অংশীদারদের মূলধন হিসাব :
যে মূলধন হিসাবে কোনও অংশীদারি কারবারের অংশীদারদের নিয়োজিত মূলধন ও মূলধন উত্তোলনের বিবরণ ছাড়া অন্য কোনও বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় না তাকে স্থায়ী বা প্রধান মূলধন হিসাব বলে।

অংশীদারদের চলতি হিসাব :
স্থির মূলধন পদ্ধতিতে অংশীদারদের মূলধনের হিসাব রাখা হলে নতুন মূলধনের বিনিয়োগ ও মূলধন উত্তোলন ছাড়া কারবারের সঙ্গে অংশীদারের অন্য লেনদেনগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতি অংশীদারের নামে একটি করে অতিরিক্ত হিসাব খোলা হয় সেই হিসাবগুলোকে বলে অংশীদারদের চলতি হিসাব।

অংশীদারিত্বের দলিলের প্রয়োজনীয়তা :
একটি অংশীদারি চুক্তি, যা লিখিত হওয়াই ভালো, একটি ব্যবসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৌখিক চুক্তির কোনও আইনি ভিত্তি না থাকলেও, একটি লিখিত চুক্তি বিরোধের ক্ষেত্রে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। চুক্তিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত শর্তাবলি অংশীদারদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি রোধে একটি অগ্রিম ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যেখানে প্রত্যেকের দায়িত্ব, লাভ-ক্ষতির অনুপাত এবং বিনিয়োগের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। অংশীদারি চুক্তির গুরুত্ব ঠিকই বলা হয়েছে, কারণ এটি দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা কমায় এবং ব্যবসায়িক অংশীদারদের মধ্যে একটি স্পষ্ট বোঝাপড়া তৈরি করে।

নিষ্ক্রিয় অংশীদার :
নিষ্ক্রিয় অংশীদার বা ঘুমন্ত অংশীদার হলেন এমন একজন অংশীদার যিনি ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করেন এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশ নেন, কিন্তু ব্যবসায় পরিচালনার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন না। যদিও তাঁরা পরিচালনায় অংশ নেন না, তবে তাঁদের দায় সাধারণ অংশীদারের মতোই অসীম থাকে।

ঐচ্ছিক অংশীদার :
অংশীদারিত্ব আইন, 1932,(Section 7) অনুযায়ী, যখন অংশীদারদের মধ্যে তাদের অংশীদারিত্বের সময়কাল বা প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য কোনও চুক্তি থাকে না, তখন সেই অংশীদারিত্বকে ইচ্ছামতো অংশীদারিত্ব বলা হয়। এর অর্থ হল, যে কোনও অংশীদার যে কোনও সময় অংশীদারিত্ব ভেঙে দিতে পারে, যদি না চুক্তিতে অন্য কোনও বিধান থাকে।

কখন লাভ-ক্ষতি বণ্টন হিসাব প্রস্তুত করা হয়?
নিয়মিত প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট বা আয় বিবরণী চূড়ান্ত করার পরে প্রস্তুত করা হয়।

বিষয় হিসাবশাস্ত্র

এটি হিসাবকালের শেষে, সাধারণত একটি আর্থিক ত্রৈমাসিক বা বছর শেষে প্রস্তুত করা হয়।

'Goodwill' বা সুনাম :
Goodwill হল একটি ফার্মের প্রত্যাশিত অতিরিক্ত আয়ের বর্তমান মূল্য বা 'একটি ব্যবসার অতিরিক্ত মুনাফার ক্ষমতার মূলধনকৃত মূল্য' হিসেবে। সুতরাং, যখন একটি ফার্ম সুপার প্রফিট বা অতিরিক্ত লাভ করে, তখনই কেবল সুনাম বা গুডউইল তৈরি হয়। যে কোনও ফার্ম যা স্বাভাবিক লাভ করে বা ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার কোনও সুনাম থাকে না।

'গুডউইল' বা সুনামকে প্রভাবিত করার প্রধান কারণগুলি নীচে দেওয়া হল :

- **ব্যবসার প্রকৃতি :** যে সংস্থাগুলো উচ্চমানের পণ্য উৎপাদন করে বা যেগুলোর পণ্যের চাহিদা বাজারে স্থিতিশীল, তারা বেশি লাভ করতে পারে। ফলে তাদের সুনামও বেশি হয়।
- **অবস্থান :** যদি ব্যবসার জায়গাটি শহরের কেন্দ্রস্থলে বা বেশি জনসমাগম হয় এমন জায়গায় থাকে, তাহলে সুনাম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- **ব্যবস্থাপনার দক্ষতা :** একটি সুপরিচালিত সংস্থা সাধারণত উচ্চ উৎপাদনশীলতা এবং খরচ দক্ষতার সুবিধা ভোগ করে। এর ফলে লাভ বেশি হয় এবং সুনামও বৃদ্ধি পায়।
- **বাজারের পরিস্থিতি :** একচেটিয়া বাজার বা সীমিত প্রতিযোগিতার বাজারে ব্যবসা করলে বেশি লাভ করা যায়, যা সুনাম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- **বিশেষ সুবিধা :** যে সংস্থাগুলো বিশেষ কিছু সুবিধা ভোগ করে, যেমন : আমদানি লাইসেন্স, কম খরচে এবং নিশ্চিত বিদ্যুতের সরবরাহ, দীর্ঘমেয়াদি কাঁচামাল সরবরাহের চুক্তি, সুপরিচিত সহযোগীদের সাহায্য, পেটেন্ট, ট্রেডমার্ক, ইত্যাদি, তাদের সুনাম বা গুডউইল বেশি হয়।

পাঠ্য বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখবে

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী দেবপর্ণা চক্রবর্তী বিগত উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে ৯৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আসন্ন উচ্চমাধ্যমিক তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের পরামর্শ দিতে ইংরেজি বিষয়ে তিনি নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানালেন।

যেহেতু এই বছরই প্রথমবার সিমেস্টার পদ্ধতিতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হতে চলেছে, তাই এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা প্রথমবারের জন্য এক নতুন পদ্ধতির সম্মুখীন হবে। তবে ভীতি নয়, সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে সফলতার পথ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়।

ইংরেজি বিষয়ে আমার প্রস্তুতির প্রসঙ্গে বলতে চাই, সবার প্রথমে পাঠ্যবইটি অবশ্যই ভালো করে খুঁটিয়ে পড়তে হবে, তা নাহলে পাঠ্য বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা সুস্পষ্ট হবে না। কোনও বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হলে, প্রশ্নের উত্তর করা অনেকাংশেই সহজ হয়ে পড়ে। বিশেষত এমসিকিউ টাইপ প্রশ্নের জন্য খুঁটিয়ে পড়াটা খুবই জরুরি। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি আমি সহায়িকা বইও পড়েছি। আমি মনে করি পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে কোনও একটি সহায়িকা বই পড়লে প্রশ্নের উত্তর লেখার ধরনটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি বই থেকেও প্রশ্নের উত্তর লেখা অভ্যাস করতাম।

আমার ইংরেজি পড়ার জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় ছিল না। স্কুল আর টিউশনের মাঝে সময় করে পড়তে বসতাম। পাঠ্যবইয়ের গল্প এবং কবিতাগুলি ভালো করে পড়েছি। পাশাপাশি ইংরেজি গ্রামার ও রাইটিং-এর বিষয়গুলি অভ্যাস করতাম। বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলিও দেখে নিয়েছিলাম। পরীক্ষার আগে নিয়মিত টেস্ট পেপারগুলি অনুশীলন করলে ইংরেজি গ্রামার অনেকটাই তোমাদের আয়ত্তে আসবে। এমসিকিউ টাইপ উত্তর করার জন্য পাঠ্যবইয়ের যে অংশটি বা লাইনটি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে বলে মনে হবে সেটি মার্ক করে রাখা বা আলাদা করে একটি খাতায় লিখে রাখলে ভালো হয়। ইংরেজি কোনও শব্দের সমার্থক শব্দ বা বাংলা মানে মনে রাখার জন্য শব্দগুলো আলাদা করে নোট করে রাখতে পারো। প্রত্যেকটি লাইন খুঁটিয়ে পড়তে হবে এবং যেই উদ্ধৃতি বা লাইনগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হবে সেগুলো বইতে আন্ডারলাইন করে রাখতে পারো। সময় পেলে কবিতা, গল্পগুলোর একটা সামারাইজেশন লিখে রাখতে পারো এবং গল্পের গুরুত্বপূর্ণ প্যারাগুলো মার্ক করে রাখতে পারো, এতে দেখবে পড়তে সুবিধা হবে।

পরীক্ষার সময় যেগুলি নিশ্চিত পারবে বলে মনে করবে সেগুলো যতটা সম্ভব কম সময়ের মধ্যে আগে করে নেবে। বাকি সময়টুকু অন্য প্রশ্নের উত্তরগুলি করার জন্য আর চেক করার জন্য রাখবে।

পরিশেষে বলি, যখন যে পাঠ্য বিষয়টি পড়বে সেটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভালো করে বুঝে নিয়ে এবং বিষয়টি নিয়মিত লিখে অভ্যাস করলে ইংরেজি বিষয়ে তোমাদের দক্ষতা বাড়বে আর ইংরেজিতে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে। সকল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ভাইবোনেদের জন্য আমার শুভকামনা রইল।

নয়া প্রজন্মের হেলদি খাবার

তরুণ প্রজন্মের অভ্যাস বদলাচ্ছে। ফাস্ট ফুডের বদলে তাদের কাছে এখন অগ্রাধিকার পাচ্ছে হেলদি খাবার। ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলিতে এখন স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতাদের সংখ্যা বাড়ছে। গ্রাহকদের ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই এখন ডায়েট ফুড বা হেলদি ড্রিঙ্কস চাইছেন, আলোকপাত করলেন পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : নতুন প্রজন্মের অনেকেই এখন ফাস্ট ফুড বা তেল-মশলার খাবার পছন্দ করছেন না। সেই জায়গায় তাঁদের পছন্দ ডায়েট ফ্রেন্ডলি নানা পদ। তাই এখন স্যালাড, সুপ, গ্রিলড চিকেন থেকে শুরু করে স্মুদি, প্রোটিন শেক সবই মিলছে ক্যাফে, রেস্তোরাঁগুলিতে। ক্যাফে, রেস্তোরাঁ মালিকদের দাবি, স্বাস্থ্য সচেতন ক্রেতাদের সংখ্যা বাড়ছে। ক্যাফের মালিক প্রেম ছেত্রী বলেন, 'গ্রাহকদের মধ্যে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশই এখন ডায়েট ফুড বা হেলদি ড্রিঙ্কস চাইছেন। তাই আলাদা সেকশন রাখতে হচ্ছে। মকটেল নয় সঙ্গে হেলদি পাস্তা, গ্রিলড চিকেন, পনির সবই রাখছি। অনলাইনেও এই ধরনের খাবারের অর্ডার বেড়েছে।'

ফিটনেসপ্রেমীদের জন্য মেনুতে নতুন খাবার সংযোজন করছেন অনেকেই। পঁচিশ বছর বয়সি সায়ক সরকার গত তিন বছর ধরে নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। তবে সমস্যা একটাই, কোথাও ঘুরতে গেলে বাড়ির বানানো খাবার প্যাক করে নিয়ে যেতে হয় না হলে যে কোনও পার্টিতে জল খেয়েই কাটাতে হয়। তবে ক্যাফের মেনুতে বদল আসায় সায়ক বলেন, 'আগে তো বাইরে গিয়ে তেমন কিছু খাবারের অপশন থাকত না। তবে এখন স্যালাডে অনেক ভ্যারাইটি এসেছে তেমনি চিকেন, পনির দিয়ে অনেক খাবারের অপশন আছে।'

শহর থেকে একটু দূরে মেডিকেলের দিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিল স্নিগ্ধা সাহা। মেনু কার্ডটা হাতে নিয়েই দেখল, তাতে লেখা 'জিম ফুড'। দেখেই তাঁর মুখে চওড়া হাসি। স্নিগ্ধার কথায়, 'আমি তো ভেবেছিলাম আজকে চিট ডে হিসেবে কাটাতে হবে। তবে এখানে নানান ধরনের হেলদি খাবার দেখে মনটা খুশি হয়ে গেল। গ্রিলড চিকেন উইথ সটেড ভেজিস অর্ডার করেছি।' মাটিগাড়ার এক মলে বসে থাকা তরুণী স্নেহা হাসতে হাসতে বললেন, 'আগে বাইরে এলেই পিৎজা খেতাম। কিন্তু এখন ফিটনেস ক্লাস করি। তাই ক্যালরি মেপেই অর্ডার করি। আজকে রাশিয়ান স্যালাড আর চিকেন স্টেক নিয়েছি।'

শালবাড়ি সংলগ্ন এক ক্যাফেতে ঢুকতেই নজরে পড়ল অন্য ছবি। কারও হাতে ফলের রস, কেউ আবার চুমুক দিচ্ছে গ্রিনটিতে। চারপাশে নেই অতটা তেল মশলার গন্ধ বরং পরিবেশটা যেন অনেকটা হেলদি লাইফস্টাইলের প্রতিচ্ছবি। ক্যাফের মালিক সৌরভ শর্মা বলেন, 'আগে দিনে ৫০টা বার্গার বিক্রি হলে এখন সমান সংখ্যক স্যালাড বিক্রি হয়। ফাস্ট ফুডের পাশাপাশি ডায়েট ফুড চায় গ্রাহকরা। তাই মেনুতে আলাদা জায়গা করে দিয়েছি।' সব মিলিয়ে বলাই যায়, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে অভ্যাস বদলাচ্ছে। ফাস্ট ফুডের বদলে জায়গা করে নিচ্ছে হেলদি খাবার।

বদল কোথায়

- ক্যাফেতে মিলছে স্যালাড, সুপ, গ্রিলড চিকেন থেকে শুরু করে স্মুদি, প্রোটিন শেক
- রেস্তোরাঁগুলিতে এখন ডায়েট ফুড বা হেলদি ড্রিঙ্কসের জন্য আলাদা সেকশন
- আগে দিনে ৫০টা বার্গার বিক্রি হলে এখন সমান সংখ্যক স্যালাডও বিক্রি হচ্ছে
- ফিটনেসপ্রেমীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনলাইনেও হেলদি খাবারের অর্ডার বাড়ছে

ফিটনেস পুজো স্পেশাল

বর্তমান ব্যস্ত জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রা ও খাওয়াদাওয়ায়। আর তাতেই জমছে মেদ, বাড়ছে ভুঁড়ি। দামি পোশাকেও বেঢপ দেখাচ্ছে। মহিলাদের মেজাজ স্বভাবতই বিগড়ে যাচ্ছে। তাই সারা বছরের তুলনায় পুজোর আগে ভিড় জমছে শিলিগুড়ির জিমগুলিতে। যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা প্রচুর, আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

পুজোর আগে জিমে ব্যস্ত তরুণীরা। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : লাজে লাজেশ্বরী চোখে চশমা পরি... উঁহু, এখন আর লাজেশ্বরীরা স্টাইলের জন্য শুধু চশমা আর লেডিজ ঘড়িতেই আটকে থাকছেন না। শুধু শ্বশুরবাড়ি গিয়েই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছেন না। কাজের জায়গার পাশাপাশি তাঁদের ভিড় জমছে দোকান-বাজার, শপিং মল থেকে শুরু করে জিম সর্বত্রই। তাও যদি আবার হয় পুজোর আগে। ঢাকের বোলের আর হাতেগোনা ক'টা দিন। বাজারজুড়ে মহিলাদের পুজো স্পেশাল নানা জামাকাপড়ের সম্ভার। অনলাইন শপিংও শুরু হয়ে গিয়েছে একচোট। বডিকন থেকে ওভারসাইজড সবই এখন ফ্যাশনে ইন। তাঁত, জামদানি ছাড়িয়ে শাড়িতেও জিমিচু, রাফল, রেডি টু ওয়্যার সহ নানা ভ্যারাইটি। লেটেস্ট হোক বা সাবেকি, যে কোনও সাজেই নজর কাড়তে অবশ্যই নিজেকে দেখাতে হবে ফিট।

সারা বছরের তুলনায় পুজোর প্রায় ২ মাস আগে থেকে বেশি ভিড় জমছে শিলিগুড়ির জিমগুলিতে। যার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা প্রচুর।

জিম ট্রেনাররা বলছেন, সময়ের সঙ্গে কাজের ধরনেও এসেছে ঢের ফারাক। একসময় ঘরের সব কাজই করতেন মহিলারা। যাতে শরীরচর্চার কাজ অনেকটা হয়ে যেত। বর্তমান ব্যস্ত জীবনে একা হাতে সবটা করে ওঠা যায় না। আমূল পরিবর্তন এসেছে জীবনযাত্রা ও খাওয়াদাওয়ায়। আর তাতেই জমছে মেদ, বাড়ছে ভুঁড়ি। দামি পোশাকেও বেঢপ দেখাচ্ছে। লুকস পিকচার পারফেক্ট না হলে মহিলাদের মেজাজ স্বভাবতই বিগড়ে যাচ্ছে। তাই কলেজ ছাত্রী হোক বা কর্মরত মহিলা, পুজোয় নিজেকে পুজোর আগে শপিংয়ের পাশাপাশি সকলের ঠিকানা পাড়ার জিমগুলি।

কলেজ পড়ুয়া তিথি দাস মাসখানেক আগে জিমে ভর্তি হয়েছেন। এর আগে কেন জিমে ভর্তি হওয়া হয়নি জিজ্ঞেস করতেই একগাল হেসে বললেন, 'আগের বছর পুজোর আগেও ভর্তি হয়েছিলাম। দেড় মাস পর পুজো এলে সেই সময় জিম বন্ধ থাকায় আসা হয়নি তবে তারপর গোটা বছরে আর সময় হয়নি। এবার ইচ্ছে আছে পুজোর পরেও জিমটা নিয়মিত করার। দেখা যাক কী হয়।'

রথখোলা এলাকাবাসী মৌসুমি দাস এলাকারই একটি জিমে দিন দশেক আগে ভর্তি হয়েছেন। বাড়ির অনেক সদস্যই প্রতিদিন সকালে জিমের দিকে রওনা দিলেও বাড়ির কাজের চাপে সময় বের করে সবসময় জিমে যাওয়া হয়ে ওঠে না তাঁর। পুজোর আগে বাকিদের দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনিও সেই পথে পা বাড়িয়েছেন।

মিলনপল্লির শ্রেয়া সরকারের তো স্পষ্ট বক্তব্য, 'পুজোয় প্রচুর প্ল্যান রয়েছে। শপিং করেছি। ওজন একটু কমাতেই হবে। পুজোয় তো প্রচুর খাওয়াদাওয়াও হবে তাই ওজন আগেই একটু ঝরিয়ে ফেলতে হবে। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম জিমে যাব তবে যাওয়া হচ্ছিল না। তবে এক মাস আগেই সেই অসাধ্যসাধন করে ফেলেছি। এখন রোজ যাচ্ছি জিমে।'

শহরের পুষ্টিবিদদেরও একই বক্তব্য, 'মেয়েদের পুজোর আগে শরীরচর্চা বাড়ে যা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু পুজোর পরে তাতে ছেদ পড়া ঠিক না। এখন মহিলাদের হরমোন থেকে হাঁটু সব জায়গাতেই সমস্যা। তাই জিম যাওয়াটা আজকের দিনে বিলাসিতা নয়। তাঁদের বুঝতে হবে সারা বছর শরীরচর্চা করলে বা পুষ্টিকর খাবার খেলে শরীর-মন সবসময় থাকবে ঝরঝরে। মন ভালো থাকলে তার প্রভাব পড়বে রূপেও। পুজোর আগে এমনিই ওয়ার্ক আউট গ্লোতে ঝকঝক করবেন তরুণীরা।'

জলপাই মোড়ে পোলে আশঙ্কা

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : দশ মাস ধরে জলপাই মোড় সংলগ্ন সিসিটিভি লাগানো পোল বিপজ্জনক অবস্থায় হেলে রয়েছে। প্রশাসনের তরফে সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। পরিস্থিতি এমনই, যে কোনও সময়ে পোলটি ভেঙে বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারে। মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কুয়াজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলছেন, 'আমি গোটা বিষয়টা দেখছি।'

গাড়ির ধাক্কায় ওই পোলটি প্রায় দশ মাস আগে হেলে গিয়েছিল। পোলটি হেলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থাকা সিসিটিভিও অকেজো হয়ে যায়। ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর থাকাকালীন পোলটি সংস্কারের ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর বদলি হয়ে গেলেও পরিস্থিতি যে-কে-সেই পর্যায়েই রয়ে গিয়েছে। কেন এই বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ মানুষ। এদিন শহরের বাসিন্দা বিপ্লব দাস ক্ষোভের সুরে বলেন, 'এমনিতেই ঝড়-বৃষ্টির মাস রয়েছে। যে কোনও সময় পোলটি পড়ে যেতে পারে। এতে করে বিপদ আরও বাড়তে পারে।' একই মত প্রকাশ করেছেন শহরের আরেক বাসিন্দা নয়ন পাল। তিনি বলেন, 'আমরা চাই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা পোলটির সংস্কার করা হোক।'

আশ্বাস মিললেও কাজ হয়নি

নজরকাড়তে মণ্ডপে ডোকরা শিল্পের সাজ

এল এল পুজো এল

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৩ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজো মানে এখন নতুন নতুন ভাবনায় মণ্ডপ তৈরির লড়াই। সেই লড়াই থেকে বাদ পড়েনি বাগডোগরার হাটখোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজো। দর্শকদের নতুন ধরনের কিছু উপহার দিতে এবছর তারা নিজেদের মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলবেন ডোকরা শিল্প। এবছর তাদের পুজো ৭৪ বছরে পড়বে।

ডোকরা শিল্প প্রায় চার হাজার বছরের প্রাচীন। এই শিল্পে মূলত পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ ব্যবহার করা হয়। এখানেও আপাতদৃষ্টিতে মণ্ডপটি দেখলে মনে হবে সেটি পিতল, তামা এবং ব্রোঞ্জের তৈরি। কিন্তু আসলে মণ্ডপটি তৈরি হচ্ছে ফাইবার দিয়ে। পূর্ব বর্ধমান থেকে আসা শিল্পীরা দিনরাত এক করে মণ্ডপটি তৈরি করছেন। পূর্ব বর্ধমানের ডোকরা শিল্পী মন্টু সিংহ বলেন, 'বেশ কিছুদিন ধরে মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করেছি। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পের আজও যথেষ্ট কদর রয়েছে। আমরা নিপুণভাবে মণ্ডপে এই শিল্পকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।' শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে তৈরি এই মণ্ডপ এবছর দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে বলে আশা করছেন উদ্যোক্তারা। তাঁরা জানান, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ছাড়াও চিন, মালয়েশিয়া এবং জাপানে এই শিল্পকর্মের যথেষ্ট কদর রয়েছে।

বাগডোগরা এলাকার পুরোনো পুজোর মধ্যে এই পুজোটি অন্যতম। পুজো কমিটির সভাপতি সিন্টু সিনহা বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরে আমরা থিম পুজো করছি। ফলে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় বেড়েছে। এবছর আমাদের মণ্ডপটি ৬৮ ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট চওড়া হবে।' পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা সুবীর দাস জানান, এর আগে তাঁদের মণ্ডপে মাটির রূপকথা, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জারোয়াদের জীবন, পরিবেশ রক্ষায় প্লাস্টিক বর্জন ইত্যাদি একাধিক থিম ফুটে উঠেছে। সবগুলি দর্শনার্থীদের মন জয় করেছিল। এবছর পঞ্চমীতে পুজোর উদ্বোধন হবে। সেদিন উপস্থিত থাকবেন আন্তর্জাতিক অ্যাথলেট সোমা দত্ত।

এছাড়া পঞ্চমী থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে। স্থানীয় এবং আমন্ত্রিত শিল্পীরা সেখানে অংশগ্রহণ করবেন। স্থানীয় একটি সাংস্কৃতিক এবং সমাজকল্যাণ সংস্থার শিল্পীরা ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মহিষাসুরমর্দিনী গীতি আলেখ্য পরিবেশন করবেন। এর পাশাপাশি দশমীর দিন আদিবাসী এবং নেপালি নৃত্য পরিবেশিত হবে।

এবারের চমক

- মণ্ডপে ফুটে উঠবে চার হাজার বছরের পুরোনো ডোকরা শিল্প
- দেখলে মনে হবে মণ্ডপটি পিতল, তামা, ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি
- ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মহিষাসুরমর্দিনী গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হবে
- দশমীর দিন আদিবাসী এবং নেপালি নৃত্য পরিবেশিত হবে

শৌচালয়ের বেসিন ভেঙে জলের কল চুরি

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজপাড়ার এবিটিএ জেলা দপ্তরে বুধবার শৌচালয়ের বেসিন ভেঙে জলের কল চুরি হয়। এক তরুণকে চুরি করে পালাতে দেখে, পাশের ফ্ল্যাটের নিরাপত্তারক্ষী সদস্যদের খবর দেন।

খবর পেয়ে তড়িঘড়ি দপ্তরে আসেন এবিটিএ-র জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু। তিনি বলেন, 'পাশের ফ্ল্যাটের গার্ড এক তরুণকে চুরি করে পালাতে দেখেছিলেন। শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। প্রায়শই এখানে চুরির ঘটনা ঘটেছে। আগেও পুলিশকে এব্যাপারে জানানো হয়েছিল। খোদ মেয়রের ওয়ার্ডের নিরাপত্তা ব্যবস্থার এই হাল আশঙ্কাজনক।'

কানকাটা মোড়ে টোটো চুরিতে ধৃত

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : গত ২১ অগাস্ট নরেশ মোড় এলাকা থেকে টোটো চুরি কাণ্ডে আরেক অভিযুক্ত আশু দত্তকে মঙ্গলবার কানকাটা মোড় সংলগ্ন এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে আশিঘর থানার পুলিশ। বুধবার তাঁকে এবং আগে ধৃত ইন্দ্র দাসকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিকে, মঙ্গলবার ধৃত আশুকে জেরা করে পাচার হয়ে যাওয়ার আগে চুরি হওয়া টোটোর যন্ত্রাংশ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা যায়, কানকাটা মোড়ের কাছেই জগন্নাথ নামে জনৈক ব্যক্তির টোটোতে করে যন্ত্রাংশ পাচারের ছক ছিল তাঁদের। এই টোটোটিকে পুলিশ আটক করলেও মালিক জগন্নাথ ফেরার। তাঁর খোঁজ করছেন আশিঘর থানার পুলিশ।

গত ২১ অগাস্ট আশিঘরের নরেশ মোড় এলাকা থেকে চুরি যায় একটি টোটো। বেশ কিছুদিন খোঁজাখুঁজির পর টোটো না পেয়ে, আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেন টোটোর মালিক। তদন্তে নেমে ৩১ অগাস্ট ঘোগোমালি বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে ইন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আগেই তাঁকে আদালতে পেশ করে রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর আশুকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দুজনকে জেরা করে কানকাটা মোড় এলাকারই এক পরিত্যক্ত জায়গা থেকে চুরি যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করা হয়।

জেল হেপাজত

- বুধবার ধৃত দুজনকে মহকুমা আদালতে তোলা হয়
- বিচারক তাঁদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন

টয়লেট খুঁজতে টোটোয় চেপে জলপাইমোড়

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার ঘড়ির কাঁটায় দুপুর দেড়টা। বর্ধমান রোডে কোচবিহার থেকে আসা একটি সরকারি বাস থেকে নামলেন সীমা বর্মন। চোখেমুখে চার-পাঁচ ঘণ্টা জার্নির ধকল স্পষ্ট। বাস থেকে নেমেই এক মহিলা পথচারীকে প্রশ্ন করলেন, 'দিদি কোনও শৌচাগার আছে আশপাশে?' সেই পথচারী অসহায় হয়ে বললেন, 'আশপাশে আছে কি না জানি না দিদি, তবে আপনি জলপাই মোড়ে নামলে একটা শৌচাগার পেতে পারতেন।' অতঃপর সীমা রাস্তার ওপারে গিয়ে ফের উলটো দিকের একটি টোটো ধরলেন জলপাই মোড় যাওয়ার জন্য।

শিলিগুড়ি শহরের যে কোনও রাস্তায় টানা কয়েক কিলোমিটার হাঁটলে আপনি কোনও শৌচাগার খুঁজে পাবেন কি না, এটা নির্ভর করছে পূর্বে কখনও আপনার চাঁদের পাহাড়টাহাড় খুঁজে পাওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে কি না সেটার ওপর। তবে মাঝে মাঝে শংকরের হিরের খনি খুঁজে পাওয়ার মতো একটা দুটো শৌচাগার আপনি নিশ্চই খুঁজে পাবেন, তবে পাঁচ টাকা বা দশ টাকার বিনিময়ে আপনি বাধ্য হয়ে যেখানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন সে জায়গাটা যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল কি না সে ব্যাপারে আপনি হয়তো বাড়ি ফিরেও ভাবতে থাকবেন। সরকারি হোক বা বেসরকারি, চিত্রটা সব জায়গায় প্রায় এক।

শহরে শৌচাগারের উপস্থিতি এবং তার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত সমস্যা বহুদিনের। শিলিগুড়িতে প্রতিদিন অনেক মানুষ আসেন বিভিন্ন প্রয়োজনে। শহরের রিকশাওয়ালা, টোটোওয়ালা, পরিচারিকা, অনলাইনে বাণিজ্য সামগ্রী পরিবহণকারী ডেলিভারিম্যানরা নিজেদের পেশার জন্য দিনের অধিকাংশ সময় কাটান শহরের রাস্তাতে। শৌচাগারের পরিকাঠামো না থাকায় সবথেকে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাঁরাই। পিন্টু সাহা নামে এক ফুড ডেলিভারি কর্মীর কথায়, 'রেস্টুরেন্টগুলোতে গেলে ভেতরে পর্যন্ত ঢুকতে দেয় না। সেখানে তাঁদের কাছে ওয়াশরুম ব্যবহার করতে চাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। অথচ শৌচাগারগুলো ব্যবহার করলে দিনে পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা এমনিই খরচ হয়ে যায়। দিনে যেটুকু টাকা উপার্জন করি তার থেকে এই খরচাটা করতে গায়ে লাগে।' মিলনপল্লির বিভিন্ন বাড়িতে গৃহ পরিচারিকার কাজ করা শম্পা রায় জানান, তিনি যে বাড়িগুলিতে কাজ করেন সেখানে তাঁকে শৌচালয় ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না।

তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে সরকারি শৌচাগার।

শিলিগুড়ি কলেজ এবং কলেজপাড়া সর্বজনীন ক্লাবের মাঝের গলিতে দাঁড়িয়ে এদিন নর্দমায় মূত্রত্যাগ করছিলেন এক ব্যক্তি। প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, 'আশপাশে কোথাও শৌচাগার খুঁজে পাইনি। তাই এখানেই...'

শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক শঙ্খ সেন বলছেন, 'অপরিচ্ছন্ন জায়গায় শৌচকর্ম করলে একদিকে যেমন ইনফেকশন বা অন্য রোগের দেখা দিতে পারে। উলটোদিকে পরিবেশে বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করার ফলে বিভিন্ন কমিউনাল ডিজিজ ছড়ানোর সম্ভাবনাও থাকছে। অনেকক্ষণ শৌচকর্মের চাপ ধরে রাখাও শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।' তাঁর সংযোজন, মহিলারা ঘরের বাইরে শৌচকর্মের অসুবিধার কথা চিন্তা করে জল কম খান, এটাও পরবর্তীতে শরীরে নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

যেখানে শহরের সাধারণ শৌচালয় পরিকাঠামোরই এই অবস্থা সেখানে প্রতিবন্ধী এবং ট্রান্সজেন্ডার মানুষের জন্য শৌচালয় পরিষেবার দৃশ্যটা আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন।

জামিন সকন্যা পরেশের

নিয়োগ দুর্নীতির চার্জশিটে অভিযুক্ত, আদালতে আত্মসমর্পণ

রিমি শীল

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : আপাতত জেলযাত্রার সম্ভাবনা থেকে রেহাই উত্তরবঙ্গের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতার। সম্প্রতি স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ঘোষিত দাগি তালিকায় অঙ্কিতার নাম আছে। এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বাবা-মেয়ে, দুজনই অভিযুক্ত। আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে বুধবার তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। সিবিআইয়ের আইনজীবী বিরোধিতা করলেও শেষপর্যন্ত আদালত দুজনের জামিনের আবেদনই মঞ্জুর করেছে।

পরেশ মেখলিগঞ্জের বিধায়ক। আগে তিনি ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকে। বাম আমলের খাদ্যমন্ত্রী তিনি। তৃণমূল জমানায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে মেয়েকে হাইস্কুলে শিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। যে মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের পেশ করা চার্জশিটে পরেশ ও অঙ্কিতা- দুজনেরই নাম ছিল। তাঁদের সমনও পাঠানো হয়েছিল। এরপরই বুধবার আদালতে আত্মসমর্পণ করেন তাঁরা।

বিচারক ৭ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে বাবা-মেয়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। একাদশ-দ্বাদশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষকতা করতেন বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা। ২০২২ সালের মে মাসে তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর চাকরি যায়। তাঁকে বেতনের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়।

একইদিনে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তাঁর ব্যক্তিগত

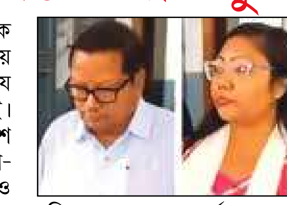

সচিব সুকান্ত আচার্য, সমরজিৎ আচার্য, পর্ণা বসু, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, প্রসন্ন রায় সহ অনেকের জামিনের আবেদন জমা পড়ে। এঁদের সকলের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলা আছে। সম্প্রতি গ্রুপ 'সি' কর্মী, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়েছে। তার ভিত্তিতে ৭৫ জনকে সমন পাঠানো হয়েছিল।

বুধবার তাঁদের একাংশ আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের মধ্যে নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছেন বিচারক। ৭ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। আগে গ্রুপ 'সি' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন তিনি। এই প্রথম তিনি নিম্ন আদালতে জামিন পেলেন। তবে আরও অনেক মামলায় অভিযুক্ত বলে এখনই তাঁর জেলমুক্তি হচ্ছে না।

পার্থর পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশনের উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন আহ্বায়ক শান্তিপ্রসাদ সিনহার স্ত্রী দেবশ্রী সিনহা, এসএসসি কর্তা সমরজিৎ আচার্য ও আধিকারিক পর্ণা বসু, প্রসন্ন রায়, অরুণ মাইতি, আবু তাহের, অলোক মাইতি, নীলাদ্রি দাস, শর্মিষ্ঠা মিত্র সহ আরও অনেকে জামিন পেয়েছেন। তবে কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোক সাহার জামিনের আবেদন খারিজ করেছে আদালত।

সিবিআইয়ের তরফে প্রত্যেকের জামিনের বিরোধিতা করা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার যুক্তি, প্রতিটি মামলার চরিত্র আলাদা। সমাজে এই দুর্নীতি বিস্তর প্রভাব ফেলেছে।

যা ঘটল

- জেলযাত্রার সম্ভাবনা থেকে রেহাই উত্তরবঙ্গের তৃণমূল বিধায়ক পরেশ অধিকারী ও তাঁর মেয়ে অঙ্কিতার
- এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বাবা-মেয়ে, দুজনই অভিযুক্ত
- আদালতে বুধবার তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন

ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি ও সৈনিক স্কুল দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ ন্যাশনাল ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি ও দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে একটি সৈনিক স্কুল করার দাবি নিয়ে আগেই দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করে তাঁর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক ও শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

বুধবার মন্ত্রকের তরফে শংকর ঘোষের কাছে চিঠি পাঠিয়ে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা চালানোর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শংকর ঘোষ জানান, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসবে।' শংকর ঘোষ বলেন, 'উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, বিশেষত পাহাড়ি ও সীমান্তবর্তী এলাকায়, আদিবাসী ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের শিক্ষার সুযোগ সীমিত। একটি ট্রাইবাল বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠলে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে এবং গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।'

আয়কর হানার ষষ্ঠ দিন

কিশনগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের দফতরি গ্রুপ অফ কোম্পানির মল, আবাসিক হোটেল, গাড়ির শোরুম বুধবার খুলেছে। অবশ্য কিছু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তালা এখনও খোলেনি। এদিন আয়কর দপ্তরের হানা ষষ্ঠ দিনে পড়ল। কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রুপের কাজকর্ম স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে। সূত্রের খবর, আয়কর দপ্তরের বেশ কয়েকজন আধিকারিক বেরিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এখনও ভগতটোলি ও নেমচাঁদ রোডে সংস্থার প্রধান দপ্তরে আয়কর হানা চলছে। আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা নথিপত্র খতিয়ে দেখছেন।

এদিকে গ্রুপের চেয়ারম্যান রাজকরণ দফতরি লাগাতার আয়কর দপ্তরের জেরার মুখে মঙ্গলবার ভোররাতে বুকে ব্যথাজনিত কারণে অচেতন ও মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই মুহূর্তে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার রাত এগারোটা নাগাদ আয়কর বিভাগের ভাগলপুর জোনের অতিরিক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর সুনীতা কুমারী জানান, এ পর্যন্ত সংস্থার ১০০ কোটি টাকার বেশি বেনামী সম্পত্তির হদিস পাওয়া গিয়েছে। অভিযান জারি থাকবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

রক অ্যান্ড রোল ড্রোন

ইউক্রেনের এক প্রত্যন্ত গ্রামে এক অদ্ভুত ড্রোনকে নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। এই ড্রোনটি নাকি রাতের অন্ধকারে নিয়মিতভাবে আকাশে চক্কর দেয় এবং উচ্চগ্রামে গান বাজায়। এর মালিকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ কিছুই জানেন না। গ্রামের মানুষজন এটাকে নিয়ে নানারকম রসিকতা করেন। কেউ বলেন, এটা কোনও রোম্যান্টিক পাগলের কাজ। আবার কেউ মনে করেন, এটা হয়তো কোনও সামরিক বাহিনীর গোপন পরীক্ষা। এই ঘটনাটি এতটাই অদ্ভুত যে, সামাজিক মাধ্যমে এটি 'দ্য রক অ্যান্ড রোল ড্রোন' নামে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

'পোকেমন' ডাইনো

জাপানের একদল প্রত্নতত্ত্ববিদ সম্প্রতি এক বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা এমন একটি ডাইনোসরের ফসিল খুঁজে পেয়েছেন, যার মুখের গঠন জনপ্রিয় কার্টুন চরিত্র পোকেমন 'পিকাচু'-র মতো দেখতে। প্রায় ৬৫ মিলিয়ন বছরের পুরোনো এই ফসিল নিয়ে বিজ্ঞানীরা রীতিমতো অবাক। এটি এমন এক নতুন প্রজাতি, যা এর আগে কখনও দেখা যায়নি। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই আবিষ্কার ডাইনোসর সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে পুরোপুরি বদলে দিতে পারে। পোকেমনের মতো দেখতে এই ডাইনোসরটি নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোচনা চলছে। অনেকেই মজা করে এর নাম দিয়েছেন 'পিকাচুসর'।

অচিন সভ্যতার খোঁজে

একবার ভাবুন তো, ব্রাজিলের এক সাধারণ জেলে মাছ ধরতে গিয়ে এমন কিছু পেলেন, যা দেখে বিজ্ঞানীরাও মাথা চুলকাচ্ছেন! হ্যাঁ, ঠিক এমনটাই ঘটেছে। মাছের বদলে এক প্রাচীন ধাতব পাত্র পেলেন তিনি। সেই পাত্রের ভেতর ছিল এমন কিছু যন্ত্র, যা এই পৃথিবীর কোনও পরিচিত প্রযুক্তির সঙ্গে মেলে না। এটা কি হাজার হাজার বছর আগের কোনও সভ্যতার অংশ? নাকি কোনও হারিয়ে যাওয়া জাদুবিদ্যা? বিজ্ঞানীরা এই রহস্যের কিনারা করতে পারছেন না। যেন প্রাচীন পৃথিবী নতুন কোনও গল্প শোনানোর জন্য আমাদের সামনে এই জিনিসগুলো রেখেছে!

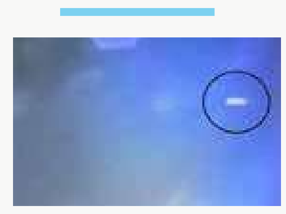

মার্কিন আকাশে ইউএফও

আমেরিকার আকাশে সম্প্রতি দেখা গিয়েছে এক অদ্ভুত বস্তু। এর গতিবিধি এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে, কোনও বিমান বা ড্রোন এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। কোনও শব্দ ছাড়াই এটি উড়ে যাচ্ছিল। দেখতে মসৃণ আর কালো। অনেকেই এটাকে ইউএফও বা ভিনগ্রহের যান বলে মনে করছেন। যদিও সরকার বা সামরিক বাহিনী মুখে কুলুপ এঁটেছে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওগুলো রীতিমতো ঝড় তুলেছে। এটা কি আসলেই ভিনগ্রহীদের কোনও যান, নাকি নতুন কোনও গোপন প্রযুক্তির পরীক্ষা? রহস্যটা এখনও কাটেনি!

ভস্মীভূত

কিশনগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : নেপাল সীমান্তের বেগনা গ্রাম পঞ্চায়েতের খারীটোলা গ্রামে বুধবার ভোরে হঠাৎ আগুন লাগে। গ্রামের পাঁচটি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে। তিনটি পরিবারের প্রায় সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা নুর আলম বলেন, 'আগুনে আমার ঘর, জ্বালানি রাখার ঘর, গোয়াল সব শেষ।' অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েই টেরাগছ থানার আইসি মহম্মদ ইজহার আলম ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলবাহিনীকে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন ও গ্রামবাসীদের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এখনও কোনও হতাহতের খবর জানা যায়নি।

বিড়ম্বনা

প্রথম পাতার পর

এতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েই আছে বিশেষ করে অসম, ত্রিপুরা ছাড়াও পশ্চিমবাংলায়।

তাছাড়া সম্প্রতি বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে ইতিমধ্যে ৬৫ লক্ষ ভোটার বাদ পড়ায় তাঁদের নাগরিকত্ব প্রশ্নের মুখে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা এখনও প্রকাশ না হলেও বাংলায় এরকম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে প্রচার করে চলেছে তৃণমূল। এখন ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে কেন্দ্রের নির্দেশ তৃণমূলের হাতে নতুন অস্ত্র তুলে দিয়েছে। কেননা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী, নাগরিক প্রমাণ না হলেই কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ভরে দেওয়া হতে পারে। ডিটেনশন ক্যাম্পের এই নির্দেশের প্রতিক্রিয়া কী হবে, তা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে বিজেপি শিবিরেও। যদিও ডিটেনশন ক্যাম্পে বেছে বেছে মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে ভরে দেওয়া যাবে বলে বিজেপি নেতারা বিশ্বাস করছেন না। বরং অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে সরকারি হিসেবেই আটকদের বড় অংশই হিন্দু ছিল বলে বেকায়দায় পড়েছিল বিজেপি। এরাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনীতে ১ কোটির বেশি লোক বাদ পড়বে বলে বিজেপি নেতারাই দাবি করেন। বাদের খাতায় হিন্দুদের একাংশও চলে গেলে বিজেপি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা করছে। সেক্ষেত্রে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিষয়টি বিজেপির দিকেই বুমেরাং হয়ে ঘুরে যেতে পারে বলে দলেই আলোচনা চলছে।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের গলায় যেন তাই সাফাইয়ের সুর। তিনি বলেন, 'ডিটেনশন ক্যাম্প আলাদা কিছু নয়। এতদিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশ যেভাবে জেলে রাখত, এক্ষেত্রেও তাই হবে। জেল আর ডিটেনশন ক্যাম্প আলাদা কিছু নয়।' কিন্তু দলেরই একাংশ মনে করছে, একদিকে ডিটেনশন ক্যাম্প, অন্যদিকে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কাকে নিয়ে যেভাবে প্রচার চলছে, তা তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে পারে।

যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, 'বাংলাদেশি হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের কাছে যা বার্তা দেওয়ার, তা চলে গিয়েছে। তৃণমূলের প্রচারে তাঁরা কেউ আতঙ্কিত হবেন না। কারণ, আইন অনুযায়ী ২০২৪-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন, তাঁদের বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও তাঁরা সুরক্ষিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যেতে পারবে না।'

মোরা চলি দল বেঁধে... বুধবার নদিয়ায় করম উৎসবে। -পিটিআই

খড়িবাড়িতে পদত্যাগ

প্রথম পাতার পর

বসে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'ইস্তফার খবর এখনও পাইনি। সমস্যা মিটিয়ে নেওয়া হবে। মণ্ডল সভাপতি যদি অনাস্থার জন্য রানিগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্যদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করে থাকেন, সেটা দলীয়ভাবে আলোচনা করা হবে।'

বিজেপির জেলা কমিটি এবং মণ্ডল কমিটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই দলের অন্দরে ব্যাপক ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছে। অভিযোগ, সক্রিয় কর্মীদের ছেঁটে সেই জায়গায় এমন কিছু লোককে বিভিন্ন পদে বসানো হয়েছে যাঁরা পার্টির কাজে সেভাবে যুক্তই থাকেন না। জেলা কমিটিতে এমন দুজন সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন যাঁদের দলীয় কোনও কর্মসূচিতে পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, সম্পাদক পদেও এমন লোককে নিযুক্ত করা হয়েছে যিনি এর আগে চোরাই গাড়ির ব্যবসায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযোগ, মণ্ডল সভাপতি পদে যাঁদের বসানো হয়েছে তাঁদের বেশিরভাগেরই দলে সক্রিয় ভূমিকা নেই। বর্তমান কমিটির যাঁরা মাথা তাঁদের ঘনিষ্ঠদেরই জায়গা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে দলের অন্দরে মারাত্মক ক্ষোভও তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলের একাধিক সক্রিয় কর্মী ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছেন।

খড়িবাড়িতে রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল সভাপতির সঙ্গে পুরোনো নেতাদের বিরোধ চরমে উঠেছে। সেই অসন্তোষের জেরে গত ২৯ অগাস্ট থেকে বুধবার পর্যন্ত ১১ জন পদাধিকারী ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেছেন। সকলের পদত্যাগপত্রের ধাঁচ একই থাকায় কর্মীদের ধারণা তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই গণ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ওই মণ্ডলের সদস্য সংখ্যা ৬১। তাঁদের মধ্যে ১৬ জন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য রয়েছেন। দলের মণ্ডল সাধারণ সম্পাদক তাপস মাঝির অভিযোগ, 'নতুন সভাপতি একক সিদ্ধান্তে কাজ করছে। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে ওঁর তালমিল হচ্ছে না। সভাপতির সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কারও সঙ্গে পরামর্শ করছেন না। নতুন সভাপতি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে রূঢ়ভাষায় কথাবার্তা বলেন। জেলা সভাপতিকে জানিয়েও কাজ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে ইস্তফা দিয়েছি।' সহ সভাপতি নির্মল সরকারও একই অভিযোগ তুলেছেন। যুবমোর্চার অঞ্চল সভাপতি মৃন্ময় রায় বলেন, 'রানিগঞ্জ পানিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব আনার জন্য সভাপতি গোপনে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সদস্যদের সঙ্গে দুধিয়া পাহাড়ে বৈঠক করেছেন। এছাড়া সংগঠনের কর্মীরা আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় পড়লে কোনও সহযোগিতা করেন না নতুন সভাপতি। তাই ইস্তফার সিদ্ধান্ত।'

বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি ভোলানাথ সিদ্ধা বলেন, 'ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি মণ্ডল। এই মণ্ডলের ৫২টি বুথের মধ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনে ৫১টিতে এগিয়ে ছিল বিজেপি। খড়িবাড়ি ব্লকে বিজেপির দুর্গা মুর্মু লিড দিয়েছিলেন ২৭ হাজার ৭১১ ভোটে। এরমধ্যে রানিগঞ্জ-বিন্নাবাড়ি লিড দিয়েছিল প্রায় ১৭ হাজার ভোটে।

এদিকে, জেলা কমিটিতে হিন্দিভাষীদের জায়গা দেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে মঙ্গলবার জেলার গ্রুপে এক নেতা পোস্ট করেছেন। দিলীপ সিং নামে ওই নেতা আগে শিলিগুড়ির ২ নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু এবার তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আরও কিছু সক্রিয় নেতাকেও বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়টি নিয়েও জেলা কমিটিতে কথা উঠেছে।

বোনাস নিয়ে বিরোধকে পাত্তা দিতে নারাজ শ্রম দপ্তর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : চা-বাগানে এবার শুরুতেই বোনাস নিয়ে বিরোধের আঁচ লাগলেও তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ রাজ্য সরকার। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সরকারি 'অ্যাডভাইজারি' অনুযায়ী শ্রমিক কর্মচারীদের এবার ২০ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে চা বাগান মালিকদের। ইতিমধ্যেই কয়েকটি চা বাগান এই হারে বোনাস দিতেও শুরু করে। এই অবস্থায় কিছু চা বাগান মালিক বোনাসের হার নিয়ে আপত্তি তুলেছে। এই খবর শ্রম দপ্তরের কানেও এসে পৌঁছেছে। যদিও তাকে বিশেষ পাত্তা দিতে নারাজ রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। বুধবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে তাঁর মন্তব্য, 'এসব আপত্তি আবার ধোপে টেকে নাকি? শ্রমিক কর্মচারীদের বিধিবদ্ধ পাওনা বোনাস। তা তো মেটাতেই হবে মালিকদের। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব বাগান মালিককেই তা মেটাতে হবে। বিরোধের কোনও জায়গা নেই। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেখাই যাক না কী হয়। তারপর দরকার পড়লে ব্যবস্থা নেব।'

এবার পাহাড়, ডুয়ার্স ও তরাই-এর কিছু চা বাগান ২০ শতাংশে আপত্তি তুলে কিছুটা ছাড় চেয়েছে। চা বাগান শ্রমিক সংগঠনগুলি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটা দেখেই তারা নির্ধারিত হারে বোনাসের দাবি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এদিন চা বাগান শ্রমিক সংগঠনগুলির জয়েন্ট ফোরামের পক্ষে জিয়াউল আলম বলেন, 'কিছু বাগান মালিক ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে শুরু করলেও কিছু বাগান মালিক তা দেওয়া নিয়ে নানান আপত্তি ও প্রশ্ন তুলেছে। এ ব্যাপারে আমরাও নজর রাখছি। সরকারি 'অ্যাডভাইজারি' তো বলছে ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চা বাগানে বোনাস মিটিয়ে দিতে হবে। আমরা সব দিক নজরে রেখে ১০ সেপ্টেম্বরের পর নতুন পদক্ষেপ করব।'

শ্রমমন্ত্রী অবশ্য এসব প্রসঙ্গেই যাননি। তাঁর আশা, চা বাগানের বোনাস সংক্রান্ত সব বিরোধ শেষপর্যন্ত মিটে যাবে। মালিকপক্ষেরও স্বাক্ষর রয়েছে সরকারি 'অ্যাডভাইজারি-তে। সরকার সবটাই নজরে রেখেছে।

করমুক্ত স্বাস্থ্যবিমা

প্রথম পাতার পর

তবে বিলাসবহুল চার চাকার গাড়ি, ৩৫০সিসি বাইক, তামাকজাত পণ্য, মদ ও পানমশলার ওপর জিএসটির হার বেড়ে দাঁড়াল ৪০ শতাংশ। লটারির ওপরেও ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি দিতে হবে। উৎসবের মরশুম শুরুর আগে বড়সড়ো বদল আনা হল জিএসটি-র কর কাঠামোয়। এতদিন বিভিন্ন পণ্যের ওপর ৫, ১২, ১৮ এবং ২৮ শতাংশ হারে জিএসটি আদায় করত কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। এবার থেকে শুধুমাত্র ৫ ও ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি জমা করতে হবে নাগরিকদের।

বুধবার বেলা ১১টা থেকে দিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবনে জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠক বসে। গভীর রাতে বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সহ কাউন্সিলের সদস্য, বিভিন্ন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা। মিটিং শেষে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশে নতুন কর কাঠামো বলবৎ হতে চলেছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ও লঘু উদ্যোগ, মহিলা এবং তরুণ প্রজন্ম উপকৃত হবেন।'

উৎসবের মরশুম শুরুর আগে ২২ সেপ্টেম্বর নতুন কর কাঠামো বলবৎ হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের শীর্ষকর্তারা। বৈঠক শেষে সাংবাদিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'কেবল কর ছাড় নয়, এই আর্থিক সংস্কারের ফলে ব্যবসা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগে প্রক্রিয়াগত জটিলতা কমবে। আগে এমএসএমই এবং স্টার্টআপ সংস্থার নথিভুক্তির জন্য ন্যূনতম ৩০ দিন সময় লাগত। এখন মাত্র তিনদিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্ভব হবে।' নতুন এই কর কাঠামো নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহল এবং অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রের শাসক জোট এনডিএ-র পক্ষে জিএসটি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'কর কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সারা দেশে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা। এই ক্ষতিপূরণ কীভাবে হবে, সেই বিষয়ে কোনও দিশা নির্দেশ করা হয়নি। বিরোধী শাসিত রাজ্যের বকেয়া জিএসটি-র ভাগ নিয়েও কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।' পঞ্জাব, কেরল, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের অর্থমন্ত্রীরাও বকেয়া নিয়ে দিশাহীনতার অভিযোগে সরব হয়েছেন।

আপত্তি বাংলার

প্রথম পাতার পর

ওই ভিনদেশিদের অনুপ্রবেশকারী বলা হবে না। বৈধ নথিপত্র না থাকলেও ভারত সরকার তাঁদের তাড়িয়ে দেবে না।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনে কার্যত নাগরিকত্ব যাচাই এবং সাম্প্রতিক বাংলাদেশে অনেককে পুশব্যাকের আবহে যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, তার প্রভাব বিশেষ করে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি রাজ্যগুলিতে। নাগরিকত্বের এই নয়া নির্দেশ পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের আসন্ন বিধানসভা ভোটে ছায়া ফেলতে পারে। তার মধ্যে ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির নির্দেশ আতঙ্ককে আরও বাড়িয়েছে।

সেই আবহে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুধবার সরাসরি জানিয়ে দিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক যতই নির্দেশ দিক, এরাজ্যে একটি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করা হবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ সচিবকে চিঠি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়ে দিয়েছেন। পালটা একগুচ্ছ প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই চিঠিতে। বিশেষ করে কী কারণে এই ডিটেনশন ক্যাম্প, কোন কোন এলাকাকে এজন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, সেখানে কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বাঙালিদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো বিজেপির পুরোনো অ্যাজেন্ডা। মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিধানসভায় রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করবেন।' শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'আমরা শুরু থেকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধী। আমরা জানি, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের নামে নির্বাচন কমিশন যেটা করতে চাইছে, সেটা একপ্রকারের এনআরসি।'

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশের জন্য নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন পাশ করেছে। এই রাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। তাই কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিলে রাজ্যকে সেটা মানতেই হয়।' নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে বাংলায় নাগরিকত্ব আইন ও এনআরসি শুরু করার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

কোন কোন বিদেশি ভারতে ঢুকবেন, কীভাবে ঢুকবেন, ভারতে ঢোকার জন্য কী কী নথি প্রয়োজন, সেবিষয়ে কেন্দ্রের হাতে কী ক্ষমতা রয়েছে- সেসব সদ্য কার্যকর হওয়া ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট, ২০২৫-এ স্পষ্ট বলা আছে। সেই আইন অনুযায়ী পাসপোর্ট, ভিসা ছাড়া কেউই ভারতে ঢুকতে পারেন না। কিন্তু একই আইনের ৩৩ নম্বর ধারায় পরিস্থিতি বিচার করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আইনের বিভিন্ন ধারায় প্রয়োজনীয় রদবদল করার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে দেওয়া আছে।

সেই আইন বলেই ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে অমুসলিমরা এদেশে ঢুকেছেন তাঁদের শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে সেই আইনের মোকাবিলার প্রস্তুতি হিসাবে বুধবারই মুখ্যসচিব ও পদস্থ কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে ডিটেনশন ক্যাম্প নিয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করবেন বলে মনে করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব ও অন্যান্য দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। তারপর বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে মুখ্যমন্ত্রী যোগ দেবেন।

বিল শুনেই জানলা গলে

প্রথম পাতার পর

তবে সুবোধ কথা বলতে পারছিলেন। প্রথমে তাঁদের ধূপগুড়ির হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়ার পরে সেখান থেকেও রেফার করা হয়। এরপরই সুবোধ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে আমাদের নার্সিংহোমের কথা জানতে পারেন। এরপরই ওঁরা অ্যাম্বুল্যান্সে করে আমার নার্সিংহোমে চলে আসেন।'

ওই অ্যাম্বুল্যান্সচালক মিন্টু রায়ের বক্তব্য, 'ধূপগুড়ি হাসপাতাল থেকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার হওয়ার পরেই সুবোধ তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে শিলিগুড়ির ভালো কোনও নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে বলেন। আমি ওই দুজনকে চেকপোস্ট সংলগ্ন ওই নার্সিংহোমে নিয়ে যাই। অ্যাম্বুল্যান্সে করে নার্সিংহোমে পৌঁছে দিলেও এখনও কোনও ভাড়া পাইনি।'

অন্যদিকে, নার্সিংহোমে ভর্তির সময় কারও কোনও স্বাক্ষরও নেওয়া হয়নি। মিথিলেশের অবশ্য বক্তব্য, 'সুবোধ কথা বলতে পারলেও দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক ছিল। তাই আগে তাঁদের ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। অ্যাডমিশন ফর্ম স্বাক্ষরের ব্যাপারে ভাবিনি।' যদিও গোটা ঘটনায় অ্যাম্বুল্যান্সচালকের সঙ্গে ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কমিশন সংক্রান্ত কোনও বিষয় রয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুজনেরই মাথায় ও বুকে গুরুতর চোট থাকার কারণে তাঁদের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন সুবোধ ও মনোজ ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। এরপরই বিল নিয়ে শুরু হয় টালবাহানা। সুযোগ বুঝে পালিয়ে যান দুজন।

(তথ্য সহায়তায় সৌরভ দেব)

নিখোঁজ নাবালক

কিশনগঞ্জ, ৩ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ শহরের অদূরে চাকলার এএমইউ ক্যাম্পাসের কাছে, বুধবার দুপুরে মহানন্দা নদীতে স্নান করতে নেমে ডুবে যায় ৪ নাবালক। স্থানীয়দের তৎপরতায় তিনজনকে উদ্ধার করা হলেও, উমর আলম (১৭) নামে এক নাবালক তলিয়ে যায়। বুধবার রাত পর্যন্ত রুইধাসা খানকা মহল্লার বাসিন্দা ওই নাবালকের খোঁজ নেই। ঘটনার পর রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সন্ধের পর অভিযান বন্ধ রাখা হয়েছে।

উঠল বাই তো বিদেশ যাই

প্রথম পাতার পর

এই কথাই বলছেন ট্যুর অপারেটররাও। তাঁরা বলছেন, মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে বেড়াতে যাওয়ার ক্ষেত্রে তেমন বেশি খরচও হচ্ছে না। আলিপুরদুয়ারের ট্যুর অপারেটর দেবজ্যোতি সরকার থেকে শুরু করে চিরঞ্জিত মজুমদার, সকলেরই এক কথা। এখন মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যেও বিদেশ ঘুরতে যাওয়ার আগ্রহ অনেক বেড়েছে। চিরঞ্জিত বললেন, 'আলিপুরদুয়ার তো বটেই, আমাদের কাছে আশপাশের জেলা থেকেও অনেকেই এসেছেন বিদেশযাত্রার ইচ্ছা নিয়ে।'

পুজো আসার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তাই প্লেনের টিকিট, পাসপোর্ট, ভিসা সংক্রান্ত নানা কথা লোকজন জানতে ভিড় করেছেন ট্যুর অপারেটরদের কাছে। আর পর্যটন ব্যবসায়ীরাও বলছেন, এবছর যেন বিদেশ যাত্রার ঝোঁকটা অন্যান্যবারের তুলনায় বেশি। বিশেষ করে চাহিদা বেশি ইউরোপ ভ্রমণের। ইতালি, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি থেকে শুরু করে আরও অনেক দেশ থাকছে সেই প্যাকেজ ট্যুরে। কোনও ট্রিপ ১৭ দিনের। আবার কোনও ট্রিপ ৬ থেকে ৯ দিনের। পাসপোর্ট-ভিসার ব্যয় বাদ দিয়ে এমন ভ্রমণের খরচ লাখ তিনেকের মধ্যেই।

আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা রিম্পার যেমন দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল সুইৎজারল্যান্ড যাওয়ার। সেই স্বপ্নপূরণ হচ্ছে এবার পুজোয়। বললেন, 'ঘুরতে খুবই ভালোবাসি। দেশের অনেক জায়গায় ঘুরেছি। এবার বিদেশ পাড়ি।' জয়ন্ত বিশ্বাস যেমন ইতিমধ্যেই মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দুবাই ঘুরে ফেলেছেন। এবার গন্তব্য ইউরোপ। আবার জয়ন্ত সুযোগ পেলেও আলিপুরদুয়ারের গোপাল গোস্বামীর দুবাই ঘোরা হয়নি। এবার তাই সেখানকার ট্যুর প্ল্যান হয়ে গিয়েছে।

মধ্যবিত্ত বাঙালি না হয় ভ্রমণের নেশায় খরচের পরোয়া করছে না। তবে এধরনের বিদেশ ভ্রমণের প্রবণতা বাড়ায় আদৌ দেশের পর্যটনশিল্পের কি লাভ কিছু হচ্ছে?

উত্তরের পরিচিত পর্যটন ব্যবসায়ী, হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছিলেন, 'ইনবাউন্ড ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে রাজস্বের পুরো অংশে সংশ্লিষ্ট জায়গায় থেকে যায়। কিন্তু আউটবাউন্ড ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে তা ঘটে না।' তবে তিনি এটা মানছেন যে পর্যটনের স্বার্থে বিদেশ সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মধ্যে দিয়েই ক্রস বর্ডার ট্যুরিজমের প্রসার ঘটে।

শেষ চারে জকোভিজ-আলকারাজ

টেলরকে হারিয়ে সেমিতে নোভাক

নিউ ইয়র্ক, ৩ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন কার্লোস আলকারাজ-নোভাক জকোভিচ।

কোয়ার্টারে টেলর ফ্রিৎজকে হারিয়ে শেষ চারের ছাড়পত্র পেলেন নোভাক। যদিও লড়াইটা একেবারেই একতরফা হয়নি। দ্বিতীয় সেটে একাধিকবার ব্রেক পয়েন্ট বাঁচান জকোভিচ। তৃতীয় সেট জিতে তাঁর ওপর চাপ আরও বাড়ান টেলর। যদিও শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল জকোভিচের পক্ষে ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৬-৪। ম্যাচ শেষে ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক নোভাক বলেছেন, 'ম্যাচটা খুব টানটান হয়েছে। যে কেউ জিততে পারতাম। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেটে টেলরই বেশিরভাগ সময় ভালো খেলেছে। তবে ভাগ্য আমার প্রতি সহায় ছিল।'

এদিকে, এদিন জোকারের জয়ের পর ফ্ল্যাশিং মেডোর কোর্ট যেন মুহূর্তে বদলে গেল ডান্স ফ্লোরে। গানের তালে নাচলেন জকোভিচ। তবে তা নিছকই জয়ের উদযাপন নয়।

জানা গেল, ২ সেপ্টেম্বর তাঁর কন্যার জন্মদিন ছিল। নোভাক বলেছেন, 'মেয়ের জন্মদিনে একটা ছোট্ট উপহার দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এই নাচ ওই শিখিয়েছে আমাকে। বাড়িতে একসঙ্গে দুইজনে নাচের অনুশীলনও করেছি। এবার মেয়ে জানাবে আমার পারফরমেন্স কেমন হল।'

সেমির লড়াইয়ে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে জকোভিচের জন্য। এবারের যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে এপর্যন্ত কোনও সেট হারেননি আলকারাজ। সেমিফাইনালের আগে স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, 'দর্শকদের সঙ্গে আমিও মুহূর্তগুলো উপভোগ করতে চাই। সেরা টেনিসটা খেলতে চাই। এরপর যা হওয়ার এমনিই হবে।' শেষ চারের প্রতিপক্ষ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'নোভাকের বিরুদ্ধে খেলা সবসময়ই বড় চ্যালেঞ্জ। তবে এই ম্যাচগুলোই আমার স্বপ্ন, আমাকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে।'

এদিকে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শেষ আটের ম্যাচ না খেলেও সেমিফাইনালের ছাড়পত্র পেয়ে গেলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। কোয়ার্টারে তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন মার্কেতা ভন্ড্রুসোভা। তবে চোটের জন্য তিনি নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ওয়াক ওভার পান সাবালেঙ্কা।

সেমিফাইনালে ওঠার পর মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে নাচ নোভাক জকোভিচের। শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করে গর্জন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার।

'লাস্ট ডান্সের' আগে আবেগপ্রবণ মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ৩ সেপ্টেম্বর : 'দ্য লাস্ট ডান্স ইজ কামিং'।

লিওনেল মেসির ছবির সঙ্গে ওপরের লেখাটি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ফুটবল সংস্থা কনমেবল। শুক্রবার ভারতীয় সময় ভোরে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচই সম্ভবত দেশের হয়ে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মহাতারকা লিওনেল মেসির। কারণ, এরপর আপাতত ঘরের মাঠে আর কোনও ম্যাচ নেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের।

ভেনেজুয়েলা ম্যাচ খেলতে নামার আগে আবেগে ভাসছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। তিনি বলেছেন, 'ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ, এটা ঘরের মাঠে বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচ। জানি না, এরপর আর কোনও প্রীতি ম্যাচ হবে কি না। এই ম্যাচে আমার পরিবারের সকলে উপস্থিত থাকবেন।' ২০১১ সালে কলকাতায় ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছিল মেসির। সেই ভেনেজুয়েলাই ঘরের মাঠে আর্জেন্টাইন মহাতারকার শেষ প্রতিপক্ষ হতে চলেছে।

এদিকে, বাছাই পর্বের অন্য ম্যাচে ব্রাজিল খেলতে নামছে চিলির বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে জাতীয় দলে জায়গা হয়নি মহাতারকা নেইমারের। যদিও কোচ অ্যান্সেলোত্তি জানিয়েছিলেন, চোট থাকায় নেইমারকে দলে রাখা হয়নি। তবে কোচের সেই বক্তব্য খারিজ করে ব্রাজিলিয়ান মহাতারকা বলেছেন, 'আমি টেকনিকাল কারণে দলে জায়গা পায়নি। এটা সম্পূর্ণ কোচের সিদ্ধান্ত। কোচের প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি বাইরে থেকে দলকে সমর্থন করব।'

অন্যদিকে, ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচে নেদারল্যান্ডস মুখোমুখি হবে পোল্যান্ডের। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে স্পেন। এই ম্যাচে জাতীয় দলে ফিরছেন তারকা মিডিও রড্রি। এছাড়াও লিচেনস্টাইনের বিপক্ষে খেলবে বেলজিয়াম। জার্মানির প্রতিপক্ষ স্লোভাকিয়া।

বিশ্বকাপের কোয়ালিফায়ার

আর্জেন্টিনা বনাম ভেনেজুয়েলা

সময় : শুক্রবার ভোর ৫.৩০ মিনিট
স্থান : বুয়েনস আয়ার্স
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

> ভেনেজুয়েলা ম্যাচটা আমার কাছে খুব স্পেশাল। কারণ, এটা ঘরের মাঠে বাছাই পর্বের শেষ ম্যাচ। জানি না, এরপর আর কোনও প্রীতি ম্যাচ হবে কি না। এই ম্যাচে আমার পরিবারের সকলে উপস্থিত থাকবেন।
>
> **লিওনেল মেসি**

ঘরের মাঠে দেশের জার্সিতে 'শেষ' ম্যাচের প্রস্তুতিতে নিজেকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন লিওনেল মেসি।

শুভমানদের ব্রঙ্কো টেস্ট নিয়ে ধোঁয়াশা

লন্ডনে ফিটনেস পরীক্ষা কোহলির

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : তিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। বিসিসিআই সেই অনুরোধ রেখেছেন।

আর বিরাট কোহলির সেই অনুরোধ নিয়েই ধুন্ধুমার বেঁধেছে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে। লন্ডনে গতকাল ফিটনেস পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে বিরাটের। সেই পরীক্ষায় তিনি সফল। প্রশ্ন হল, কেন লন্ডনে নিজের পছন্দ অনুযায়ী ফিটনেস পরীক্ষা দেবেন কোহলি? ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রায় সব ক্রিকেটারই যখন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়েছেন, তখন কোহলির জন্য কেন ভিন্ন নিয়ম?

বিতর্ক ও প্রশ্নের মুখে পড়ার পরও বিসিসিআইয়ের তরফে রাত পর্যন্ত কোহলির ফিটনেস পরীক্ষা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। যদিও ঘটনার শেষ এখানেই নয়। জানা গিয়েছে, বিরাটের ফিটনেস পরীক্ষা হয়েছে ভার্চুয়ালি। সেন্টার অফ এক্সেলেন্স অথবা ভারতীয় দলের কোনও ফিজিও, স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ, চিকিৎসকদের কেউই কোহলির ফিটনেস পরীক্ষার সময় লন্ডনে হাজির ছিলেন না। পুরো পরীক্ষাটাই হয়েছে অনলাইনে। প্রশ্ন হল, এভাবে কি কারও ফিটনেস পরীক্ষার মানদণ্ড স্পষ্টভাবে বোঝা যায়? এই প্রশ্নেরও কোনও জবাব মেলেনি। বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র মারফত সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, বিরাট লন্ডনে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। ২০১২ সাল থেকে কোহলির ফিটনেস নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি। তৈরি হয়নি সংশয়। টি২০ ও টেস্ট থেকে অবসরের পরও কোহলি টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফিট। কিন্তু তারপরও কেন তাঁর জন্য ভিন্ন নিয়ম হবে, সেই প্রশ্ন উঠেছে প্রবলভাবেই।

ঠিক যেদিন লন্ডনে বিরাটের ফিটনেস পরীক্ষার খবর সামনে এসেছে। সেদিনই ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে বিস্মিত করে আরও একটি দিক সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে হাজির হওয়া রোহিত শর্মা, শার্দূল ঠাকুর, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলদের ফিটনেস পরীক্ষা আদৌ হয়েছিল কিনা, স্পষ্ট নয়। যদি ফিটনেস পরীক্ষা না হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে কেন হাজির হয়েছিলেন? সেই প্রশ্নেরও জবাব নেই। রাতের দিকের খবর, অ্যাড্রিয়ান লা রুর উদ্যোগে দলের ক্রিকেটারদের ফিটনেসের মান বাড়ানোর জন্য যে ব্রঙ্কো টেস্ট চালুর কথা বলা হয়েছিল, সেটা এখনও শুরুই হয়নি। জানা গিয়েছে, এশিয়া কাপের আগে দুবাইয়ে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবিরের সময়, অথবা এশিয়া কাপের পর ব্রঙ্কো পরীক্ষা হবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের।

প্রশ্নের মুখে বোর্ড

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩২

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন
দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি
জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি
আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ
উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া
দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার
প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে
পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-
সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩২'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম ..... ঠিকানা .....
.....
যোগাযোগের প্রতিনিধি ..... ফোন ..... মোবাইল .....
পুজোর থিম (থাকলে) .....
মণ্ডপশিল্পী ..... প্রতিমাশিল্পী ..... আলোকশিল্পী .....
পুজোর ব্যয়বরাদ্দ.....
উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।
অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR
UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR
PKSH care & compassion DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL 1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR
BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL CBSE Affiliation No. 2430164 MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

আফগান মোকাবিলায় ডিফেন্সই চিন্তা ভারতের

চোট পেয়ে ছিটকে গেলেন সন্দেশ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : আফগানিস্তান ম্যাচের আগে সন্দেশ ঝিংগানের দেশে ফিরে আসা যদি বড় ধাক্কা হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই তাঁর চোট আবার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অস্ত্র হয়ে উঠল।

ইরানের বিপক্ষে ম্যাচ চলাকালীন চোয়ালে চোট পান জাতীয় দলের এক নম্বর ডিফেন্ডার। কিন্তু তারপরও তাঁকে খেলিয়ে যান কোচ খালিদ জামিল। চোট গুরুতর হওয়ার জেরে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আর তাঁকে পাচ্ছে না ভারত। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে পারলে

কাফা নেশনস কাপে আজ
আফগানিস্তান বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : হিসর, তাজিকিস্তান
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

ভারত তৃতীয়-চতুর্থ স্থানাধিকারীর ম্যাচ খেলার সুযোগ পেতে পারে গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় হয়ে। একমাত্র পরের ম্যাচে যদি না তাজিকিস্তান বড় ব্যবধানে ইরানকে হারায়। খালিদ অবশ্য এসব অঙ্কের কথা মাথাতেই রাখছেন না। তাঁর বক্তব্য, 'এই ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে। কোনও অঙ্কের কথা মাথায় রাখছি না। ইরানের বিপক্ষে আমারই ভুল পরিবর্তনের জন্য গোল খেয়ে ম্যাচ হারি। তবে ফুটবলারদের সঙ্গে সঙ্গে কোচের কাছেও এগুলি শিক্ষণীয় বিষয়। এখন শেষ ম্যাচে জয় ছাড়া আমরা কিছু ভাবছি না।' ভারত শেষ ম্যাচ জিতে প্লে-অফে খেললেও সেখানে সন্দেশকে পাবেন না

সন্দেশ ঝিংগানের অভাব মেটাবেন কে? চিন্তায় কোচ খালিদ জামিল।

খালিদ। ফলে আফগানিস্তান ম্যাচের আগে তাঁর চোট বড় ধাক্কা ভারতীয় দলের জন্য। এদিনই তাঁর দেশে ফেরার মধ্যেই তাঁকে নিয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সন্দেশের চিকিৎসার খরচ দেবে না তাঁর ক্লাব এফসি গোয়া। যদিও পরে গোয়ার কর্ণধার রবি পুষ্কর জানান, এই ধরনের খবরের কোনও ভিত্তি নেই। এই চোটের ফলে আল জাওরার বিপক্ষে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া কঠিন হয়ে গেল গোয়ার। ফলে শুধু ভারত নয়, সন্দেশের চোটে ধাক্কা গোয়ারও। এই ডামাডোলে হাত শক্ত হল মোহনবাগানের। কারণ এসিএল টুয়ের ম্যাচের জন্যই এই কাফা নেশনস কাপে ফুটবলার ছাড়েনি তারা। মোহনবাগানের তরফে বলা হয়, বারবার জাতীয় দল থেকে চোট নিয়ে ফিরে আসায় ক্লাবের ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষ করে মোহনবাগান যেখানে একটি এশীয় স্তরের সরকারি টুর্নামেন্ট খেলবে সেখানে ফিফা আন্তর্জাতিক নয় এমন টুর্নামেন্টে ক্লাব ফুটবলার ছাড়বে না।

সন্দেশের চোটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ডিফেন্স সাজাতে খানিকটা সমস্যায় পড়তে পারেন খালিদ। হয় তাঁকে রাহুল ভেকেকে ফের সেন্টার ব্যাক পজিশনে নিয়ে আসতে হবে আনোয়ার আলির সঙ্গে। অথবা শেষ দুই ম্যাচে ডানদিকে খেলা ভেকেকে তাঁর জায়গায় রেখে দিয়ে চিঙ্গলেসানা সিংকে তিনি স্টপারে খেলালে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। একটা সময় ছিল যখন আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়টাই স্বাভাবিক ছিল ভারতের কাছে। কিন্তু এখন ফিফা ক্রমতালিকায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিককালে আফগানিস্তানের (১৬১) বিপক্ষে হেরেই ভারত সরাসরি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করার ক্ষেত্রে ছিটকে যায়। তাই ইরান ও তাজিকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচেই পরাজিত হলেও দীর্ঘদেহী আফগানদের নিয়ে চিন্তা থাকছেই ভারতের। খালিদও বলে দিলেন, 'আফগানিস্তান যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তাই ওদের হালকাভাবে নেওয়ার প্রশ্নই নেই। শেষ ম্যাচের ফল আমাদের মনমতো হয়নি। এর বদল ঘটানোর জন্য যা যা করা দরকার আমাদের করতে হবে।'

খালিদ যদি এই ম্যাচ জেতাতে পারেন, তাহলে ভারতীয় ফুটবলে আবার হয়তো খানিকটা আশার আলোর সঞ্চার হবে।

পদপিষ্টের ঘটনায় মুখ খুললেন বিরাট

'আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে ৪ জুন'

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : উৎসবের রাত বদলে গিয়েছিল শোকে।

৪ জুনের যে মর্মান্তিক পদপিষ্টের ঘটনা নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন বিরাট কোহলি। ঘটনায় ১১ জন সমর্থকের মৃত্যু হয়। আইপিএল বিজয়োৎসবে যোগ দিতে এসে আহতের সংখ্যাও প্রায় একশোর কাছাকাছি। আরসিবি-র পোস্ট করা ভিডিওয় পদপিষ্টের ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, সমর্থকদের উদ্দেশে এদিন নিজের আবেগ প্রকাশ করেছেন বিরাট।

আরসিবি সমর্থকদের প্রাণভোমরা বিরাট বলেছেন, 'কেউ কখনও ৪ জুনের মতো হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকে না। আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির ইতিহাসে যা হতে পারত সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত, তা বদলে গিয়েছিল শোকে। পরবর্তী সময়ে ঘটনাটা আমাকে ভাবিয়েছে। প্রার্থনা করেছি যেসব পরিবার তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে তাদের জন্য। প্রার্থনা করেছি যেসব ভক্তরা আহত হয়েছে তাদের জন্য। ক্ষতিটা শুধু আপনাদের নয়, আমাদের জীবনের গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।'

কয়েকদিন আগেই আরসিবি তাদের সোশ্যাল মিডিয়া সাইট পুনরায় চালু করেছে। যেখানে প্রয়াত সমর্থকদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। সমর্থকদের পাশে থাকার জন্য 'আরসিবি কেয়ার' নামে বিশেষ পরিষেবাও চালুর কথা জানানো হয়েছে। বিরাটের মুখে যার প্রতিধ্বনি। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মর্মান্তিক ঘটনার যন্ত্রণা নিয়েই পরস্পরের প্রতি যত্ন, শ্রদ্ধা, দায়িত্বের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ওপর।

বিরাটের কথার প্রতিধ্বনি আরসিবির প্রথম আইপিএল জয়ী অধিনায়ক রজত পাতিদারের কথার মধ্যে। ফ্র্যাঞ্চাইজির সোশ্যাল মিডিয়ায় পাতিদার সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তায় বলেছেন, 'আরসিবি-র হয়ে যখন মাঠে নেমেছি, বাড়তি আবেগ কাজ করেছে। সমর্থকদের ভালোবাসা, বিশ্বাস, সমর্থন উদ্দীপ্ত করেছে। বরাবর আপনাদের পাশে পেয়েছি। কঠিন সময়ে আপনাদের পাশে থাকতে চাই। পারস্পরিক যে একাত্মতা আমাদের শক্তি জোগাবে।'

৪ জুন ঘটনার জেরে কার্যত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ওপর। কর্ণাটক সরকারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বড় কোনও অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য উপযুক্ত নয় চিন্নাস্বামী। ইতিমধ্যেই মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচ সরিয়ে দিতে হয়েছে। ২০২৬ সালের আইপিএলে চিন্নাস্বামীতে আরসিবি-র হোম ম্যাচ খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছে ঘোর সংশয়।

৪ জুনের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট সমাজকে।

বাছাই করে রনজি ম্যাচ খেলবেন সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : তিনি ক্রিকেটে ফিরে এসেছেন। দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলের হয়েও খেলেছেন।

আপাতত প্রশ্ন একটাই, মহম্মদ সামি কি বাংলার হয়ে রনজি ট্রফিতে খেলবেন? ১৫ অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে রনজি। তার আগে সিএবি বা বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে এখনও সামি নিয়ে স্পষ্ট তথ্য নেই। তবে বাংলা ক্রিকেটের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, সামি বাংলার হয়ে রনজি খেললেও বাছাই করে ম্যাচ খেলবেন। এমন তথ্য সামনে আসার পর রীতিমতো বিরক্ত বঙ্গ টিম ম্যানেজমেন্ট। পাশাপাশি আরও একটি বিষয়ও রয়েছে সামিকে নিয়ে।

যেতে পারেন অস্ট্রেলিয়া

আগামী অক্টোবরেই সাদা বলের সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবে টিম ইন্ডিয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, সামি হয়তো স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যেতে পারেন। নাম না লেখার শর্তে রাতের দিকে জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নয়াদিল্লি থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'সামি দলীপের ম্যাচে মাত্র একটি উইকেট পেলেও খারাপ বল করেনি। ওর ফিটনেস নিয়েও আপাতত কোনও সমস্যা নেই। সামি শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া সফরে গেলে অবাক হওয়ার থাকবে না।'

আগের তুলনায় ওজন কমিয়েছেন সামি। দলীপের সময় তাঁকে দেখে সামির অনেক সতীর্থই অবাক হয়েছিলেন। আগের মতোই বলের জোরও রয়েছে তাঁর। লাইন, লেংথ নিয়েও তেমন সমস্যা নেই। কিন্তু তারপরও সামিকে নিয়ে নানা জল্পনা রয়েছে ক্রিকেটমহলে। এমন অবস্থায় আজ টিম ইন্ডিয়ায় ফেরার জন্য মুখিয়ে থাকা জোরে বোলারকে নিয়ে যেসব তথ্য সামনে এসেছে, তা নিয়ে জল্পনার পাশে ধোঁয়াশাও রয়েছে। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও নিশ্চিত নন সামিকে রনজির পুরো মরশুম পাওয়ার ব্যাপারে। শেষপর্যন্ত সামির জন্য অস্ট্রেলিয়া সফর নাকি বাংলার হয়ে বাছাই করে রনজি অভিযান, কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সেটাই দেখার।

'আক্ষেপ' নিয়েই অবসরে অর্ণব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেটের মূল স্রোতে অনেকদিনই ছিলেন না। বাংলা দলেও অনিয়মিত হয়ে পড়েছিলেন আগেই। এহেন অর্ণব নন্দী আজ সন্ধ্যার দিকে আচমকাই ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন। ৩৭ বছরের অর্ণব বাংলার হয়ে ২৮টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৮১৫ রান করার পাশে ৩৭টি উইকেটও নিয়েছিলেন। ২০১৯-'২০ মরশুমে রাজকোটে সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রনজি ট্রফি ফাইনালে ৪০ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। সতীর্থদের থেকে সাহায্য না পাওয়ায় বাংলাকে সেদিন রনজি ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি। সেই 'আক্ষেপ' নিয়েই আজ ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন তিনি। অর্ণবের কথায়, 'জুনিয়ারদের সুযোগ করে দেওয়ার এটাই সেরা সময় বলে মনে হল। আগামীদিনে কোচিংয়ের ভাবনা রয়েছে। ২০২০ সালে রাজকোটে বাংলাকে রনজি জেতাতে না পারার আক্ষেপটা থেকেই যাবে।'

মনদীপের গোলে হার বাঁচাল ভারত

রাজগির, ৩ সেপ্টেম্বর : হকি এশিয়া কাপের সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করল ভারত। বৃষ্টির জন্য ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের অনেকক্ষণ পর। ৮ মিনিটেই ভারতকে এগিয়ে দেন হার্দিক সিং। মাঝমাঠ থেকে একক প্রয়াসে ভারতের সহ অধিনায়ক বেশ কয়েকজন প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে গোল করে যান। চার মিনিট পরেই গোল শোধ করেন কোরিয়ার জিহুন ইয়াং। ১৪ মিনিটে কোরিয়ার দ্বিতীয় গোল করেন কিম হায়েঅনজং। ম্যাচ শেষের ৬ মিনিট আগে সমতা ফেরান ভারতের মনদীপ সিং। সার্কেলের মধ্যে হরমনপ্রীত সিংয়ের পাস ধরে সুখজিৎ সিং সেকেন্ড পোস্টে বল পাঠান মনদীপের উদ্দেশ্যে। সেই পাস ধরে গোলে বল রাখতে ভুল করেননি মনদীপ। ড্রয়ের সুবাদে এশিয়া কাপে অপরাজেয় তকমা বজায় রাখলেন হার্দিকরা।

রাজার মাথায় অলরাউন্ডারের মুকুট

ওডিআইয়ে প্রথম দুইয়ে গিল, রোহিত

দুবাই, ৩ সেপ্টেম্বর : আইসিসি ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে ভারতীয় ব্যাটারদের দাপট অব্যাহত। প্রথম দুই স্থান দখলে রাখলেন শুভমান গিল ও রোহিত শর্মা। চার নম্বরে বিরাট কোহলি। আর তিন ভারতীয়র মাঝে তৃতীয় স্থানে ঢুকে পড়েছেন পাকিস্তানের বাবর আজম। সেরা দশে চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে শ্রেয়স আইয়ার আছেন অষ্টম স্থানে। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়া সফর দিয়ে মাঠে ফেরার অপেক্ষায় রোহিত শর্মা। তবে দীর্ঘদিন খেলার মধ্যে না থাকলেও ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে সেরা দুইয়ে জায়গা ধরে রেখেছেন। শুভমানের (৭৮৪) সঙ্গে রোহিতের পয়েন্টের ব্যবধান ২৮। পাঁচ ও ছয় নম্বরে যথাক্রমে নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল ও শ্রীলঙ্কার চরিথ আশালঙ্কা। বোলিং বিভাগ শীর্ষস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা স্পিনার কেশব মহারাজের দখলেই।

ভারতীয়দের বোলারদের মধ্যে সেরা র‍্যাংকিংয়ে কুলদীপ যাদব (তৃতীয়)। এছাড়া সেরা দশ ওডিআই বোলারদের তালিকায় রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা (অষ্টম)। মহম্মদ সামি ও মহম্মদ সিরাজ আছেন যথাক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থানে। মহেশ থিকশানা রয়েছেন কেশব মহারাজের ঠিক পিছনে দ্বিতীয় স্থানে। পাঁচে রশিদ খান। সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকায় চমক অবশ্য অলরাউন্ড বিভাগে। দুই ধাপ উন্নতি করে সেরার মুকুটু জিম্বাবোয়ের সিকান্দার রাজার (৩০২ পয়েন্ট) মাথায়। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সদ্য সমাপ্ত ওডিআই সিরিজে ১৫১ রানের পাশাপাশি বল হাতেও সাফল্য পেয়েছেন। যার সুবাদে দুই আফগান আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (২৯৬) ও মহম্মদ নবিকে (২৯২) পিছনে ফেলে এক নম্বর স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন রাজা। একমাত্র ভারতীয় হিসেবে জাদেজা (নবম) প্রথম দশে রয়েছেন।

এই প্যারাডাইস বলেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

প্রস্তুতি ম্যাচে বাগান-গোয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের আগে কলকাতায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া। ম্যাচটি ৯ সেপ্টেম্বর কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হবে। এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলা হবে প্যারাডাইস বলে। বুধবার সেই বল মোহনবাগানের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। আগামীদিনে সেই বলেই অনুশীলন করবেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা।

আজ দুবাইয়ের পথে সূর্যকুমাররা

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : শুরু হয়ে গেল চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনের পালা।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলেছে এশিয়া কাপের আসর। সেই এশিয়া কাপের লক্ষ্যেই আগামীকাল দেশের বিভিন্ন শহর থেকে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিনিধিরা পৌঁছে যাচ্ছেন দুবাই। শুক্রবার থেকে দুবাইয়ে আইসিসির ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে এশিয়া কাপের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করছেন সূর্যকুমার যাদবরা।

চারদিনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির। সেখানেই এশিয়া কাপের অভিযান শুরুর আগে নিজেদের স্কিল ঝালিয়ে নেবেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। আজও বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের নেটে ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন দলের সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। ইংল্যান্ড সফরে লাল বলের ক্রিকেটে চমকপ্রদ পারফরমেন্সের পর শুভমান এশিয়া কাপে কেমন করেন, সেদিকে বাড়তি নজর থাকবে ক্রিকেট দুনিয়ার। আচমকা শুভমানকে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের সহ অধিনায়ক করা হয়েছে। ক্রিকেটমহলের

দাবি, জাতীয় নির্বাচকদের এমন সিদ্ধান্ত অধিনায়ক সূর্যকুমারের উপর চাপ বাড়িয়েছে। যদিও এখনই সূর্যর নেতৃত্বে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটি অংশের দাবি, এশিয়া কাপে দল হিসেবে ভারত ব্যর্থ হলে সূর্যের উপর চাপ বাড়তে পারে।

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের মাটিতে হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপের আসর। তার আগে এশিয়া কাপ সূর্যের ভারতের প্রস্তুতির সেরা মঞ্চ বলে মনে করা হচ্ছে। আসন্ন এশিয়া কাপের আসরে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স নিয়ে তাই একটু বেশিই আগ্রহ রয়েছে। পাশাপাশি পহলগাম কাণ্ড ও অপারেশন সিঁদুরের পর এই প্রথমবার প্রতিবেশী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাইশ গজের যুদ্ধে নামতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। ১৪ সেপ্টেম্বরের সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। কাল টিম ইন্ডিয়া দুবাই পৌঁছানোর পর সেই আগ্রহ আরও বাড়তে চলেছে। পাকিস্তান আগেই মরুদেশে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে প্রস্তুতি শিবির করার পাশে শাহিন শা আফ্রিদিরা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অনুশীলন ম্যাচও খেলেছেন।

মহিলা বিশ্বকাপে পাক অধিনায়কের প্রেরণা ধোনি!

নয়াদিল্লি, ৩ সেপ্টেম্বর : মাঝে আর কয়েকদিন।

মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। শ্রীলঙ্কার মাটিতে কাপ অভিযান শুরুর আগে মহেন্দ্র সিং ধোনির থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজছেন পাকিস্তান

সিএসকে-র শীর্ষপদে ফের শ্রীনিবাসন

মহিলা দলের অধিনায়ক ফতিমা সানা! সীমান্তপাড়ের সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট বন্ধ। যদিও খেলোয়াড়দের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ছবিটা নজরে পড়ার মতো।

পাক মহিলা দলের অধিনায়ক ফাতিমা সানার বক্তব্যে সেটাই ধরা পড়েছে। নিজের দেশের কোনও তারকা নয়, অনুপ্রেরণা খুঁজছেন মাহির থেকে! ২ অক্টোবর কলম্বোয় বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে পাক মহিলা দল। তার প্রস্তুতির মাঝে ফাতিমা বলেছেন, 'বিশ্বকাপের মতো টুর্নামেন্টে দেশকে নেতৃত্বের গুরুভার, স্বাভাবিকভাবে কিছুটা নার্ভাস। তবে অধিনায়ক হিসেবে আমি মহেন্দ্র সিং ধোনির থেকে অনুপ্রেরণা খুঁজছি। ভারত ও চেন্নাই সুপার কিংসকে ওকে নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। মাঠে ধোনির তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মাথা ঠান্ডা রাখা, প্লেয়ারদের পাশে থাকা শিক্ষণীয়। নেতৃত্বের দায়িত্ব পাওয়ার পর আমার ভাবনায় একটা কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল, ধোনির মতো হব।'

এদিকে, পাক মহিলা দলের অধিনায়কের মুখে যখন মাহি-প্রশস্তি, তখন চেন্নাই সুপার কিংসের শীর্ষপদে পালাবদল। চেয়ারম্যানের দায়িত্বে প্রত্যাবর্তন ঘটছে আশি বছরে পা রাখা নারায়ণস্বামী শ্রীনিবাসনের। গত কয়েক বছর বয়সজনিত কারণে প্রশাসনিক কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। দলের সিইও কাশী বিশ্বনাথন এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। দাবি, দলকে উজ্জীবিত করতেই শ্রীনির প্রত্যাবর্তন। ডিরেক্টর হিসেবে থাকছেন শ্রীনি-কন্যা রূপা গুরুনাথও।

রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়েও এক প্রশ্নের জবাবে কাশী বিশ্বাথন বলেছেন, 'দেখুন, অশ্বীন এখনও আমাদের অ্যাকাডেমির সঙ্গে জড়িত। ইতিমধ্যেই ওকে অন্যভাবে ব্যবহার করছি আমরা। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ বা এমএলসি লিগে খেলার জন্য নিজের নাম নথিভুক্ত করায়নি অশ্বীন। ও আইএলটি২০-তে নাম নথিভুক্ত করেছে, যেখানে আমাদের কোনও দল নেই।'

ইউএস ওপেনে নোভাক জকোভিচের খেলা দেখতে গ্যালারিতে মহেন্দ্র সিং ধোনি।

নিখোঁজ

নাম-শুভম দাস, বাবা-মৃত সুকুমার দাস, মা-মৃত ঝুম্পা দাস, বয়স ২২, উচ্চতা ৫''৫, পরনে কালো হাফপ্যান্ট ও নীল হাফ জামা, ঠিকানা শহর-চাঁচল, পোস্ট-চাঁচল, জেলা-মালদা, পিন-732123 মোবাইল-8436700674, 23/5/25 তারিখ থেকে ছেলেটি নিখোঁজ, কেও খোঁজ পেলে অবশ্যই জানাবেন তাহলে খুবই উপকৃত হব। নিখোঁজ ছেলেটির সঙ্গে যে ব্যক্তি যোগাযোগ করিয়ে দেবেন তাঁকে উচিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আবিদিয়া মৈতে। -পিকাই দেবনাথ

কচুগাঁওয়ের জয়

কামাখ্যাগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : খোয়ারডাঙ্গা শালবাড়ি বিলোগ ক্লাবের ফ্রেন্ডশিপ ফুটবলের নকআউট পর্বে বুধবার অসমের বারদই শিকলা কচুগাঁও ২-১ গোলে নেপালকে হারিয়েছে। কচুগাঁওয়ের গোলস্কোরার আবিদিয়া মৈতে ম্যাচের সেরা হয়েছেন।

উত্তরের খেলা

ফাইনালে ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব

ক্রান্তি, ৩ সেপ্টেম্বর : ক্রান্তি প্রোগ্রেসিভ ফুটবল ইউনিটের আবু বক্কর সিদ্দিকি ও নিত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ট্রফি ডুয়ার্স কাপের ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ির ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে ব্রাইট ৩-২ গোলে জলপাইগুড়ি পুলিশ দলের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা ব্রাইটের খোকন রায়। শুক্রবার শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে নামবে উজ্জ্বল সংঘ এবং মালদার নেতাজি সংঘ।

ফাইনালে সুবোধ-দেবাশিস

বাগডোগরা, ৩ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে উঠলেন সুবোধ অধিকারী-দেবাশিস কর ও বাদল রায়-এম সূত্রধর। বুধবার সুবোধ-দেবাশিস ১২১ পয়েন্টে তুহিন চক্রবর্তী-বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যকে হারিয়েছেন। বাদল-এম সূত্রধর ৭২৮ পয়েন্টে অভিজিৎ হালদার-রতন সরকারের বিরুদ্ধে জয় পান।

রাজ্যসেরা জলপাইগুড়ি

বেলাকোবা, ৩ সেপ্টেম্বর : পুরুলিয়ায় রাজ্য স্কুল গেমসে হ্যান্ডবলে অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি। ফাইনালে তারা ১৩-১২ গোলে হারিয়েছে আলিপুরদুয়ারকে। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের তরফে চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধনা দিয়েছেন মাম্পি বিশ্বাস, শ্যামল নার্জিনারি প্রমুখ। অন্যদিকে, একই প্রতিযোগিতায় ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিভাগে রানার্স হয়েছে জলপাইগুড়ি। তারা ১১-১৩ গোলে উত্তর ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে হেরেছে। জলপাইগুড়ি দলে মান্তাদারি হাইস্কুলের পাঁচজন ছিল।

অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের হ্যান্ডবলে চ্যাম্পিয়ন হয়ে ফিরল জলপাইগুড়ি দল।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস দেওয়ানগঞ্জ ফুটবল অ্যাকাডেমির। ছবি : রহিদুল ইসলাম

খেতাব দেওয়ানগঞ্জ অ্যাকাডেমির

চালসা, ৩ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল দেওয়ানগঞ্জ ফুটবল অ্যাকাডেমি। বুধবার তারা ১-০ গোলে ডুয়ার্স একাদশকে হারিয়েছে। জ্যোতি সংঘ মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা মিতালি রায়। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে গঙ্গোত্রী রিসর্ট ট্রফি দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার পুরুষদের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে নামবে হলদিবাড়ির জলন্ধর ব্রাদার্স ও মালবাজার স্বপনপুরী।

৪ গোল লেজেন্ডসের

জলপাইগুড়ি, ৩ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলে বুধবার শিলিগুড়ি লেজেন্ডস ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-০ গোলে জলপাইগুড়ি এফইউসি কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করে লেজেন্ডসের শিশির রাই। তাদের বাকি গোল দুইটি আউশ ছেত্রী ও ম্যাচের সেরা সৌভিক ওরাওঁয়ের।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

14.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 34G 15140 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মনে হচ্ছে জীবনে যা কিছু চেয়েছিলাম সব কিছু অর্জন করেছি। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কারের অর্থ আমাকে জীবনে ভালোভাবে বেড়ে ওঠার বিকল্পগুলি অন্বেষণ করার স্বাধীনতা দিয়েছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা দেবারুন মন্ডল - কে

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।